Banger Kettan. Bengali translation by Hirendranath Datta of Aristophanes'
Frogs. Sahitya Akademi, New Delhi.

সাহিত্য অকাদেমী
রবীন্দ্র-ভবন ফিরোজশাহ্ রোড, নিউ দিল্লী-১
ব্লক ৫বি, রবীন্দ্র স্টেডিয়াম, কলিকাতা-২৯
২১ হ্যাডস রোড, মাদ্রাজ ৬

মুদ্রক :
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

গ্রীক নাটক

সমগ্র গ্রীক নাট্যপ্রবাহ মূলত একটি নগরীর সৃষ্টি, তা হল আথেনাই। নাট্যশিল্পের তিনটি স্বতন্ত্র ধারা ছিল : ট্র্যাজেডি, বন্যনাট্য (বা satyr drama, যার স্বল্পাংশই উত্তরকালে রয়ে গেছে) এবং কমেডি। ত্রিধাবিভক্ত এই ধারাগুলির মধ্যে অবশ্যই এই একটি জায়গায় সাদৃশ্যসূত্র ছিল যে, প্রত্যেকটিরই অভিনয় আথেনাই-এ বছরে মাত্র একবার, দিওন্যসস্-এর বার্ষিক উৎসবে অনুষ্ঠিত হত। তাছাড়া প্রত্যেকটিতেই কুশীলবের সঙ্গে একটি কোরাস-সম্প্রদায়ের সমাবেশ ঘটত। অভিনেতৃবর্গ নাট্যকবিতার (dramatic verse) আধারে কথা বলতেন, কোরাস গীতিকবিতার (lyric verse) আধারে গান করতেন আর সেই গানের সঙ্গে নৃত্যের সন্নিবেশও থাকত। উল্লিখিত তিনটি ধারার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ক্বচিৎ-কখনো সাম্প্রতিক ইতিহাসকে আশ্রয় করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ট্র্যাজেডি তার কথাবস্তু ঐতিহ্যবাহিত পুরাবৃত্ত থেকে গ্রহণ করত এবং ভাবভঙ্গিতে তা ছিল যথার্থই গুরুগম্ভীর। বন্যনাট্যও পুরাণ থেকে উপকরণ নিত, কিন্তু গৃহীত সেই উপকরণকে নিতান্ত তরলভাবে, এমন কি প্রাহসনিক উপায়ে, ব্যবহার করত। পক্ষান্তরে, তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক জীবন বা বুদ্ধিজীবী মহলের জীবন থেকেই স্বেচ্ছাবিহারী কমেডির কাহিনী আহৃত হত। নগরজীবনের উদ্ভট, হাস্যোদ্দীপক আবিল সমালোচনার সঙ্গে উচ্ছল অশোভনতার পুলকিত মিশ্রণ কমেডিতেই দেখা যেত।

ট্র্যাজেডির উৎস দুর্জ্ঞেয়, এবং তার সন্ধান নিষ্প্রয়োজন। দিওন্যসীয় কোনো বিশেষ ব্রত অথবা ওরকম কোনো নির্দিষ্ট একটি উৎস থেকে ট্র্যাজেডি এসেছে, এই ধারণার মধ্যে সম্ভবত অসংগতি আছে। স্পষ্টই মনে হয়, প্রথমতম 'ট্র্যাজেডি' ছিল একটি নাটকীয় কোরাসধর্মী অনুষ্ঠান এবং তার সঙ্গে একটি মঞ্চব্যাপারও সংযুক্ত ছিল। কোরাসের অংশটিতে দিথিরাম্ব-এর প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। দিথিরাম্ব ছিল প্রকৃতিদেবতা দিওন্যসস্-এর সম্মানে পঞ্চাশজন নর্তকের স্তোত্রনৃত্যের অনুষ্ঠান। কিন্তু দিওন্যসস্-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমনও অন্যান্য সমবেত কোরাসধর্মী অনুষ্ঠান তখন তো ছিল। অবশ্য নিজ বিবর্তনের কোনো স্তরেই ট্র্যাজেডিকে বিশেষভাবে দিওন্যসীয় বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে দেখা যায় নি। ট্র্যাজেডি দিওন্যসস্-এর উৎসবের

একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। এই তথ্য থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে ট্র্যাজেডি সেই দেবতার পূজানুষ্ঠান থেকে সঞ্জাত হয়েছে। অন্যান্য ব্যাখ্যা বরং সম্ভব। তবে সুরাপ্রিয় দেবতার ভূমিকায় দিওনুসস্-এর সঙ্গে যে কমেডি ও বন্যনাট্যের মধ্যে একটি নিবিড় যোগাযোগ ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৫২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেই সর্বপ্রথম উদ্যমী সুশাসক পেইসিস্ত্রাতস্ ট্র্যাজেডির এই নব্য শিল্পকে উৎসবের অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন। কমেডিকে আরো পঞ্চাশ বছর পরে অনুরূপ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া হল। এর মধ্যে কোনো একটা সময়ে অর্ধেক-মানুষ অর্ধেক-ঘোড়া, এই রকম সব জীবকল্পনাসমন্বিত বন্যনাট্য আর তাদের কোরাসের অংশকে ট্র্যাজেডির মধ্যে 'কৌতুকী অব্যাহতি'র (comic relief) ভঙ্গিতে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। যে-সব ট্র্যাজেডি রয়ে গেছে সবই সেই পঞ্চম শতাব্দীর, যখন স্বৈরতন্ত্র নির্মূল হয়ে গেছে, আথেনাই-এ পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। এস্কিলস্ সোফোক্লেস্ এবং এউরিপিদেস্-এর ক'টি মাত্র নাটক পাওয়া যাচ্ছে, আর-কোনো কবিরই নয়। সম্পূর্ণাঙ্গ কমেডি বলতে যা-কিছু আমরা পেয়েছি, সেই সবই আরিস্তোফানেস্-এর লেখা। সেই কমেডিগুলির রচনাকাল ৪২৫ থেকে ৩৮৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এছাড়া মেনান্দার-এর লেখা চারখানি নাটক (৩৪২ থেকে ২৯২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) প্রায় সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া গেছে।

আথেনাই নাটক জনউৎসবের অঙ্গ হিসেবে অনুষ্ঠিত হত, এই ঘটনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই ঘটনাটি স্মরণ রাখলে নাটকগুলির পর্যালোচনকর্ম অনেক সহজ হয়ে আসে। শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা ছিল বিপুল, প্রায় পনেরো হাজারের কাছাকাছি। হুবহু না হলেও কার্যত তা ছিল আথেনাই-এর সমস্ত নাগরিকসংখ্যার সমান। বিশদ করে বলতে গেলে, এই শ্রোতৃমণ্ডলীই নিয়ন্ত্রী সংসদ হিসেবে জাতীয় কর্মপন্থা বিবেচনা ও নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে মিলিত হত। তাই তাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা, অভিজ্ঞতা এবং বিচক্ষণতা যথেষ্টই ছিল। সেই কারণে ট্র্যাজেডির কাব্য-নাট্যকার গুরুত্ববোধ ও বুদ্ধির দিক থেকে একটি উন্নত স্তর আশা করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন। কমেডির কবিও প্রচুর উৎসাহে রাজনৈতিক স্যাটায়ার এবং তৎসদৃশ অপরাপর সমকালীন সূত্রের উল্লেখ করতে পারতেন। শেষোক্ত সূত্রোল্লেখের মধ্যে ট্র্যাজেডির কবিদের নকল করে নাকাল করাও কম হত না।

ট্র্যাজেডির বহিরবয়ব খুব কঠোরই রয়ে গেল। স্বভাবী অথবা 'যথাযথ' জীবনানুগামিতার দিকে এর ঝোঁক কমই ছিল। এটাও মানতে হবে, কাঠামোর এই অনুদার কঠোরতা নাটকীয় টানা-পোড়েনের সঙ্গে খুব খাপ খেয়ে গিয়েছিল। কুশীলব সংখ্যা ছিল পরিমিত। প্রথমে এক, তার পর দুই, তারও পরে তিন। অবশ্য একজন পাত্র একাধিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারত। নাট্যবিধি অনুসারে সংলাপরীতি বলতে প্রধানত লম্বা বক্তৃতা অথবা এক-এক ছত্রে নিবদ্ধ কথোপকথন বোঝাত। পতনোন্মুখ অধ্যায়ের প্রাক্কাল পর্যন্ত কোরাস আর তার বৃহৎ নৃত্য-বেদিকাটিই ছিল প্রেক্ষাগৃহের অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ। ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পুরাণ থেকে আহরণ করলেও কবিরা তাঁদের লক্ষ্য অনুযায়ী সেই পরিগৃহীত পুরাবৃত্তের এদিক-ওদিক অদল-বদল করার ব্যাপারে চূড়ান্ত স্বাধীনতা নিতেন। কমেডি-কবিরাও তাঁদের উদ্দেশ্য অনুসারে পৌরাণিক বৃত্তান্তকে রঙ্গব্যঙ্গে পর্যবসিত করতে পারতেন।

এই উৎসব একজন দেবতার নামে উৎসৃষ্ট ছিল, এ-কথা ঠিক। এ-কথাও মানতে হবে যে স্বশরীরে অথবা অশরীরী যে-কোনো ভাবেই হোক দেবতারা উদ্দিষ্ট নাটকের সংঘটনায় (action) অংশ গ্রহণ করতেন। তবু 'ধর্মীয়' শব্দটি বলতে আমরা সচেতন পূজা-আর্চা অথবা পবিত্র ভাবমণ্ডলে অনুষ্ঠেয় আরাধনার যে-ছবিটি বুঝিয়ে থাকি, সেই অর্থে এই অনুষ্ঠান ধর্মীয় ছিল না। নিঃসন্দেহে 'ফ্রগ স্'-এর মতো কমেডি সদ্যনির্দেশিত অর্থে আদৌ 'ধর্মীয়' নয়। আবার, পক্ষান্তরে, অধিকাংশ আধুনিক নাটকের মতো ট্র্যাজেডি ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না। নাটকের মধ্যে প্রয়োজনীয় অংশ বিস্তার করলেও ব্যক্তির সমস্যা ও দ্বন্দ্বই ট্র্যাজেডির একমাত্র লক্ষ্যবস্তু ছিল না। নিছক সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাসমূহের উন্মোচনেও তার প্রযত্ন নিয়োজিত ছিল না। এমন-কি 'আন্তিগোনে'-র মতো নাটকেও ব্যক্তিগত বিবেক ও রাজার আইনের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের চেয়ে আরো অনেক-কিছুই আগ্রহসঞ্চারী, অবধানযোগ্য। এর পটভূমি সমকালবর্তী সমাজ অথবা রাজনৈতিক জীবন নয়, এ পর্যন্তই তাকে ধর্মাশ্রিত বলা চলে। কিন্তু মূলত মানব-জীবনের অস্তিত্ব আর তার অপরিবর্তমান বিধিনিষেধই তার এলাকা। এই নাটকে দেবতাদের সঠিক ভূমিকা হল সেই সব বিধিনিষেধ নাটকীয়ভাবে

প্রতিরূপায়িত করা, যার বিরুদ্ধে ক্রেওন্-এর মতো পরিণাম-বিধুর চরিত্রগুলি বৃথাই যুঝে মরছে।

'আগামেম্নোন' একটি স্বয়ংস্বতন্ত্র নাটক নয়, ওরেস্তেস্-নাট্যত্রয়ীর প্রথম অংশ। এর মধ্যে এস্কিলস্ পাপ ও প্রতিবিধানের সমস্যাটিকে রূপ দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিকোণে, এ-সমস্যা অমোঘ দুটি নীতিতে নিয়ন্ত্রিত। কোনো-না-কোনো উপায়ে, দুষ্কর্ম কৃত হওয়ার পর ভারসাম্য ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এবং সহিংস প্রণালীর পতনরন্ধ্র (hybris) আরো হিংসা প্ররোচিত করবে, শেষে একটা তুমুল বিপর্যয় ঘটবে। 'আগামেম্নোন্'-এ পর্যায়ক্রমে অন্যায়কর্ম বিন্যস্ত হয়েছে আর প্রতিটি অন্যায়-ই সেখানে প্রত্যক্ষ ও প্রতিজিঘাংসু শক্তির দ্বারা লাঞ্ছিত হতে দেখা গিয়েছে। আর এই জিঘাংসাবৃত্তির অরুন্তুদ পরিণাম দেবতারা ও মানুষেরা সমান-সমানই ভাগ করে নিয়েছেন। পারিস্-এর পাপকর্মের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে আগামেম্নোন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন , শুধু তাঁরই নয়, দেবাদিদেব জেউস্-এরও মনে সেই একই পরিকল্পনা বিরাজ করছে। কিন্তু রক্তক্ষরণের পূর্বাভাসে উত্তেজিত আর্তেমিস্ এমন একটা আহুতি চান যার ফলে আগামেম্নোন যুদ্ধক্ষেত্রে যে-রক্তপাত করবেন, নিজরক্ত দিয়ে যেন তার মূল্যদান করেন। বস্তুত, দেবতারা যা অনুমোদন করেছিলেন তার জন্যই তাকে শাস্তি দিচ্ছেন— 'দণ্ডবিধানে'র বিচিত্র এই ধারণা বা হিংসোন্মত্ত প্রতিশোধবৃত্তির আড়ালে যে-শোচনীয় অসংগতি আছে, সেটিই এখানে চোখে পড়ে। এর আর যেন কোনো শেষ নেই। তেমনি পাতকিনী ক্লুতাইমেনস্ত্রা যখন তাঁর আত্মজার জন্য আগামেম্নোনকে নিহত করেন, তখন এ-রকম একটা ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেন ক্লুতাইমেনস্ত্রা নয়, অন্যেরাই ত্রোয়া-য় গ্রীসবাসীর মৃত্যুতে প্রতিশোধ-সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে হত্যা করেছেন। কাপুরুষ ও ধর্ষকাম এগিস্থস্ ক্লুতাইমেনস্ত্রার সঙ্গে প্রতিনিবৃত্তিস্পৃহায় যোগ দিলেন : তাঁর পিতা থিয়েস্তেস্ কর্তৃক ভ্রাতৃজায়ার সম্মানহানিতে এই বৃত্ত সূচিত হল, যার প্রতিফল দিতে গিয়ে আত্রেউস তাঁকে তাঁরই পুত্রের মাংস পরিবেষণ করলেন। এই রক্তাক্ত জিঘাংসাকর্মের প্রবণতা আত্রেউস-এর গৃহে অভিসম্পাতী হয়ে উঠল, এরিন্নিএস্ বা হিংসা-ঘটনাপটীয়সীদের মধ্যে সেই প্রবণতা বিশেষভাবে রূপ পরিগ্রহ করল। এই ভৈরবীরা আলোচ্য নাটকের দেবতাদের পরামর্শদাত্রী, এটাও লক্ষ্য করতে

হবে। কাসান্দ্রার উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আপোল্লোন্ একই প্রাসাদে তাঁর প্রাণ নিলেন, যে-প্রাসাদ অসংখ্য পাপের ঘটনাস্থল, ভৈরবীরা সেখানে সর্বদাই হানা দিচ্ছে। এর সমাপ্তি বিপর্যয়ের মধ্যে। সেই বিপত্তিকে এস্কিলস্ রাজহত্যা, লুণ্ঠন ও স্বেচ্ছাচারের সাঙ্কেতিকতায় অর্থময় করে তুলেছেন। শেক্সপীয়রেও তুল্য উদাহরণ মিলবে। এস্কিলস্-এর তিন পর্বে সমাপ্ত নাটকের অবশিষ্টাংশে দেখি মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে ন্যায়নীতি সম্বন্ধে আরও সহনীয় চিন্তার শুভোদয়, এবং সর্বশেষে শৃঙ্খলা, কর্তৃত্ব এবং সুসভ্যরাষ্ট্র-নগরীতে নিরপেক্ষ বিচারবিভাগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে। সুতরাং এই ত্রি-পর্ব-সম্পূর্ণ নাটকে এস্কিলস্ মানবসমাজের মধ্যে ন্যায়ের যে আলেখ্য অঙ্কন করেছেন সেটি ক্রোধদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, যুক্তিপ্রতিষ্ঠ।

'আন্তিগোনে' নাটকের অন্তর্লীন তাৎপর্য যথেষ্ট মহিমামণ্ডিত। ক্রেওন একজন সৎ অথচ সংকীর্ণচিত্ত রাজা। তিনি যার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন আমরা তাকে মানবিক জগতে সর্বোত্তম ও চিন্ময়বৃত্তি বলে মনে করি, গ্রীক কবি তাকেই নীতিনিয়ম বলেন। আন্তিগোনে-র সহোদরপ্রীতি, পরিবারগোষ্ঠীর প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা, একটি মানুষের দেহ সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ মানবসমাজের স্বাভাবিক সুন্দর শ্রদ্ধা, আন্তিগোনে-র প্রতি নিবেদিত হাইমোন্-এর প্রেম—ক্রেওন মনে করেন এই সমস্ত-কিছুকেই তিনি অস্বীকার করবেন, মুছে দেবেন। কিন্তু তাঁর নিজের এই অমানবিক মনোবৃত্তিজাত কার্যকারণের সহজ নিয়মেই তাঁর সন্তান ও তাঁর পত্নী আত্মহত্যা করলেন এবং ক্রেওন স্বরচিত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পড়ে রইলেন। তাহলে সাধারণ মাপের মনুষ্যজগতের দাবি-দাওয়া যে কোনো কূটনৈতিক রাষ্ট্র-কৌশলের চেয়ে অনেক বড়ো, আর সেগুলিকে শ্রদ্ধা করলে প্রাজ্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হয়।

'মেদেয়া' নাটক আপাতদৃষ্টিতে শুধু এমন একটি সংরক্তা নারীরই চরিত্র-চিত্রণ বলে মনে হবে, যিনি প্রথমে প্রেমে তারপর ঘৃণায় আক্রান্ত। কিন্তু এর বিষয়ভাবনা, প্রকৃত প্রস্তাবে, আরো অনেক গভীর। আথেনাই-এর বহুলায়তন দর্শকমণ্ডলী শুধু শিল্পাস্বাদ ও বুদ্ধিগ্রাহ্য রসসম্ভোগের জন্যও এই নাটকের অভিনয় দেখতে যাবে, এমন একদিন তখন আসন্ন, কিন্তু তখনো আসেনি। যদি আমরা নাটকটিকে সত্যই শুধু চরিত্রালেখ্য হিসেবে বিচার করি তাহলে তা অসম্বদ্ধ হয়ে পড়ে। কারণ মায়ারথে করে সূর্যদেবের মধ্যস্থতায় ঘটনাটিকে

তাহলে নাটক শেষ করবার একটা কৃত্রিম কায়দা ছাড়া আর কিছু বলেই মনে হয় না। এউরিপিদেস্-এর নাটকেও দেবতারা অন্তর্গত হয়েছেন এবং প্রায়শই তাঁদের ব্যবহার অযৌক্তিক, নৃশংস। যখন সোফোক্লেস্ কোরাসকে দিয়ে আফ্রোদিতে-র বন্দনাগান করান, তখন তিনি সেই অসাধারণ শক্তিশালিনী দেবীর মধ্য দিয়ে সমস্ত নাটকের পরিণতির দিকেই তাকান। আন্তিগোনে ও তাঁর নিজের প্রতি পিতার ব্যবহারে উন্মত্ত হয়ে হাইমোন্ প্রথমেই যে ক্রেওনকে হত্যা করতে উদ্যত হয়ে ওঠেন, তার মধ্যে আফ্রেদিতে-কে তাঁর ক্ষমতাবৈভব প্রদর্শন করতে দেখা যাচ্ছে। 'মেদেয়া'-তেও আফ্রোদিতে ক্ষমতাশালিনী দেখতে পাওয়া গেল। শুধু তিনিই নন, এউরিপিদেস্-এর অন্যান্য নাটকে অন্যান্য অনুরূপ দেবতারাই জায়গা জুড়ে আছেন। এউরিপিদেস্ মনে করতেন, মানুষের প্রকৃতিতে বিপরীত শক্তির সমন্বয় আছে কিংবা থাকা উচিত, যেমন সংরাগ ও শুদ্ধি, উদগ্র আবেগ ও যুক্তিপরায়ণতা। যখন এই ভারসাম্য উভয়ত বিদ্যমান, সবই তখন ভালোর দিকে। আবার, 'মেদেয়া'-য় যেমন, উদগ্র বাসনা যেই এসে যুক্তিকে আচ্ছন্ন করে দিল, তার অনিবার্য ফল সমূহ সর্বনাশ। এখানে এই সর্বনাশ যতটা না ব্যক্তিগত তার চেয়ে অনেক বেশী সার্বজনীন, সর্বব্যাপ্ত। মেদেয়া-র যন্ত্রণা স্বীকার্য, কিন্তু তার সন্ততি, নিষ্পাপ বধূ আর তার পিতার মৃত্যুকে আমরা কিভাবে মানিয়ে নেবো? মেদেয়া নিজে সূর্যদেবের প্রেরিত রথে পলায়ন করে পরিত্রাণ পেলেন। দুর্দম প্রকৃতিরই তো জয় হল। আরিস্ততল তাঁর কাব্যতত্ত্বেও এউরিপিদেস্-কে কবিদের মধ্যে সর্বাধিক 'ট্র্যাজিক' এই আখ্যায় অভিহিত করে গিয়েছেন এবং সেই সিদ্ধান্তকে আমরা সুষ্ঠু বিচারই বলবো। এস্কিলস্ ও সোফোক্লেস্ আমাদের মনে এই বোধ জাগিয়ে দেন যে মানুষ যদি যথোচিত বিজ্ঞতা, সাবধানতা আর মাত্রাবোধের পরিচয় দেখায় তাহলে অন্তত তার খুব অসুখী হওয়ার আশঙ্কা কমই থাকবে। এউরিপিদেস্ মেদেয়া-র মতো অস্থির-কেন্দ্র ব্যক্তির চিত্র আঁকেন। অথবা, তাঁর যুদ্ধনাট্যগুলিতে দেখা যাবে, ত্রোয়া-র গ্রীকদের মতো সমস্ত সমাজই সেখানে কামচারিতা ও নির্বুদ্ধিতার ক্রীড়নক হয়ে অপরপক্ষ ও আত্মপক্ষ দুদিকেই শোচনীয় ধ্বংসস্তূপ রচনা করছে।

সোফোক্লেস্-এর থেকে মাত্র পনেরো বছর পরে জন্ম নিলেও এউরিপিদেস্ যেন ভিন্ন যুগের। পঞ্চম শতকের শেষ কয় দশকে সমস্ত গ্রীস, বিশেষত

আথেনাই একটি মননের যুগে পদার্পণ করেছিল। পশ্চিম য়ুরোপে সতেরো শতকের শেষার্ধে যা ঘটেছিল তার সঙ্গে এর তুলনা চলে। এই যুক্তিবাদের নবযুগের মহত্তম প্রতিভূপুরুষ ছিলেন সোক্রাতেস্। স্বভাবতই এই নব্য মননচর্চার ভালো ও মন্দ দুরকম ফলই ফলেছিল। ভাবগম্ভীব, ধর্মনির্ভর ট্র্যাজেডির মৃত্যু এই সময়েই ঘটল—বিশ্লেষণী বুদ্ধিসর্বস্বতার যুগে তার অস্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। আরিস্তোফানেস্-এর মতো যে-সব গ্রীসবাসী উক্ত অধ্যায়প্রসূত কুফলগুলির দিকেও ঝুঁকে পড়েছিলেন, তাঁরা হয়তো বলতে পাবতেন, এই যুগ প্রজ্ঞাবানকে চতুর বানিয়েছে, ধর্মবিশ্বাসের স্থলে অগভীর বিতর্ক-প্রক্রিয়াকে অভিষিক্ত করেছে আর এই যুগেই মানুষ ব্যক্তিস্বাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে, নাগরিক-সঙ্ঘের নিয়মানুবর্তিতা এবং সংহতিকে তলিয়ে দিয়েছে। এই রকম সম্ভাব্য মন্তব্যের মধ্যে যে একেবারে কোনো সত্য ছিল না, এ-কথা বললে ভুল হবে। ৪৩১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তো সত্যিই আথেনাই ও তার প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বী স্পার্টার মধ্যে একটা বড় বকমের যুদ্ধ বাধল। নিরন্তর সাতাশ বছর এই লড়াই চলল, যার শেষে আথেনাই একেবারেই হেরে গেল। এই যুদ্ধের সময়, যেমনটা ঘটে তেমনি, সর্বসাধারণের নীতিমূল্যের মান নেমে গেল। ক্রমশ সন্ত্রাসপন্থী ও অনতিশ্রীল মানুষেরা রাজনীতির কর্ণধার হয়ে জাঁকিয়ে বসলেন। এই দুর্নৈতিকতার পিছনে যাঁরা তৎকালের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আর তার অপপ্রভাব দেখতে পেয়েছিলেন, সেই কটুভাষী সমালোচকদের সঙ্গে আরিস্তোফানেস্-এর একটা যোগ ছিল।

যাই হোক, এউরিপিদেস্ সোফোক্লেস্-এর চেয়েও এই যুক্তিজাগৃতির আন্দোলনের অনেক কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। 'মেদেয়া'-র অনেকগুলি অনুচ্ছেদ সেই সামীপ্যের সাক্ষ্য বহন করছে। সেবিকা যখন বলছেন যে-কবিরা আর সঙ্গীতজ্ঞেরা উৎসবপ্রহর উজ্জ্বল করতে পারেন কিন্তু দুঃখ অপনোদন করতে পারেন না, কিংবা সন্তান থাকা ভালো কি ভালো নয়—কোরাস যখন এ নিয়ে আলোচনা করছেন, সে-সব সময় আমাদের মনে হয় তিনি যেন নাট্যকার নন, গদ্যসন্দর্ভলেখক মাত্র। 'মেদেয়া'-র কোনো-কোনো বক্তৃতা তো মঞ্চমণ্ডপের চেয়েও বিচারসভার কথা বেশি করে মনে করিয়ে দেয়। উপরন্তু, তাঁর উপান্ত্য পর্বের কয়েকটি নাটক অনুধাবন করলে আমরা বুঝতে পারি, কেন ভাবগম্ভীর ট্র্যাজেডির বিকাশ রুদ্ধ হয়ে গেল। কারণটি এই যে, জীবনের

গভীর আর গূঢ় দিকগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করবার দিকে তাঁদের লক্ষ্যই ছিল না। যেন ও-ব্যাপারটার দায়িত্বভার তখন থেকে শুধু দার্শনিকদের উপরেই ন্যস্ত হয়েছে, এই তাঁরা ঠাউরেছিলেন। বিকল্পে তাঁরা রুচিশোভন ও সূক্ষ্ম রুচিমণ্ডিত নাটক লিখেছেন, যাতে এটা কিংবা ওটা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের শুষ্ক বাগাড়ম্বর আছে। ফলত, নাট্যরীতি ও কাব্যরীতিতে সেই মতো রূপান্তর সাধিত হল। ভাবনা ও চিন্তনশক্তির যে-নিবিড়তা কবিতাকে এস্কিলস্ ও সোফোক্লেস্-এর স্তরে উন্নীত করেছিল, তা এইবার অপসৃত হল; সুরুচি, স্বচ্ছতা আর মসৃণতার অনুশীলন এখন থেকে ব্যাপকভাবে চলতে লাগল।

আরিস্তোফানেস্-এর অন্যতম রসোচ্ছল কমেডি 'ফ্রগ্স্'-এর পটভূমিকার অনেকখানিই বর্ণিত হল। অর্থাৎ ৪০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যখন এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল, তার অব্যবহিত পূর্বে এউরিপিদেস ও সোফোক্লেস-এর মৃত্যু হয়েছে। এই নাটকের ঘটমান ঘটনার বিশ্লেষণ তা নিজেই করুক, আমরা করব না। এটি হুবহু পুরনো যুগের কমেডির ধারারক্ষী, মুক্তোচ্ছ্বসিত, অবাধ কল্লক্রীড়। গুরুগম্ভীর মনোভঙ্গির একটি অন্তঃশীলা ধারা এর অন্তরালে বয়ে গেছে যা পুরনো কমেডিরই সগোত্র। আথেনাই-এর জন্য কবি যে দুশ্চিন্তিত এবং অতীতের অপ্রচলিত আদর্শগুলির দিকে ফিরবার জন্যই তিনি যে স্বাগত জানাচ্ছেন, সেটা আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। দেবতাদের নিয়ে কৌতুকোদ্রেকী অবতারণাও কমেডি-সম্মত। পুরাণনন্দিত নায়ক হেরাক্লেস, যিনি তার জীবদ্দশায় অসংখ্য স্মরণীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, (পাতালে হাদেস্-এর অবতরণ যার মধ্যে একটি) এখানে তিনি হৃতগৌরব। অথবা দিওনুসস্-এর কথাই ধরা যাক না কেন। যে-দেবতার সম্মানে এই নাটকটির অভিনয় আয়োজিত, যাঁর পূজারী বিশেষ সম্মানের আসনে আসীন, তাঁকেই বা এখানে তেমন কী সম্ভ্রমসূচক ভঙ্গিতে দেখানো হয়েছে! এখানে তিনি তো এখন আস্ত বোকা থিয়েটার-পাগল, আর তিনি এতই নির্বোধ যে এউরিপিদেস্-এর জন্য তাঁর রীতিমত মাথাব্যথা। সর্বশেষে রঙ্গরহস্যময় সেই বিচারদৃশ্যটি মনে করুন, যেখানে সাহিত্য-বিচারও কি তীক্ষ্ণ, পক্ষপাতশূন্য। ট্র্যাজেডির অমন পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা যে এ-রকম একটি লোকতোষিণী কমেডির মধ্যেও বিরাট একটি জায়গা জুড়েছে—এর থেকেই বোঝা যাবে আথেনাইর-এর কবিদের শ্রোতৃ-সমাজ কিরকম মননশীলিত ছিল।

গ্রীক নাটকের বিবর্তনে এর পরবর্তী ইতিহাস কয়েক মুহূর্তেই বলে দেওয়া যায়। শীঘ্রই গ্রীসের প্রতিটি নগরে প্রেক্ষাগৃহ স্থাপিত হল। কিন্তু ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে আরিস্তোফানেস্-এর সিদ্ধান্তই নির্ভুল বলে প্রতিপন্ন হল। ট্র্যাজেডি ক্রমশই নিষ্প্রাণ হয়ে এল, রঙ্গালয়গুলিও ক্রমে-ক্রমে প্রাচীন সাহিত্যের পৌনঃপুনিক রোমন্থনে মজ্জমান হয়ে পড়ল। এউরিপিদেস্ এই সময়েরই প্রিয় লেখক। অন্যদিকে কমেডি প্রাণবন্তই রইল, যদিও তার কথঞ্চিৎ স্বরূপান্তর হল। কেননা তার মধ্য থেকে রাজনৈতিক উপাদান বিদায় নিল বরং তা অপেক্ষাকৃত শান্ত, স্থমিত হয়ে ব্যক্তিগত জীবনের স্থসমাচারে পরিণত হল। মেনান্দার-এর নতুন কমেডিকে আর যেন কমিক বা কৌতুকী বলবার উপায়ই থাকে না, বরং অনাথ শিশু, বহুদিন ধরে হারিয়ে যাওয়া শিশু, অথবা উদ্‌ভ্রান্ত যুবা—এদের নিয়ে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম চরিত্রচিত্রণ আর জীবন বিষয়ে বুদ্ধিঝলসিত মন্তব্য তাঁর পরিচ্ছন্ন নাটকে রয়েছে। আরো এক শতাব্দী পরে এই সব গ্রীক কমেডিই প্লাউতস্ ও টেরেন্স-এর হাতে রোমক মঞ্চোপযোগী নবরূপ পরিগ্রহ করেছিল। যখন মহান্ আলেকসান্দর সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত গ্রীক সভ্যতা বয়ে নিয়ে গেলেন, মঞ্চ ছিল তার একটি অন্যতম অংশ। এই সব মঞ্চে কোন্-কোন্ নাটক অভিনীত হত, আমরা নিশ্চিতভাবে সে কথা জানিনা। নিশ্চয়ই চিরায়ত নাটকগুলি এবং সম্ভবত বেশ কিছু কমেডি সেখানে অভিনীত হয়ে থাকবে। আরো সম্ভব যে, সচরাচর অনুকরণাত্মক নাটিকা (mime) এবং নৃত্য সেখানে প্রদর্শিত হত। গ্রীক নাটকের ঐতিহ্য ভারতীয় নাট্যপ্রবাহের উপর কোনোরকম প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে মনে হয় না। তবে এটা অনুমেয়, উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিয়দংশে মাসিদোনীয়-সেলেউকীয়-দের স্বল্পস্থায়ী রাজ্যকালে ভারতবর্ষের মাটিতে কয়েকটি গ্রীক নাটকের অভিনয় হয়েছিল।

কে. ডি. এফ. কিটো

অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ভূমিকা

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী গ্রীক নাট্যসাহিত্যের স্বর্ণযুগ। আরিস্তোফানেস্ (৪৪৫-৩৮০ খ্রীঃ পূর্ব) সেই যুগের কমেডি-রচয়িতা। কমেডি রচনায় তিনি যে উৎকর্ষ দেখিয়েছেন প্রাচীন সাহিত্যে তার তুলনা নেই। আথেনাই-এর নাট্য প্রতিযোগিতায় চার-চারবার তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেছিলেন। বর্তমান গ্রন্থ ('বাত্রাখোয়' : 'ফ্রগ্‌স্') সেই পুরস্কার-প্রাপ্ত নাটকের অন্যতম। খ্রীঃ পূর্ব ৪০৫ অব্দে এই নাটক প্রথম অভিনীত হয় এবং প্রথম পুরস্কার লাভ করে। সকলেই জানেন সে যুগের অধিকাংশ নাটক আজ বিলুপ্ত। আরিস্তোফানেস্-কৃত বহু নাটকের মধ্যে 'ফ্রগ্‌স্'-সমেত মাত্র এগারোখানা নাটক বিনাশের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। তাঁর প্রত্যেকটি নাটক তৎকালীন আথেনীয় জীবনের এক একটি আলেখ্য। তাঁর সমগ্র রচনাবলী কালের কবল থেকে রক্ষা পেলে আথেনীয় জীবনের একটি সর্বাঙ্গীন চিত্র উদ্‌ঘাটিত হতে পারত। এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে আরিস্তোফানেস্-এর কমেডি কেবলমাত্র হালকা রসিকতায় অবসরবিনোদনের উদ্দেশ্যে রচিত নয়। সে কালের আথেনীয় জীবনে—সমাজে সাহিত্যে রাষ্ট্রব্যাপারে—যখন যেখানে ত্রুটি বিচ্যুতি দেখেছেন তাকেই তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রূপে আঘাত করেছেন। এদিক থেকে তাঁর কমেডি স্যাটায়ারের সমগোত্রীয়। বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রে গুরুপাক কিন্তু বিন্যাস ও পরিবেশনের গুণে পরিপাকে ব্যাঘাত ঘটে না। অপর পক্ষে লঘু পরিহাস সত্ত্বেও কোথাও বিষয়ের গুরুত্ব লাঘব হয়নি। প্রত্যেকটি নাটক হাস্যে কৌতুকে বিদ্রূপে ব্যঙ্গে ভাবে বিন্যাসে সমুজ্জ্বল। এতকাল পরেও তাদের ঔজ্জ্বল্য কমেনি। 'লঙ্ঘন লঘুমায়া'র উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত—বহুযুগের পথ অতিক্রম করে আজকের পাঠক-সমাজেও মায়া বিস্তার করেছে।

এ সব নাটকের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিমেয়। কারণ প্রত্যেকটি নাটক সে যুগের কোনো না কোনো সমস্যা সম্পর্কিত। তাছাড়া তাঁর ব্যঙ্গের প্রধান লক্ষ্য সে কালের ধনুর্ধর নেতৃবৃন্দ। পিলোপনেশীয় যুদ্ধে ক্লেওন্ প্রভৃতি লোক-খেপানো নেতাদের একাধিক গ্রন্থে তিনি নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করেছেন (গিলবার্ট মারে-প্রণীত 'আরিস্তোফানেস্ এণ্ড দ্য ওঅর পোয়েট্রি' গ্রন্থ

দ্রষ্টব্য)। 'ক্লাউড্স' নামক নাটকে তৎকালীন শিক্ষাপদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করেছেন। সেকালের সোফিস্ত বা ন্যায়বাগীশদের চুলচেরা তর্কপ্রণালীকে আরিস্তোফানেস্ সুনজরে দেখেননি। স্বয়ং সোক্রাতেস্ও তাঁর আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি। ওয়স্পস্ নাটকে আথেনীয়দের অত্যধিক মামলা-প্রিয়তা ইত্যাদি সামাজিক দুর্নীতির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

'ফ্রগস্' তাঁর সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা নাটক। এস্কিলস্ এবং এউরিপিদেস্—এই দুই ট্রাজেডি-রচয়িতার তুলনামূলক আলোচনাকে কেন্দ্র করে এই ব্যঙ্গ-নাটকের সৃষ্টি। এউরিপিদেস্-কে নিয়ে আরিস্তোফানেস্ একাধিক নাটকে হাস্যপরিহাস করেছেন। সে কালের কোনো কোনো রাজনৈতিক সমস্যার উল্লেখ থাকলেও নাটকটি মূলতঃ সাহিত্য এবং সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কিত। ভাবলে অবাক লাগে যে সেই দূর কালে এ জাতীয় নাটক এতখানি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আথেনীয়দের শিক্ষা রুচি এবং সাহিত্যানুরাগের এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের বিষয়বস্তু—তাকে আশ্রয় করে যে কৌতুক এবং ব্যঙ্গরসের সৃষ্টি হয়েছিল আজকের পাঠকের কাছে তাকে যথাযথভাবে ধরে দেওয়া অতিশয় কঠিন কাজ। পশ্চিম দেশেও আরিস্তোফানেস্ এর অনুবাদ অল্পাধিক শতবর্ষ পূর্বে মাত্র হয়েছে। বহুকাল পর্যন্ত এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে আরিস্তোফানেস্-এর অনুবাদ শুধু দুঃসাধ্য নয় অসাধ্য। স্থান কাল পাত্রের প্রতি তাঁর আনুগত্য এত বেশি যে স্থান কালের ব্যবধানে তাঁর পাত্রদের জাত কুল বজায় রাখা কঠিন হয়ে ওঠে। তবে একথাও সত্য যে মহৎ সাহিত্যের মধ্যে একটা মহানুভবতা আছে। তার ভঙ্গিটা যদি বা স্থান কালের অনুযায়ী, রসটা সবকালের অনুগামী। রসটুকু ধরতে পারলে দেখা যাবে সেকালের পাত্ররা একালেও মিত্রস্থানীয়। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে প্রত্যেক যুগের এবং প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব ইডিয়ম আছে। ভিন্ন ভাষার ইডিয়মে তাকে রূপান্তরিত করতে গেলে কিছু তার অঙ্গহানি ঘটবেই। সুতরাং আমার কাজের অপূর্ণতা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞান। যদি কথঞ্চিৎ পরিমাণেও কৃতকার্য হয়ে থাকি, অর্থাৎ বাঙালী মনে যদি এর রসটির উদ্রেক করতে পেরে থাকি তাহলেই পুরস্কৃত বোধ করব।

এস্কিলস্ এবং এউরিপিদেস্-এর তুলনামূলক আলোচনায় এমন সব নাটকের

উল্লেখ আছে যা বহু যুগ পূর্বে বিলুপ্ত হয়েছে। আজকের পাঠকের কাছে সে সব নাটক অজ্ঞাত। প্রসঙ্গক্রমে আরো যে সব নাট্যকারের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যেও অনেকের শুধু গ্রন্থ নয় নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত। পাদটীকায় গ্রন্থকার এবং গ্রন্থাদির সম্ভবমতো পরিচয় দেওয়া হয়েছে। স্থানে স্থানে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে আলোচ্য বিষয়ের খেই ধরিয়ে দেবারও চেষ্টা করেছি।

মনে রাখা কর্তব্য যে এটি অনুবাদের অনুবাদ। গ্রীক ভাষায় আমি অনভিজ্ঞ। তর্জমা করেছি ইংরেজী অনুবাদ থেকে। সাহিত্য অকাদেমীর নির্দেশক্রমে এভ্রিম্যান লাইব্রেরী সংস্করণ দৃষ্টে অনূদিত। প্রয়োজন-বোধে লোয়েব্‌স্ ক্লাসিক্‌স্ এবং গিলবার্ট মারে কৃত অনুবাদের সাহায্য গ্রহণ করেছি। বলা আবশ্যক যে নাট্যোল্লিখিত চরিত্র, গ্রন্থকার এবং গ্রন্থাদির গ্রীক নামের উচ্চারণ নিয়ে বিপন্ন বোধ করেছি। নামের উচ্চারণ বিকৃত হলে সেটা অনেক সময় বদনামে দাঁড়ায়। অনন্যোপায় হয়ে জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শরণাপন্ন হয়েছিলাম। এ জাতীয় কার্যে তিনি সর্বজনের উৎসাহ দাতা। অনুরোধমাত্র রাজি হয়েছেন এবং সাগ্রহে সযত্নে প্রত্যেকটি নামের বাঙলা রূপান্তর করে দিয়েছেন। এই সুযোগে তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি। বলাবাহুল্য বিদেশী নামের যথাযথ রূপান্তর কোনো ভাষাতেই সম্ভব নয়, কিছু আপসরফার প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটি লিখে পাঠিয়েছিলেন সেটি এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"আরিস্তোফানেস রচিত বাত্রাখোয় (ফ্রগ্‌স্ : ব্যাঙের কেত্তন) নাটকের নামগুলি বাঙলায় লিপ্যন্তর করতে গিয়ে দেখা গেল মূল গ্রীক, লাতীন বানানে তার রূপান্তর এবং সেই রূপান্তরের উপব নির্ভরশীল ইংরেজী বানান ও উচ্চারণ—এই তিনটির সমবায়ে একটা আপসরফা না করে উপায় নেই।

মূল গ্রীক বানান ও উচ্চারণকে ভিত্তি করে এবং লাতীন-ইংরেজী ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নিয়ে বাঙলায় কি রকম বানান হতে পারে তার কয়েকটি নমুনা আমি প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম।

অনুবাদক আমার সে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন ও তদনুসারে নামের বানান-গুলি ঢেলে সাজিয়েছেন। এর উপযোগিতা বিচার করবেন বাঙালী পাঠক সাধারণ।"

অতিশয় কঠিন কাজ; করার কথা ছিল অনেকদিন আগে। কঠিন বলেই কাজে হাত দিতে ইতস্তত: করেছি। অবশ্য কাজ আরম্ভ করে দেখলাম কাজটি যতখানি কষ্টসাধ্য ততখানি আনন্দদায়ক। ঐ আনন্দটুকু আমার উপরি পাওনা। তথাপি বলা প্রয়োজন যে বিলম্বহেতু আমি সাহিত্য অকাদেমী কর্তৃপক্ষের নিকট অতিশয় লজ্জিত। তাঁরা যে ধৈর্য ধরে এতদিন অপেক্ষা করেছেন সেজন্য তাঁদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতার পাত্র আরো আছেন, তাঁদের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ডক্টর সৌরীন মিত্র এবং শ্যামল সরকারের সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। এ ছাড়া প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন কন্যা পূরবী।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র

বাক্‌খস্‌
ক্সান্থস্‌
হেরাক্লেস্‌
খারোন্‌
আয়াকস্‌
এউরিপিদেস্‌
এস্কিলস্‌
প্লুতোন
মৃত ব্যক্তি
পের্সেফোনে
দুই হোটেলওয়ালী
কোরাস্‌
ব্যাঙের দল

প্রস্তাবনা

গ্রীক নাট্যসাহিত্যের তিন মহারথী—এস্কিলস্‌, সোফোক্লেস্‌ এবং এউরিপিদেস্‌—তিনজনই একে একে গত হয়েছেন। গ্রীক রঙ্গমঞ্চের গৌরব অস্তমিত, নাট্যসাহিত্য মরণদশা প্রাপ্ত। রঙ্গমঞ্চের অধিদেবতা বাক্‌খস্‌ এই কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। নাট্যমঞ্চের পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে স্থির করেছেন যমরাজ্যে প্রবেশ করে প্লুতোনের দরবারে সাধ্যসাধনা করে এউরিপিদেস্‌কে মর্তভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। কিন্তু সশরীরে যমরাজ্যে প্রবেশ করা বড় সহজ নয়। মহাবীর হেরাক্লেস্‌ ঐ দুঃসাধ্য অভিযানে কৃতকার্য হয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে পথঘাট অন্ধি-সন্ধি জেনে নেবার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন হেরাক্লেস-এর গৃহাভিমুখে। বাক্‌খস্‌ দেবতা হলেও ভীরুস্বভাব, হাবভাব মেয়েলী। পোশাক-আশাকে রংচং এর বাহার। আপাততঃ হেরাক্লেস্‌-এর অনুকরণে নিজস্ব পোশাকের উপর গায়ে চাপিয়েছেন সিংহচর্ম, হাতে নিয়েছেন দণ্ড। সঙ্গে অনুচর ক্সান্থস্‌। সে চলেছে গাধার পিঠে চড়ে, কাঁধে মস্ত লম্বা এক লাঠি। তার দু'মাথায় মনিবের জিনিসপত্তর পুঁটুলি করে বাঁধা। নাটকের প্রথম দৃশ্যে পথ চলতে চলতে মনিব-ভৃত্যে কথোপকথন চলছে। বেশ বোঝা যায়, তখনকার নাট্যকারেরা অর্থাৎ যাঁরা তখন আরিস্তোফানেস্‌-এর প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁরা যে সস্তায় বাজিমাৎ করবার জন্যে বস্তাপচা রসিকতা আর বাজে ছাবলামোর সাহায্যে শ্রোতাদের ভজাবার চেষ্টা করতেন, প্রকারান্তরে তাকেই ব্যঙ্গ করা হচ্ছে।

বাক্‌খস ও ক্সান্থস্

ক্সান্থস্—কত্তামশায়, অনুমতি করেন তো মামুলি দু-একটা রসিকতা দিয়ে শুরু করি; আমাদের বাবুমশায়রা তো থিয়েটারে ওসব কথা শুনলেই হেসে গড়াগড়ি যান।

বাক্‌খস্—তা তোমার ইচ্ছা হয় করো; কিন্তু দেখো বাপু, তোমার বোঝাটি নিয়ে রসিকতা কোরো না। 'বোঝাটি আর বইতে পারছি না'—ওকথা বললে চলবে না, এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে।

ক্সান্থস্—আহা, হাসির কথা, রসের কথা কিছু বলতে পারব না?

বাক্‌খস্—খুব পারো—শুধু বোঝার ভারে ম'লাম গো, গেলাম গো—ঐটি চলবে না।

ক্সান্থস্—বেশ, তাহলে সেই মোক্ষম রসিকতাটাই করা যাক?

বাক্‌খস্—হ্যাঁ, তবে বলে রাখছি, আমার আপত্তিটা হল—

ক্সান্থস্—আপত্তিটা কি শুনি?

বাক্‌খস্—ঐ বোঝাটা একবার এ-কাঁধে একবার ও-কাঁধে বদলাবদলি করা চলবে না; আর ঐ ক্যাঁও ম্যাঁও—পাঁজর ব্যথা হল, পেটে খিল ধরল—এসবও চলবে না।

ক্সান্থস্—বলেন কি কত্তাবাবু, ধরুন যদি বোঝার চাপে একটা বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার···তাও বলতে পারব না?

বাক্‌খস্ (ঝাঁকিয়ে উঠে)—না কিছুতেই না—তবে হ্যাঁ, যদি কোনো কারণে আমার বমি[১] করবার প্রয়োজন হয় তখন না হয় বোলো।

ক্সান্থস্ (রাগে গজ গজ করতে করতে)—মিছিমিছি কাঁধে এক গাদা বোঝা বয়ে মরছি। মাঝে মাঝে এক-আধটা মজার কথা বলব তারও উপায় নেই। কেন?—ফ্রিনিখস্[২], লুকিস্[৩] আমেইপ্‌সিয়াস্[৪]—এঁদের নাটকে ভৃত্যেরা তো বোঝা কাঁধে নিয়ে দিব্যি রসিকতা করে। আমার বেলাতেই—

১ নোংরা রসিকতা বমনের কিংবা বিরেচক ঔষধের ক্রিয়ায় সহায়তা করে।

২ ৩ ৪ এঁরা সকলেই আরিস্তোফানেস্-এর সমসাময়িক নাট্যকার।

বাক্‌থস্—দোহাই তোমার—ওদের কথা ছেড়ে দাও। থিয়েটারে ওদের ঐ পচা রসিকতা শুনে আমার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে। ঘরে ফিরে মনে হয় বয়স দু-চার বছর বেড়ে গিয়েছে আর বুদ্ধিটাও সে পরিমাণে কমেছে।

ক্সান্থস্ (আগের মতই রাগে গজ গজ করে)—হুঁ, বোঝাকে বোঝা বইব, হাড় মাস কালি হবে—কিন্তু সে কথাটি মুখ ফুটে বলতে পারব না!

বাক্‌থস্—দেখো দিকিনি ব্যাটার আস্পর্দ্ধা—আরে আমি তোর মনিব, আমি যাচ্ছি পায়ে হেঁটে আর তোর জন্যে একটা বাহনের ব্যবস্থা করেছি সে খেয়াল নেই।

ক্সান্থস্—অর্থাৎ বলতে চান, আমি কিছুই বইছি না?

বাক্‌থস্—কোথায় বইছ? তোমাকেই তো বয়ে নিয়ে চলেছে।

ক্সান্থস্—কিন্তু পুঁটুলিগুলো তো আমারই ঘাড়ে।

বাক্‌থস্—আরে বাপু, তোমার বোঝা সমেত তোমাকে তো ঐ জন্তুটাই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ক্সান্থস্—কিন্তু যে বোঝাটা আমার ঘাড়ে রয়েছে সেটা? সেটা তো মশায় আমিই বইছি।

বাক্‌থস্—তবু তক্ক! বলছি—তোমাকেই বয়ে নেওয়া হচ্ছে।

ক্সান্থস্—নাঃ আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না। কিন্তু বোঝা বইছি কি না বইছি সে আমার ঘাড়ই জানে।

বাক্‌থস্—বেশ, গাধার পিঠে চেপে যদি তোমার সুবিধে নাই হয় তাহলে এক কাজ করো। পাল্টাপাল্টি করে গাধাটাকেই তোমার পিঠে চাপিয়ে নাও।

ক্সান্থস্ (বিষম বিরক্তির সুরে)—হা ভগবান। এর চাইতে রংরুট হয়ে লড়াইয়ে যাওয়াই ভালো ছিল।[১] তাহলে দেখা যেত আপনার অবস্থাটা কি হয়। না গিয়ে ভুল করেছি।

বাক্‌থস্—নাম্ ব্যাটা নাম্। এই তো আমরা হেরাক্লেস্-এর দরজায় পৌঁছে গিয়েছি। ওহে, ভেতরে কে আছো? শুনছো একবার ইদিকে এসো তো। (দরজায় সজোরে পদাঘাত)

১ নৌযুদ্ধে যোগদানের পুরস্কার স্বরূপ কিছু সংখ্যক ক্রীতদাসকে তখন মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

হেরাক্লেস্, বাকথস্, ক্সান্থস্

হেরাক্লেস্—কে? কে চেঁচাচ্ছে? দরজায় ধাক্কা মারছে—ঠিক যেন এক বুনো মোষ। কি হয়েছে, কি চাও?

বাক্থস্ (নিচু গলায়)—দেখলে তো ক্সান্থস্।

ক্সান্থস্—কি দেখব?

বাক্থস্—দেখছো না কেমন ভয় পেয়ে গেছে।

ক্সান্থস্—ভয়? হতেও পারে, আপনাকে বোধহয় পাগল-টাগল ঠাউরেছেন।

হেরাক্লেস্ (স্বগত)—এ কি কিম্ভূত মূর্তি! উঃ, বিষম হাসি পাচ্ছে যে। নাঃ কিছুতেই হাসি চাপতে পারছিনে, চাপতে গেলে পেট ফেটে মরব।

[হেরাক্লেস্-এর অস্বস্তি; হাসি গোপন করবার জন্যে মুখ একবার এদিক নিচ্ছে, একবার ওদিক। ওর রকম দেখে বাক্থস্ আপন বিক্রম সম্পর্কে আরোই বেশি নিঃসন্দেহ। বেশ একটু মাতব্বরি ভাব]

বাক্থস্ (আশ্বাসের স্বরে)—এসো ভাই, এসো—অমন করছ কেন? এসোনা এদিকে, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

হেরাক্লেস্ (ভালোমানুষের মত মুখটি করে হাসি চাপবার আপ্রাণ চেষ্টা)—কিন্তু হাসি যে কিছুতেই চাপতে পারছিনে। একদিকে সিংহচর্ম, অপরদিকে কমলা রঙের মিহি পোশাক। হাতে ডাণ্ডা পায়ে মেয়েলি জুতো—সব মিলিয়ে —যাক্ ব্যাপারটা কি? কোত্থেকে আসা হচ্ছে, দেশ-বিদেশ ঘুরে নাকি?

বাক্থস্—হ্যাঁ তা বিদেশ বৈকি—ক্লেইস্থেনেস্-এর নৌবহরে যোগ দিয়েছিলাম।

হেরাক্লেস্ (বিদ্রূপের স্বরে)—এঁ্যা, কি বললে, তুমি লড়াইয়ে গিয়েছিলে?

বাক্থস্ (বোকার মত তড়বড় করে)—হ্যাঁ লড়াই বৈকি—লড়াইয়ে জিতে এলাম। শত্রুপক্ষের অনেক জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছি—কম্সে কম্ তেরোটি।

হেরাক্লেস্—'হুঁ, তারপর জেগে উঠে দেখলে সব স্বপ্ন।'[১]

বাক্থস্—ভালো কথা, শোনো। নৌবহরে থাকা কালে আমি আন্দ্রোমেদা[২]

১ অবিশ্বাস্য কাহিনী শ্রবণে প্রচলিত বিদ্রূপাত্মক উক্তি।

২ এউরিপিদেস্ রচিত নাটক।

নাটকটি পাঠ করছিলাম। সেটি পাঠ করে অবধি আমার মন যে কী ব্যাকুল হয়েছে কি বলব—

হেরাক্লেস্—ব্যাকুল—আহা, কতখানি শুনি? এই—এইটুকুন তো?

বাকৃথস্ (অক্ষম রসিকতার চেষ্টা)—হ্যাঁ, তা সামান্যই বলতে পারো। ধরো ঐ কুস্তিগীর মোলোন্-এর মতো। এমন কিছু বেশি নয়—ওর মতো ঐ এট্টুখানি—[১]

হেরাক্লেস্—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ—তা ব্যাপারটা কি বলো তো, কেমন ধারা—

বাকৃথস্—না ভাই এখন হাসিঠাট্টা রাখো, এ তামাসার ব্যাপার নয়। সত্যি বলছি আমার মন বড় দমে আছে, ভেবে আর কূল পাচ্ছি নে—

হেরাক্লেস্—বেশ: তাহলে খুলেই বলো। ব্যাপারটা কি শুনি।

বাকৃথস্—সোজাসুজি এক কথায় তো বলা যায় না। তবে দাঁড়াও, একটু না হয় থিয়েটারি ঢং-এ রহস্য করেই কথাটা বলি—(মুখখানা রামগরুড়ের ছানার মত ভয়ংকর রকম গম্ভীর করে)—আচ্ছা এই ধরো যদি বলি—তোমার কি হঠাৎ কখনো পায়েস টায়েস জাতীয় লোভনীয় খাদ্যের জন্য মন খুব লালায়িত হয়ে ওঠেনি?[২]

হেরাক্লেস্—আরে তা আর হয়নি? খুব হয়েছে।

বাকৃথস্—তাহলে কথাটা কি সোজাসুজিই বলে ফেলব না আরেকটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলব?

হেরাক্লেস্—না, না, পায়েসের কথা আর বলতে হবে না, ও আমি পরিষ্কার বুঝে নিয়েছি।

বাকৃথস্—আচ্ছা তাহলে বলেই ফেলি! আমাদের এউরিপিদেস্ তো ইহলোক ছেড়ে চলে গিয়েছেন কিন্তু আমার মনটা তাঁর জন্যে আকুলিবিকুলি করে মরছে। সবাই আমাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করছে কিন্তু আমি তাঁর সন্ধানে না গিয়ে পারব না।

হেরাক্লেস্—এ্যাঁ, কি বললে, কোথায় যাবে? যমরাজার দেশে?

১ কুস্তিগীর মোলোন্ তার বিপুল বপুর জন্য খ্যাত ছিল।

২ তৎকালীন নাটকে (বিশেষ করে ট্র্যাজেডিতে) রহস্য উদ্দীপনের দম্ভ মিছিমিছি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলার রীতিকে আরিস্তোফানেস্ বিদ্রূপ করছেন।

বাকৃথস্—হ্যাঁ, তাই যাব, এক্কেবারে পাতালে নেমে যাব। দরকার হয় তো তারও তলায় যেতে রাজি আছি। আমি আমার মন স্থির করে ফেলেছি।

হেরাক্লেস্—তোমার মতলবটা কি শুনি?

বাকৃথস্—মতলব আবার কি? সোজা কথা—একজন উঁচুদরের কবি আমার চাই, তা নহলে চলছে না।—"বড় যাঁরা তাঁরা সবাই পরপারে, এ-পারে পড়ে আছে যত অকর্মণ্য আর নগণ্যের দল।"[১]

হেরাক্লেস্—কেন, ইওফোন্‌কে[২] তোমার পছন্দ নয়? উনি তো এখনও বেঁচে-বর্তে আছেন?

বাকৃথস্—তা থাকলেও ঐ তো আমাদের সবে ধন নীলমণি। তাও ওঁকে ঠিক উঁচুদরের বলা চলে কি না সে বিষয়ে মতান্তর আছে। সত্যি বলতে কি ওঁর সম্বন্ধে আমি খুব নিঃসন্দেহ নই।

হেরাক্লেস্—কিন্তু যমরাজার দেশেই যদি যাও তো সোফোক্লেস্‌কে ছেড়ে এউরিপিদেস্‌কে কেন? আর কিছু না হোক, সোফোক্লেস্ এউরিপিদেস-এর চাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ। এত কষ্টই যদি করলে তবে সোফোক্লেস্‌কে আনাই ভালো।

বাকৃথস্—না, আমি দেখতে চাই পিতার সাহায্য ব্যতিরেকে নিজ ক্ষমতায় ইওফোন্ কদ্দূর কি করতে পারে। তাছাড়া এউরিপিদেস্ লোকটা যাই বলো একটু ফন্দিবাজ মানুষ। ফন্দিফিকির করে আমার সঙ্গে কোনো রকমে পালিয়ে আসতেও বা পারে। তোমাদের সোফোক্লেস্ তো চির-কালের সাদাসিধে হাবাগোবা মানুষ।

হেরাক্লেস্—আর আগাথোন্[৩]? তিনি কোথায়?

বাকৃথস্—তিনিও বিদায় নিয়েছেন। বন্ধুবান্ধব সকলের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন। হ্যাঁ কবি ছিলেন বটে—

১ এউরিপিদেস্-এর উক্তি।

২ ট্র্যাজেডি রচয়িতা, ইনি সোফোক্লেস-এর পুত্র। অনেকের ধারণা পিতা তাঁকে নাট্যরচনায় সহায়তা করতেন।

৩ ট্র্যাজেডি রচয়িতা। আথেনাই ত্যাগ করে ইনি মাসিদনের রাজা আর্খেলাওস্-এর রাজসভায় যোগদান করেন। এই নাটক রচনার অল্পকাল পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়।

হেরাক্লেস্—চলে গেলেন? আহা, কোথায় গেলেন?

বাক্‌থস্—কোথায় আর যাবেন? পুণ্যাত্মারা যেখানে যান সেখানে!

হেরাক্লেস্—কিন্তু ক্সেনোক্লেস্[১]? তিনি তো রয়েছেন?

বাক্‌থস্—ক্সেনোক্লেস্? ছ্যা ছ্যা—মরুকগে হতভাগা।

হেরাক্লেস্—বেশ, তাহলে পিথাঙ্গেলস্[২]?

ক্সান্থস্—বাঃ এঁরা দিব্বি আছেন, আমার কথাটি কেউ ভুলেও ভাবছেন না। বোঝা কাঁধে করে দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি।

হেরাক্লেস্—কিন্তু এঁরা ছাড়াও তো কত সব ছোকরা লিখিয়ে রয়েছে। সব তুখোড় ছেলে—এদের কাছে কোথায় লাগে তোমার এউরিপিদেস্। তাঁর চাইতে এরা দশগুণ দড়। ট্র্যাজেডি লেখা হচ্ছে হাজারে হাজারে—কে তার হিসেব রাখে!

বাক্‌থস্—আরে বোলোনা, সব বাজে। যত সব মুখ্যুর দল—চিড়িয়ার মত কিচিরমিচির করছে আর পাখা ঝাপটাচ্ছে। খুদে খুদে জীব—বসে বসে ট্র্যাজিক কাব্যে হাত মক্স করছে। কি লেখে তার মাথামুণ্ডু নেই। সত্যিকারের কবি একজনও নয়। নতুন কথায় চমক লাগাতে পারে এমন যোগ্যতা কারোই নেই।

হেরাক্লেস্—কি বললে—চমক লাগানো কথা? তার মানে?

বাক্‌থস্ (প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বিপন্ন)—হ্যাঁ বলছিলাম কি…কথার ঠাটঠমকটা …অর্থাৎ বলবার ভঙ্গিটা চমকপ্রদ। এই ধরো…"কালের অদৃশ্য পদচিহ্ন" …কিম্বা "মেঘলোকে দেবরাজ যুপিতর-এর নিভৃতকুঞ্জ"…অথবা "মুখে মিথ্যা ভাষণ কিন্তু আত্মা সত্যনিষ্ঠ[৩]…"

হেরাক্লেস্—এ ধরনের জিনিস তোমার পছন্দ নাকি?

বাক্‌থস্—পছন্দ বলে পছন্দ—এ ছাড়া অন্য জিনিস আমার রোচে না।

হেরাক্লেস্—বলো কি হে, এঁ্যা। আরে এসব তো বাজে বুকনি, ঠুনকো মাল—বুঝতে পাচ্ছ না?

১ নাট্যকার, আরিস্তোফানেস্-এর বিদ্রূপবাণে আজীবন জর্জরিত।

২ কবি হিসাবে প্রায় অজ্ঞাত।

৩ এউরিপিদেস্-এর উক্তির বিকৃত উদ্ধৃতি। প্রথম উদ্ধৃতিটি এস্কিলস্, দ্বিতীয়টি সোফোক্লেস এবং তৃতীয়টি এউরিপিদেস্ থেকে।

বাক্‌থস্—জানোই তো ভাই—ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ—আমার রুচি নিয়ে আমায় থাকতে দাও—

হেরাক্লেস্—কিন্তু যাই বলো, এ আমার ঘোরতর অপছন্দ—এসব তো আমি বলি পাগলের প্রলাপ।

বাক্‌থস্—তুমি তো দেখছি আমি কি খেতে ভালোবাসি না বাসি তাও আমায় বাৎলে দেবে।

ক্সান্থস্—উঃ আমার দিকে কারো ভ্রূক্ষেপটি নেই, এই যে বোঝা মাথায় দাঁড়িয়ে আছি—

বাক্‌থস্ (গলার স্বরটি যথাসম্ভব সহজ করে, খুব অন্তরঙ্গ সুরে)—যাক্‌গে, যেজন্য তোমার কাছে আসা সেই কথাটা আগে বলে নিই—(খুব নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে যেন কথাটা এমন কিছু নয়, খুবই সামান্য ব্যাপার)—এই তো, আমার পোশাকটা তো দেখছই—বেশবাসটা ঠিক তোমার মতনটি করে নিয়েছি। ব্যাপারটা হল, সেই যে তুমি যমরাজের সিংহদ্বার থেকে কের্বেরস্ টেনে বের করেছিলে[১] তখন যারা তোমাকে এক-আধটু সাহায্য করেছিল, তোমার কাছ থেকে তাদের খবরটবর একটু জেনে নিতে চাই—(এই ধরো তেমন যদি প্রয়োজন হয় আমিও যাতে তাদের সাহায্য একটু পেতে পারি)—দয়া করে আমাকে ভাই তাদের নামধাম যদি একটু দিয়ে দাও। আর বিদেশ বিরাজ্য তো—ওখানকার একটু খোঁজ-খবর নেওয়াও প্রয়োজন—রাস্তাঘাট, নদীনালা, খালবিল, সাঁকোপুল, ঝরনা, ফোয়ারা, বাড়িঘর, সরাইখানা, তাড়িখানা, বাড়িওলা, বাড়িউলী এই সব সম্বাদ—আর ভাই সুবিধামত একটা আস্তানার খবর যদি দিতে পার যেখানে মশা নেই, মাছি নেই, ছারপোকা নেই এমন—

ক্সান্থস্—কিন্তু আমার কথাটি কেউ ভুলেও ভাবছে না।

হেরাক্লেস্—অবাক করলে, এত লোক থাকতে তুমি![২] সত্যি সত্যি যাবে ভেবেছো? হঠাৎ এ খেপামি কেন?

বাক্‌থস্ (অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে)—তোমার পায়ে পড়ি, এখন বাজে কথা রাখো।

১ হেরাক্লেস্-এর অসম সাহসিক কার্যাবলীর অন্যতম।

২ বাক্‌থস্ স্বভাবতঃ শৌখিন এবং মেয়েলিভাবাপন্ন বলে পরিচিত ছিল।

এখন ঠাট্টার সময় নয়। কোন্ পথে কিভাবে গেলে সব চেয়ে সুবিধে হয় চট্ করে বলে দাও দিকিনি।

হেরাক্লেস্ (ঠাট্টার সুরে)—আচ্ছা দেখি তাহলে কোন্ রাস্তাটা বাৎলানো যায়—হুঁ একটু ভাবতে হচ্ছে—ও হ্যাঁ, বলছি শোনো, সব চেয়ে সোজা রাস্তা হচ্ছে গলায় দড়ি—দড়িটি গলায় লাগিয়ে দিব্যি ঝুলে পড়ো, ব্যস্—

বাক্‌থস্—না, না; ও বড্ড দম আটকানো ব্যাপার।

হেরাক্লেস্—তাহলে সেই বাঁধাধরা সোজা রাস্তাই ভালো—হামানদিস্তার রাস্তা—

বাক্‌থস্—এ্যাঁ, হেমলকের কথা বলছ?

হেরাক্লেস্—ঠিক ধরেছ।

বাক্‌থস্—ওরে বাপরে, সে যে হিম-শীতল ব্যাপার—উঁহু, ওটি চলবে না। শুনেছি নাকি শিরদাঁড়া বেঁয়ে একটা হিমের স্রোত পা অবধি নেবে আসে।[1]

হেরাক্লেস্—খুব ত্রস্ত পৌঁছতে হলে সোজা খাড়া রাস্তা চাই, তর্‌তর্ করে নেমে যেতে পারবে, সে রকম চাও?

বাক্‌থস্—হ্যাঁ, সেই ভালো। আমি আবার হাঁটতে পারিনে।

হেরাক্লেস্—তাহলে সোজা কেরামিকস্ টাওয়ারে চলে যাও।

বাক্‌থস্—তারপরে?

হেরাক্লেস্—সোজা একেবারে সৌধের চূড়ায় উঠে যাবে।

বাক্‌থস্—বেশ, তারপরে?

হেরাক্লেস্—ওখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে কখন মশাল দৌড়[2] শুরু হয়। নিচে লক্ষ্য রাখবে কখন ছুটবার সংকেত দেয়। সংকেত পাওয়ামাত্র ব্যস্, তুমিও দে ছুট।

বাক্‌থস্—দে ছুট? আমি? কোত্থেকে?

হেরাক্লেস্—কেন, সৌধের চূড়ো থেকে একদম তলায়।

১ প্লাতোন্ প্রদত্ত সোক্রাতেস্-এর মৃত্যুকাহিনীতে হেম্‌লক্-এর ক্রিয়া এইভাবে বর্ণিত হয়েছে।

২ মিনের্ভা, ভলকান এবং প্রোমেথেউস্-এর সম্মানে এই দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। প্রত্যেক প্রতিযোগীর হাতে একটি জ্বলন্ত মশাল থাকত।

বাক্‌খস্—উহুঁ, না না না, সে হয় না। বাপ্‌রে, মাথাটি থেঁৎলে যাবে। উহুঁ, ও পথে কস্মিনকালে যাচ্ছি নে।

হেরাক্লেস্—তাহলে কোন্ পথে যাবে?

বাক্‌খস্—তুমি নিজে যে পথে গিয়েছিলে সে পথে।

হেরাক্লেস্—সে বড় দীর্ঘ পথ। প্রথমেই তো এক বিশাল হ্রদ—অথৈ জল, তার এপার থেকে ওপার দেখা যায় না।

বাক্‌খস্—সেটি কি করে পার হতে হবে?

হেরাক্লেস্—নৌকো আছে একটি—এই ছোট্ট এইটুকুন। আর আছে এক বুড়ো মাঝি, সে-ই খেয়া পারাপার করে—পারানি নেয় দু কড়ি!

বাক্‌খস্—ওখানেও দুই কড়ি[১]? দু কড়ির প্রতাপ দেখছি সর্বত্র। তা যমরাজের দেশে গিয়ে হাজির হল কি করে?

হেরাক্লেস্—ওটি থেসেউস্-এর কীর্তি।[২]—এখন শোনো, এর পরে আসবে সাপখোপ, জন্তু-জানোয়ার, দৈত্য-দানব (হঠাৎ বাক্‌খস্-এর কানের কাছে চিৎকার করে)—যত সব বিকট-দর্শন জীব।

বাক্‌খস্ (চমকে উঠে, পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে)—দেখো, আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা কোরো না, ওতে আমাকে টলাতে পারবে না। আমি মন স্থির করে ফেলেছি।

হেরাক্লেস্—তারপরে দেখতে পাবে এক বিরাট পঙ্ককুণ্ড—পঙ্কের সাগর বললেও চলে। অভিশপ্ত নরনারীর দল—মর্তলোকে যারা মানুষের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করেছে, চুরি জোচ্চুরি করেছে, হকের পাওনা লোককে ঠকিয়েছে, ডাকাতি করেছে, মাকে ঠেঙিয়েছে, বাপকে খুন করেছে, অবৈধ নারীসঙ্গম করেছে, জাল-জোচ্চুরি, খুন-খারাবি করেছে, এমন কি

১ আথেনাই-এর বিচারালয়ে যারা জুরী হয়ে বসত তারা দুই কড়ি (গ্রীকমুদ্রা ওবল) পারিশ্রমিক পেত। দুই কড়ির বিনিময়ে তারা লোকের ধন প্রাণের মালিক হয়ে বসত। আথেনাই-এ অধিকাংশ কর্মেরই দিন মজুরি ছিল দুই ওবল।

২ আথেনীয় বীর, ইনিও পাতালে প্রবেশ করেছিলেন এবং আথেনীয় রীতিনীতি কিছু কিছু ওখানে চালু করেছিলেন।

মর্সিমস্[1]এর অপাঠ্য নাটক থেকে চুরি করেছে—সেইসব হতভাগারা ঐ পঙ্ককুণ্ডে হাবুডুবু খাচ্ছে।

বাক্থস্—খুব ভালো, খুব ভালো। তাহলে ঐ কিনেসিয়াস্[2] আর তার নাচিয়ে দলটিরও ওখানটাতে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন—ওরা আরো সাংঘাতিক জীব।

হেরাক্লেস্—ঐ স্থানটি পার হলেই শুনতে পাবে অতি মিষ্টি বাঁশির সুর, মিঠে গলার গান—শুনে তোমার প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। চারদিক আলোয় ঝলমল—ঠিক যেন পৃথিবীর আলো। সবুজ বন, সেখানে স্ত্রীপুরুষের দল আনন্দে করতালি দিয়ে হাসছে, নাচছে, গাইছে।[3]

বাক্থস্—এরা সব কে?

হেরাক্লেস্—এরা দীক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তসম্প্রদায়।

ক্সান্থস্ (অতিষ্ঠ হয়ে ঘাড়ের বোঝা ছুঁড়ে ফেলতে যাচ্ছে)—আমি বাবা আর মিছিলের খচ্চরটার মতো বোঝা কাঁধে করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।

হেরাক্লেস্ (ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ওদের বিদায় করবার চেষ্টায়)—এই যাদের কথা বললাম—ঐ ভক্তের দল, তারাই যা যা দরকার সব বলে দেবে। এদের বাসস্থান একেবারে যমদ্বারের কাছ ঘেঁষে রাস্তার পাশটিতে। আচ্ছা, তাহলে এবার এসো ভাই, নমস্কার। [প্রস্থান]

বাক্থস্ (একটু বিরক্তির সুরে)—আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ। (ক্সান্থস্-এর দিকে ফিরে)—নাও নাও, বোঝাগুলো তুলে নাও।

ক্সান্থস্—বাঃ নামিয়েই রাখলাম না, তুলে নেব?

বাক্থস্—হ্যাঁ হ্যাঁ, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়।

ক্সান্থস্—দাঁড়ান, অত ব্যস্ত কি? কত সব মড়া এই পথে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওদের নামমাত্র কিছু দিলে ওরা খুশি হয়ে আমাদের বোঝাটা নিয়ে নেবে।

বাক্থস্—তেমন কারো সঙ্গে যদি আমাদের দেখা না হয়?

১ অখ্যাত ট্র্যাজেডি-রচয়িতা।

২ অখ্যাত কবি, নাচের জন্য গান রচনা করতেন।

৩ এরা কেরেস্ এবং বাক্থস্-এর উপাসক সম্প্রদায়।

ক্সান্থস্—তাহলে আমি তো আছিই, আমিই নেব।

বাকৃথস্—বেশ বেশ। কথাটা মন্দ বলোনি, আর ঠিক সময়মতই বলেছ। ঐ তো কারা যেন একটা মড়া নিয়ে যাচ্ছে। (একটি মৃতদেহ নিয়ে শবযাত্রীদলের প্রবেশ) ওহে, ও শ্মশানযাত্রী, শুনতে পাচ্ছ না ?—শোনো বাপু, তোমার সঙ্গে আমাদের কিছু বোঝা যমপুরীতে নিয়ে যেতে পারবে না ?

মৃত ব্যক্তি—কি জিনিস শুনি ?

বাকৃথস্—এই তো, দেখ না।

মৃত ব্যক্তি—দু দ্রাখমা দিতে হবে, তাহলে।

বাকৃথস্—অত দিতে পারব না,—কমে হয় না ?

মৃত ব্যক্তি (রেগে মেগে)—চলো হে চলো।

বাকৃথস্—আরে না, থামো থামো। একটা রফা হোক না—তোমার দেখছি তর সয় না।

মৃত ব্যক্তি—আমার সঙ্গে দরাদরি চলবে না। যা বলে দিয়েছি—আমার দুই দ্রাখ্মা চাই।

বাকৃথস্ (ভেবেচিন্তে বেশ জোর গলায়)—ন' কড়ি দেব।

মৃতব্যক্তি—এই যদি দর হয় তো বেঁচে থাকলেই হত ! [প্রস্থান]

বাকৃথস্—ব্যাটার ঢং দেখ না—পাজি বদমাস কোথাকার! দাঁড়াও ওকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব, কেমন চড়া দাম হাঁকে দেখে নেব।

ক্সান্থস্—আচ্ছা করে ঠ্যাঙানি দিলেই ঢিট্ হবে। নিন্ চলুন, বোঝা আমিই বয়ে নিতে পারব।

বাকৃথস্—বাঃ বাঃ, এই তো চাই। খাঁটি মানুষ আর কাকে বলে! চলো, এবার খেয়াঘাটের দিকে এগোনো যাক্।

খারোন্। বাকৃথস্। ক্সান্থস্

খারোন্—এই এই, ধরো ধরো ব্যস, তীরে লাগাও।

বাকৃথস—এটা আবার কি ?[১]

[১] দৃশ্য পরিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে।

ক্সান্থস্—আরে এই তো সেই হ্রদ—উনি যার কথা আমাদের বলে দিলেন। বাঃ বাঃ, ঐ তো সেই নৌকোটা আর ঐ যে বুড়ো খারোন্।

বাক্‌খস্—এঁ্যা তাইতো, খারোন্ যে—এসো ভাই খারোন্ এসো, তোমার ভরসাতেই—

খারোন্—আছে নাকি কেউ খেয়া পার হতে চায়? দুনিয়ার সাধ মিটেছে কার? এসো এসো কে যাবে লীথী-র ওপারে কের্বেরস্-এর দোরে, পাতালে কিংবা নরকে?

বাক্‌খস্—হ্যাঁ, যাব বৈকি, আমি যাব।

খারোন্—তাহলে উঠে পড়ো।

বাক্‌খস্ (একটু ইতস্ততঃ করে)—আগে বলো তো কোথায় যাচ্ছ? সত্যি সত্যি নরকে তো—?

খারোন্ (গম্ভীরভাবে)—হ্যাঁ যাব বৈকি—আপনাদের জন্যেই আছি। নিন্ উঠে পড়ুন।

বাক্‌খস্—আচ্ছা উঠছি, কিন্তু একটু সাবধানে খারোন্, বেশ সাবধানে। (নৌকোয় উঠে) এসো ক্সান্থস্, এসো।

খারোন্—ক্রীতদাসদের আমি নৌকোয় তুলি না। অবশ্য যারা নৌযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল তাদের কথা আলাদা।[১]

ক্সান্থস্—আমি যুদ্ধে যেতে পারিনি। তখন আমি চোখের ব্যামোয় ভুগছিলাম।

খারোন্—তাহলে বাপু, হেঁটেই মেরে দাও। হ্রদের পাড় ঘুরে ঘুরে চলে যাও।

ক্সান্থস্—বেশ, কোন্‌খানটায় আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে?

খারোন্—ঐ যেখানে নিরাশার কূপ আর তারই পাশে রয়েছে অনুতাপের স্তূপ—সেইখানটায়, বুঝলে তো?

ক্সান্থস্—হ্যাঁ, তা আর বুঝব না! যেমন আমার কপাল, কী আরামের রাস্তাটাই বাৎলে দিলে!

খারোন্ (বাক্‌খস্‌কে উদ্দেশ্য করে)—বোসো, ঐ দাঁড়টি নিয়ে বোসো—আর কেউ যাবার আছে নাকি—উঠে পড়ো তাড়াতাড়ি। (আবার বাক্‌খস্‌কে

১ আর্গিনুসাই যুদ্ধ। ঐ যুদ্ধেই ক্রীতদাসরা সর্বপ্রথম নৌবহরে যোগদান করে।

উদ্দেশ্য করে) ওকি হচ্ছে, কি কচ্ছ তুমি ? (দাঁড়ের কাছটাতে বাক্‌খস্ বসেছে ঠিক নাড়ুগোপালটির মতো)

বাক্‌খস্—তুমি যেমন বললে, দাঁড়ের কাছটাতে বসেছি।

খারোন্—তুমি একটি হাঁদারাম। যাও, ওখানটায় সরে বোসো, যেমন বলছি।

বাক্‌খস্ (সরে বসে)—বেশ, তাই বসছি।

খারোন্—নাও এবার হাত দুটো একটু নাড়োচাড়ো।

বাক্‌খস্ (বোকার মতো হাত পা ছুঁড়ে)—এই যে নাড়ছি।

খারোন্—দেখো, তোমার ঐ ভাঁড়ামি রাখো। দাঁড়টি ভাল করে ধরো, তারপরে দিব্যি জোরসে টানো।

বাক্‌খস্—সে কেমন করে হবে ? আমি কোনোকালে জাহাজে-বন্দরে কাজ করিনি। চিরকাল ডাঙার মানুষ, এসব কাজে আমি একেবারে অভ্যস্ত নই।

খারোন্—সে দেখা যাবে'খন। তুমি একবার শুরু করে দেখোই না। এক্ষুনি দিব্যি গান শুরু হবে আর তুমি তার তালে তালে দাঁড় টেনে যাবে।

বাক্‌খস্—কিসের গান ?

খারোন্—ও হচ্ছে ব্যাঙেদের সমবেত সঙ্গীত—যাই বলো খুব সুরেলা ব্যাঙ।

বাক্‌খস্—বেশ, তুমি নিশানা দিলেই শুরু করব।

খারোন্—চালাও জোয়ান—বদর বদর।

ব্যাঙের দল

গ্যাঙর গ্যাঙ, গ্যাঙর গ্যাঙ ![1]
একদা যাদের কণ্ঠসঙ্গীতে জলাভূমি[2] মুখরিত হত
আজ কি কর্কশ আর বেসুরো বলে তাদের অনাদর হবে ?
না না, এসো আরেকবার গলা ছেড়ে সুর সাধা যাক্
গ্যাঙর গ্যাঙ—

১ তখনকার দিনের প্রচলিত নাট্যসঙ্গীতকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে।

২ আক্রোপোলিস্-এর নিকটবর্তী জলাভূমির পাশে বাক্‌খস্-এর নাট্যমন্দির অবস্থিত।

প্রতি বৎসর নাট্যোৎসবে যাদের কণ্ঠরবে
নাট্যামোদীরা মুগ্ধ হয়েছেন,
গ্যাঙর গ্যাঙ, গ্যাঙর গ্যাঙ

বাকৃথস্ (অতিষ্ঠ)—উঃ, জ্বালিয়ে মারলে, গায়ে যেন বিছুটি লেগেছে—ওরা আমাকে থেঁৎলে মারছে—নাগাড়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে গ্যাঙর গ্যাঙ।

ব্যাঙের দল—গ্যাঙর গ্যাঙ গ্যাঙ।

বাকৃথস্—যমে নিক্ তোদের—তোদের বংশ নিপাত যাক—আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখছিস না ?

ব্যাঙের দল—আহা, একবার মন দিয়ে শোনোই না আমাদের সঙ্গীত মাধুরী—গ্যাঙর গ্যাঙ, গ্যাঙর গ্যাঙ।

বাকৃথস্—মর ব্যাটারা মর। তোদের মুখে কি আর কোন বুলি নেই—সারাক্ষণ—গ্যাঙর গ্যাঙ, গ্যাঙর গ্যাঙ ?

ব্যাঙের দল— আলবৎ বলব, আলবৎ বলব
তোমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারব।
দিবারাত্র ঐ আমাদের কার্য
হরদম চ্যাঁচানো আর ঘ্যাঙানো।

বাগ্দেবী থেকে শুরু করে সকল কলাদেবীরা
প্রশংসা করেছেন আমাদের সাধা গলার ওস্তাদি আর কালোয়াতীর।

তোমার মুখে তার নিন্দা শুনে
বনদেবতা প্যান তাঁর শিঙা হাতে
খুরওয়ালা পা নাচিয়ে নাচিয়ে তাল দিচ্ছেন
আর আমরা একটানা গেয়ে চলেছি—
গ্যাঙর গ্যাঙ, গ্যাঙর গ্যাঙ,
গ্যাঙর গ্যাঙ, গ্যাঙ।

বাকৃথস্—উঃ এই হাড়জ্বালানে ব্যাঙগুলোকে কেউ পুড়িয়ে মারতে পারে না ? আমার গায়ে যে ফোস্কা পড়ে গেল। থাম্রে বাবা থাম। গানটা একটু ক্ষান্ত দে।

ব্যাঙের দল— কেন মিছে বকছ, তোমার বাজে আবদার রাখ।
গান বন্ধ হবে না, কেননা চুপ করে থাকা
আমাদের স্বভাব নয়।
শীতের দিনে জলের তলায় অন্ধকারে
ঘুমিয়ে আমাদের দিন কাটে।
বসন্তকালে রৌদ্রতাপ যখন বাড়ে
ধড়ে যেন প্রাণ ফিবে আসে।
জলের তলা থেকে উঠে আসি সূর্যালোকে,
আনন্দে ছুটে বেড়াই, নেচে বেড়াই মাঠে মাঠে,
বাসা বাঁধি লিলিফুলের ছায়ায় ;
সারা গ্রীষ্ম ঝোপে ঝাড়ে বসে মনের আনন্দে গান গাই।
তারপরে যখন ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টি শুরু হয়
তখন ছুট ছুট ছুট ; আশ্রয়ের জন্যে পড়িমরি
ছুটতে থাকি জলা জায়গাটার দিকে।
ঘাস জঙ্গলে ঢাকা পাড় থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ি
শীতল দীঘির জলে ; ভয় ভাবনা ভুলে সবাই মিলে
গলা ছেড়ে আমাদের সমবেত সঙ্গীত শুরু করি—
গ্যাঙর গ্যাঙ, গ্যাঙর গ্যাঙ।

বাকৃথস্—খুব হয়েছে, এবার চেঁচানি থামাও।

ব্যাঙের দল— এ যে বড় জবরদস্তি কথা
বিষম সাহস, বিষম স্পর্ধা
গ্যাঙর, গ্যাঙ, গ্যাঙর গ্যাঙ।

বাকৃথস্—বলছি, থাম ব্যাটারা, থাম।
উঃ আমার পিঠ গেল আর আমার হাতের কব্জি ব্যথায় টন্‌টন্ করছে।

ব্যাঙের দল— আরেক দফে, শুরু কর ভাই—
গ্যাঙর গ্যাঙ, গ্যাঙর গ্যাঙ

বাকৃথস্—যাঃ থোড়াই কেয়ার করি তোদের চেঁচানি আর বাঁদরামি—
—উঃ ফোস্কার জলুনি আর ব্যথার টন্‌টনানি।

ব্যাঙের দল— গ্যাঙর গ্যাঙ, গ্যাঙর গ্যাঙ।
ব্যাঙ ভাইরা সব—ফুর্তিসে চ্যাঁচাও
আমাদের গলার জোরটা একবার দেখাও।
ঐ নাক-উঁচু সুর-কানা অচিন আদমিটাকে
চলবে না প্রশ্রয় দিলে।
গ্যাঙর গ্যাঙ, গ্যাঙর গ্যাঙ।

বাক্‌খস্—বাপু হে, অত সহজে দমবার পাত্র আমি নই,—বেশ, একটু রগড়ই না হয় করা যাক—চ্যাঁচানোর কথা বলছিস—দেখি তোদের মুরোদ কত, এই শোন তবে—(তারস্বরে চেঁচিয়ে)—গ্যাঙ, গ্যাঙ।

ব্যাঙের দল—ভাই সব এবার তবে গলা ছেড়ে আকাশ চিরে (বিষম জোরে) —গ্যাঙ, গ্যাঙ।

বাক্‌খস্ (দাঁড়ের ঝাপটা মেরে)—দাঁড়া তোদের দেখাচ্ছি।

ব্যাঙের দল—গ্যাঙর গ্যাঙ, গ্যাঙর গ্যাঙ

বাক্‌খস্—হুঁ, হল্লাবাজ হারামজাদাদের মজাটা দেখাচ্ছি এবার—হ্যাঁ, এই ছাখ—(দাঁড় দিয়ে এলোপাথাড়ি মার)

ব্যাঙের দল—গ্যাঙর গ্যাঙ, গ্যাঙর গ্যাঙ
তোমার দাঁড়ের বাড়ি আমরা থোড়াই কেয়ার করি।

খারোন্—থামো থামো, এসে গিয়েছি। দাঁড়টা ঘুরিয়ে পাড়ে লাগিয়ে দাও। ব্যস্, এবার নেবে পড়ো। হ্যাঁ দাও দিকিনি—আমার খেয়ার কড়িটা।

বাক্‌খস্—এই যে, এই নাও তোমার দুই কড়ি।

খারোন্ এর প্রস্থান। অজানা অচেনা যায়গায় একলা দাঁড়িয়ে বাক্‌খস্

বাক্‌খস্—ক্সান্থস্, ও ক্সান্থস্ শুনছো? কোথায় আছো, সাড়া দাও।

ক্সান্থস্ (দূর থেকে)—আজ্ঞে, এই যে আমি।

বাক্‌খস্—এসো এসো, ইদিকে এসো।

ক্সান্থস্—যাক্ কত্তাকে দেখে তবু একটু ভালো লাগছে।

বাক্‌খস্—এখন কোথায় এলাম বলো তো? সামনে ওটা কি?

ক্সান্থস্—এ সেই অন্ধকার পঙ্ক কুণ্ড।

বাক্‌খস্—ও যে বলেছিল যত সব চোর জোচ্চর বদমাস পঙ্ককুণ্ডে গড়াগড়ি যাচ্ছে—দেখছো নাকি তাদের?

ক্সান্থস্—হ্যাঁ দেখছি বৈকি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?

বাক্‌খস্—ও হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি তো, দিব্যি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। (দর্শকদের দিকে তাকিয়ে)—অনেক দেখা যাচ্ছে যে।[1] যাক্ এখন কি করা যায় বলো তো?

ক্সান্থস্—আসুন, তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া যাক্। হেরাক্লেস্ বলছিলেন না যে এরই কাছে কোথায় রাক্ষুসে সব জীবদের আস্তানা আছে।

বাক্‌খস্—আরে ওর কথা ছেড়ে দাও। আমাকে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করবার জন্যে ও যত সব আবোল তাবোল বানিয়ে বলেছে। ঐ হেরাক্লেস-এর কথা বোলো না—ও যেমন অহংকারী তেমনি হিংসুটে, কারো ভালো দেখতে পারে না। ওর ভয়, পাছে আমি ওর সমান হয়ে যাই। আর সত্যি বলতে কি, এতটা যখন আসাই গিয়েছে তখন এক-আধটা দুঃসাহসিক কাজের সুযোগ পেলে সেটাই বা মন্দ কি?

ক্সান্থস্—ওরে বাবা! কিসের শব্দ শুনছি যেন!

বাক্‌খস্—এ্যাঁ, কোথায়, কোন্ দিকে?

ক্সান্থস্—ঐ যে আমাদের ঠিক পেছনটাতে।

বাক্‌খস্—তাই নাকি, তাহলে তুমি একটু পেছনে যাও তো।

ক্সান্থস্—আরে এ যে সামনে এসে গেল, এ্যাঁ!

বাক্‌খস্—তাহলে তুমি বাপু সামনেই যাও।

ক্সান্থস্—হ্যাঁ, এতক্ষণে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—এ যে দেখছি বিরাট এক জানোয়ার।

বাক্‌খস্—কি রকম বলো তো?

ক্সান্থস্—রকম বড় ভয়ঙ্কর—আর রকমের কি অন্ত আছে। ও মা এ যে ক্ষণে ক্ষণে মূর্তি বদলাচ্ছে! এই মনে হচ্ছিল একটা ষাঁড়, তারপরেই না একটা খচ্চর। আর এরই মধ্যে দেখুন না আবার বদলে গেল—বাঃ দিব্যি সুন্দরী এক যুবতী!

[1] দর্শকদের নিয়ে এরূপ কৌতুক-পরিহাস আরিস্তোফানেস-এর অধিকাংশ নাটকেই দেখা যায়।

বাক্‌থস্‌—এ্যাঁ কোথায় কোথায়, দেখি। আঃ একবার পেলে হত।

ক্সান্থস্‌—উঁহুঁ, এরই মধ্যে ভোল বদলে গেল—এখন এক বাঘা কুকুর।

বাক্‌থস্‌—বুঝেছি, এ সেই ডাইনী বুড়িটা।[1]

ক্সান্থস্‌ (গম্ভীর মুখে)—তা হতেই পারে। ওর মুখ থেকে যেন আগুনের হল্কা বেরোচ্ছে।

বাক্‌থস্‌ (বিষম ভয়ে)—নজর করে দেখোতো ওর একটা পা তামার তৈরি কিনা।

ক্সান্থস্‌ (ভয়ে জড়সড়)—হ্যাঁ তাইতো দেখছি—ওরে বাপ্‌রে, আরেকটা পায়ে যে দো-ফালা খুর। আর সন্দেহ কি—নিশ্চয় সেই ডাইনী।

বাক্‌থস্‌—এখন কোথায় যাই, কি করি?

ক্সান্থস্‌—আমিই বা কি করি?

বাক্‌থস্‌ (স্টেজের পুরোভাগে বাক্‌থস্‌ পূজারী তাঁর নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট, সেই দিকে ছুটে গিয়ে)—পুরুত ঠাকুর, বাঁচাও আমাকে, বাঁচাও। এবার থেকে দুজনে এক সঙ্গে খাবদাব, স্ফূর্তি করব, কেমন?

ক্সান্থস্‌—মশাই গো, হেরাক্লেস্‌, আমাদের আর রক্ষা নেই।

বাক্‌থস্‌—দোহাই তোমার, ও নামে আমায় ডেকো না। আমার নামটি বাপু ভুলেও মুখে উচ্চারণ করবে না।[2]

ক্সান্থস্‌—আচ্ছা, তাহলে বাক্‌থস্‌ বলেই ডাকি?

বাক্‌থস্‌—ও তো আরোই খারাপ, ও নাম কদাপি নয়।

(বাক্‌থস্‌ মুখটি আড়াল করে পুরুত ঠাকুরের সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে)

ক্সান্থস্‌ (হঠাৎ এক গাল হেসে)—আসুন, কত্তা, আসুন—চলুন, ইদিকে চলুন।

বাক্‌থস্‌ (মুখ না ফিরিয়ে)—কেন, কি হল?

ক্সান্থস্‌—আমাদের ভাগ্যি ভালো। আর ভয় নেই, বিপদ কেটে গিয়েছে। ঐ যে থিয়েটারে সেদিন শুনলুম—"ঝড় থেমে গিয়ে এখন সব শান্ত"—ঠিক সেই রকম—ডাইনীটা ভেগেছে।

বাক্‌থস্‌—তাই নাকি? ঠিক তো, হলফ করে বলছ?

১ এম্‌পুসা নামে ডাইনী—এথেন্সের রূপকথার গল্পে প্রচলিত।

২ পুরোহিতের সঙ্গে এই চাতুরীটি কেন করা হচ্ছে টীকাকাররা সেটি ব্যাখ্যা করেন নি।

ক্সান্থস্—বিশ্বাস করুন, পালিয়েছে।

বাক্‌খস্—উঁহুঁ, আবার বলো, হলফ করে বলো।

ক্সান্থস্—দেবরাজ যুপিতর-এর নাম করে বলছি।

বাক্‌খস্—ঠিক বলছ? যুপিতর-এর নাম করে বলছ?

ক্সান্থস্—তাই বলছি।

বাক্‌খস্—বাপ্‌রে বাপ্, ডাইনীটাকে দেখে কী ভয়টাই পেয়েছিলাম! শরীর যেন আমার অবশ হয়ে আসছিল। আর ঐ দেখো, পুরুত ঠাকুরের অবস্থাটি। ওঁরও মুখ চোখ লাল, ভয়েই হবে।—উঃ কে যে আমাকে এই বিপদে ফেললে? এ নিশ্চয় যুপিতর-এর কর্ম। (বাঁশির সুর ভেসে আসছে। বাক্‌খস্ নিজের মনে কি যেন ভাবছে, কোনো দিকে খেয়াল নেই।)

ক্সান্থস্—কত্তামশায় শুনছেন?

বাক্‌খস্—কেন, কি বলছ?

ক্সান্থস্—ঐ যে, শুনতে পাচ্ছেন না?

বাক্‌খস্—কোথায়, কি শুনব?

ক্সান্থস্—ঐ যে বাঁশির সুর।

বাক্‌খস্—হ্যাঁ তাই তো, আর কিসের যেন মিষ্টি একটি গন্ধ, ধূপধুনো আলো মশালের গন্ধ। একটা কোনো পুজোটুজোর ব্যাপার মনে হচ্ছে। দাঁড়াও, আড়ালে থেকে চুপচাপ একটু দেখি।

(বাক্‌খস-এর উপাসক দলের প্রবেশ)

উপাসকদল। বাক্‌খস্। ক্সান্থস্

কোরাস্ দলের সমস্বরে চিৎকার ও গান

আয়াকস্! আয়াকস্।[১]

আয়াকস্-এর জয়!

ক্সান্থস্—কত্তামশায়, দেখছেন তো এরা সেই দীক্ষিত সম্প্রদায়; উনি[২]

১ বাক্‌খস্-এর অপর নাম।

২ হেরাক্লেস্।

যেমনটি বলে দিয়েছিলেন ঠিক সেইরকম উৎসবে মত্ত—দিয়াগোরাস্[১]-এর মতো এরাও বাক্‌খস্-এর গুণকীর্তন করছে।

বাক্‌খস্—তাই তো দেখছি। তবু চুপচাপ আরেকটু দেখা যাক্। দেখি ব্যাপারটা কি ?

[কোরাস্]

শুদ্ধ পবিত্র, মহা-প্রতাপ বাক্‌খস্ !
তোমাকে আবাহন করি।
যথাসময়ে এসে এই পবিত্র প্রান্তরে
আমাদের আনন্দোৎসবে যোগদান কর।
তোমার ভক্তদল এখানে উল্লাসে মত্ত,
তাদের নৃত্যে গীতে উল্লাসধ্বনিতে
পুষ্পশাখার[২] আন্দোলনে চতুর্দিক মুখরিত।
এই পবিত্র প্রমোদলীলায় কেবলমাত্র
দীক্ষিতজনের অধিকার ; অনাহূতের এখানে প্রবেশ নিষেধ।

ক্সান্থস্—অহো দেবকুমারীর দৈবী মহিমা। সুপক্ক মাংসের কী সুমিষ্ট গন্ধ।

বাক্‌খস্—আহা, ব্যস্ত হয়ো না। চুপ করে অপেক্ষা করো ; দেখো এক-আধ টুকরো যদি জুটে যায়।

[কোরাস্]

জয় বাক্‌খস্-এর জয়
অন্ধকার বিদীর্ণ করে শুকতারাটির মতো
ঐ তাঁর অভ্যুদয়।
মশালের আলো তুলে ধরো, অন্ধকার জয় করো
দশদিক আলোয় আলোময় হোক।

১ আথেনীয় কবি ; বাক্‌খস্-এর উদ্দেশে গান রচনা করেছিলেন। নাস্তিক অপবাদে এঁর প্রাণদণ্ডাদেশ হয় ; প্রাণের দায়ে আথেনাই থেকে পলায়ন করেন। এখানে এর উল্লেখ ব্যঙ্গাত্মক।

২ মার্টল (myrtle) শাখা বাক্‌খস্-উপাসকদের বিশিষ্ট চিহ্ন।

আজ এই মহোৎসবে বৃদ্ধ ভুলেছে জরাভার,
চিন্তাক্লিষ্ট চিন্তাভার।
মহাপ্রতাপ বাক্‌খস্, তুমি আমাদের পথপ্রদর্শক—
মশাল হস্তে আমাদের নিয়ে চল মুক্ত প্রান্তরে
আমরা তোমার প্রসাদপ্রার্থী ভক্ত সম্প্রদায়
আমাদের তুমি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

[সেমিকোরাস্]

স্থির হও, শান্ত হও—
অদীক্ষিত প্রাকৃতজনেরা এ উৎসব থেকে দূরে থাকুক,
কেননা তারা রুচিজ্ঞানহীন মূর্খ,
কাব্যামৃতপানে অক্ষম, নাট্যজ্ঞান বিরহিত।
মহাকবি ক্রাতিনস্[১]-এর কাছ থেকে এরা না পেয়েছে
কাব্যের আস্বাদ না মন্তের।
এদের রসিকতার নাম ভাঁড়ামো, তারও নাই স্থান কাল
পাত্রজ্ঞান।
সারাক্ষণ কলহে মত্ত, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ;
একাধারে রাষ্ট্রদ্রোহী, রঙ্গমঞ্চ-বিরোধী।
এরা বিশ্বাসঘাতক, স্বদেশের স্বার্থ নিরাপদ নয় এদের হস্তে,
শত্রুর হস্তে সমর্পণ করে স্বদেশের দুর্গ ;
ন্যায় অন্যায় জ্ঞান নেই, গোপনে চোরাইমাল পাচার করে
বিদেশে।
শুল্কবিভাগের কর্মচারী থোরিকিওন[২] যেমন অসদুপায়ে
বিরাট সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে—
ঐ সব অবাঞ্ছিতদের এখানে প্রবেশ নিষেধ।
আর ঐ যে সব উজীর নাজিরের দল—

১ বাক্‌খস-এর যোগ্যভক্ত—একাধারে কবিনাট্যকার এবং মদ্যপানে দক্ষ।
২ অখ্যাত অজ্ঞাত ব্যক্তি ; এই গ্রন্থছাড়া অন্যত্র এর উল্লেখ পাওয়া যায় না।

যাদের নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছে বলে
কবি নাট্যকারদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে,
যারা আক্রোশবশতঃ শত্রুর ন্যায় আচরণ করেছে,
তাদের উদ্দেশে এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করছি—
একবার নয়, দুবার নয়
তিন তিনবার তাদের সাবধান করছি—
তারা যেন বিধি লঙ্ঘন না করে,
যেন এই উৎসবের চতুষ্পার্শ্বে তারা না আসে।
এখন এসো ভাই, সবে মিলে বিধিমতে
যাত্রা করি মহোৎসবে।

[সেমিকোরাস্]

চল চল, এগিয়ে চল
বীরদর্পে এগিয়ে চল।
দলে দলে ঠেলেঠুলে গা মিলিয়ে
নেচে গেয়ে হেসে খেলে সবে মিলে
ঢালো মদ, খাও যত পেটে ধরে।
ভরা পেটে গলা ছেড়ে ধরো গান—দেবীর জয়গান ;
রক্ষা তবে পাবে দেশ, শত্রুকুল হবে নিঃশেষ।

[সেমিকোরাস্]

অন্নদাতা অন্নপূর্ণার[১] স্তবগান
এবার শুরু করো অন্য সুরে।
বর প্রার্থনা করো নত শিরে, নম্রকণ্ঠে, শান্তচিত্তে
ধর গান গম্ভীর মন্দ্রে।

[সেমিকোরাস্]

ধন্য মাতা অন্নপূর্ণা !
দয়া করে শক্তি দাও পদকর্তা কীর্তনীয়া সকলকে—

১ দেবী কেরেস্; বাক্‌থস এবং কেরেস-এর পুজোয় পার্থক্য লক্ষ্যণীয়।

ভাবে ভাষায় ভঙ্গিতে পদরচনায় রঙ্গরসে নির্দোষ প্রমোদে
শ্রোতৃবর্গের হয় যেন তৃপ্তিবিধান।
নাট্যপ্রতিযোগিতায় জয়মাল্য তাদের হোক তোমার কৃপায়

[সেমিকোরাস্]

আবার অন্য তালে অন্য সুরে
আনন্দগান ধ্বনিত হউক ;
রঙ্গরসিক সদানন্দ বাক্‌খস্‌কে আহ্বান করো,
তিনি আমাদের সহযাত্রী হয়ে আমাদের সঙ্গে মিলিত হউন।

[সেমিকোরাস্]

সকল আনন্দগীত, আনন্দোৎসবের অধিপতি তুমি, বাক্‌খস্
অবিলম্বে চলে এসো
যেমন আসো বরাবর দেবী অন্নপূর্ণার উৎসবে।
এস ক্ষিপ্রপদে, লঘুচিত্তে, সচ্ছন্দ গতিতে
শোভাযাত্রার শোভাবর্ধন করো।

একবার দেখো এসে তোমার ভক্তদের মূর্তি—
গায়ে নেই কোর্তা, পায়ে নেই জুতা
শতছিন্ন গাত্রাবাস।

ক্ষতি নেই তাতে, ফুর্তি করে যাব নাচে গানে সারা দিনমান।
ঐ তো বনের আড়ালে দেখা যাচ্ছে সুন্দরী রমণীর দল
এদের সঙ্গে হেসেছি খেলেছি ফুর্তি করেছি ;
ঐ নগ্নবক্ষ শ্লথবসনাদের সঙ্গে
পাল্লা দিয়ে হল্লা করেছি।

ক্সান্থস্—আহা, আমারও তো মনে সাধ-আহ্লাদ আছে ; অনুমতি করেন তো ভিড়ে যাই সাথে।

বাক্‌খস্ (হাবার মতো মুখ করে)—আর আমি, আমিই কি থাকব বসে।

বাক্‌থস্ (কোরাস্‌কে উদ্দেশ করে)

শোনো ভাই সবে
আমি এখানে আগন্তুক, কখনো আসিনি আগে ;
দয়া করে বলে দাও, কোথায় যমরাজার দোর।

[কোরাস্]

বন্ধু, ভয় নেই আপনার, মিছে খোঁজাখুঁজি কেন ?
ঐ স্বমুখের বাড়ি, যমরাজার পুরী।

বাক্‌থস্—নাও, ক্সান্থস্, বোঝাগুলো তুলে নাও।

ক্সান্থস্—নিকুচি করি বোঝার, বোঝার আর শেষ নেই।

(বাক্‌থস্ আর ক্সান্থস্ প্রস্থান)

[সেমিকোরাস্]

এসো ভাই নাচি গাই সবে মিলে
ছায়াবীথি তলে
ঘুরে ঘুরে বৃত্ত ঘিরে স্বন্দরীদের সঙ্গে।
রহস্যময়ী সায়ন্তনী চোখ মেলে দেখুন—
আমাদের আনন্দরজনী, আমাদের পূজারতির আয়োজন।

[সেমিকোরাস্]

চলো যাই, ছুটে যাই
মাঠে প্রান্তরে, নদীতীরে
যেখানে বসেছে ফুলের মেলা, রঙের খেলা।
—আমরা অমৃতের পুত্র, আমরা পবিত্র
নাই আমাদের ভাবনা চিন্তা, দুঃখ ক্লেশ,
পার্থিব জীবনের শেষে এসেছি নতুন আলোর দেশে।
শুদ্ধ শান্ত জীবন, অচলা ভক্তি—
পুরস্কার আসন্ন এখন।

প্লুতোন প্রাসাদ সম্মুখে

বাকৃথস্ ও ক্সান্থস্-এর প্রবেশ

বাকৃথস্ (অতি সন্তর্পণে প্রবেশ দ্বারের কাছে গিয়ে)—এখন জানান দিই কি করে বলো তো ? অচেনা অজানা যায়গা, এখানকার নিয়ম কানুন তো জানিনে।

ক্সান্থস্—আঃ, বাজে কথা রাখুন। জোরসে ধাক্কা দিন তো দরজায়—একেবারে হেরাক্লেস্-এর মতো।

বাকৃথস্—ওহে কে আছো ?

আয়াকস (দরজার ওদিক থেকে দ্বাররক্ষীর রাশভারি গলায়)—কে ? কে ডাকছে ?

বাকৃথস (যথাসাধ্য জোর গলায়)—আমি—আমি বীর হেরাক্লেস্।

আয়াকস্ (ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে)—এ্যাঁ, তবে রে ব্যাটা, পাজি হতচ্ছাড়া বদমাস।—তোর কত বড় আস্পর্ধা, তুই আমাদের প্রহরার কুকুর কের্বেরস্-এর গলা টিপে ধরে তাকে নিয়ে সোজা চম্পট দিলি! দাঁড়া, তোকে এবার বাগে পেয়েছি। বাছাধনকে এবার আর ছাড়ছিনে। দেখব হারামজাদা কি করে পালায়—আমাদের পাহাড়ের দেয়াল তোকে ঘিরে রাখবে, নরকের যত কুকুর তোকে তাড়া করবে, ভয়ঙ্করী হিদ্রা তার শত মুণ্ডু, শত ফণা নিয়ে তোকে ছিঁড়ে খাবে, তোর হৃৎপিণ্ড উপড়ে নেবে। রাক্ষস খোক্কস দৈত্যদানব যত যেখানে আছে—যাচ্ছি সবাইকে এক্ষুনি আনছি ডেকে—তোর নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে।[১]

[মারমুখো আয়াকস্-এর দুমদাম্ পা ফেলে সশব্দে প্রস্থান ; ভয়ে বাকৃথস্-এর পতন]

ক্সান্থস্—ওকি কি হল আপনার—?

বাকৃথস্—আর বলো কেন, হঠাৎ কি করে যেন পড়ে গেলাম।

ক্সান্থস্—আঃ, লোক হাসালেন। উঠুন উঠুন, শিগ্‌গীর উঠে পড়ুন। এক্ষুনি কে দেখে ফেলবে।

১ টীকাকারদের মতে এই অংশটিতে এউরিপিদেস্ কৃত থেসেয়ুস্ নামক ট্র্যাজেডির ভাষাকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। থেসেয়ুস্ নাটকটি এখন লুপ্ত। থেসেয়ুস্‌ও পাতালরাজ্যে অবতরণ করেছিলেন। বোধকরি ঐ ঘটনা অবলম্বন করেই নাটকটি রচিত হয়েছিল। অতিনাটকীয়তা দোষে তথাকথিত 'সাবলাইম' যে হাস্যকর বাগাড়ম্বরে পরিণত হতে পারে উল্লিখিত অংশে তাই দেখাবার চেষ্টা হয়েছে।

বাক্‌খস্—সত্যি বলছি, আমার বুক দুড়দুড় করছে। বুকে একটু জলপটি দাও দিকিনি।

ক্সান্থস্—কোথায় দেব? হৃৎপিণ্ডটা কোন্ জায়গায় বলুন তো।

বাক্‌খস্—আরে সে কি আর তার জায়গায় আছে?—

ক্সান্থস্—হুঁ, ত্রিভুবনে এমন ভীরু কেউ কখনো দেখেছে!

বাক্‌খস্—ভীরু! ভীরু বলছো আমাকে? কার অতখানি উপস্থিত বুদ্ধি বল তো? পড়ে যাওয়ামাত্র জল চাইলুম, জলপটি দিতে বললুম—ভীরু কাপুরুষরা এতখানি করতে পারত?

ক্সান্থস্—ভীরু মানুষ এ ছাড়া আর কি করত?

বাক্‌খস্—সে পড়েছে পড়েই থাকত। আর আমি কেমন তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলুম, ঠিক কুস্তিগীরের মতো গায়ের ধুলোটুলো ঝেড়ে উঠে পড়লুম।

ক্সান্থস্—হ্যাঁ, খুব হয়েছে, ঢের বীরত্ব দেখিয়েছেন।

বাক্‌খস্—তা দেখিয়েছি বৈকি। হ্যাঁ, তুমিই বলো না—ওর কথা শুনে তুমি ভয় পাওনি—বাপ্‌রে বাপ্—কি সব বাক্যি!

ক্সান্থস্ (নির্বিকার, নিশ্চিন্ত ভাব দেখিয়ে)—মোটেই না। আমি ওর কথায় কানই দিইনি।

বাক্‌খস্—বেশ, তাহলে শোনো। তুমি এতই যখন বীরপুরুষ, এসো অদল-বদল করা যাক্—তুমি নাও আমার স্থান, আমি নিই তোমার। এই নাও আমার সিংহচর্ম আর এই ধরো আমার লাঠি। দেখি তোমার তেজবীর্য। তোমার বোঝাপত্তরগুলো না হয় আমিই কাঁধে তুলে নেব।

ক্সান্থস্—বেশ, তাই হোক—আপনার যেমন মর্জি। দিন, জলদি করুন। (পোশাক বদল করে নিল) হ্যাঁ, এবার দেখুন হেরাক্লেস্‌রূপী ক্সান্থস্‌কে। তেজবীর্যের কথা বলছিলেন? আপনার চাইতে একটু বেশি না দেখিয়েছি তো তখন বলবেন।

বাক্‌খস্—তাই তো তোমাকে দিব্যি মানিয়েছে দেখছি। মেলিতেবাসী[১]

---

১ ক্সান্থস্-এর উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে বাক্‌খস্ এখন একটু স্বস্তি বোধ করছে; মুখে রসিকতা ফুটেছে। আথেনাই-এর অন্তঃপাতী মেলিতে নামক স্থানে হেরাক্লেস্-এর এক মন্দির ছিল। কাল্লিয়াস্ নামে মেলিতেবাসী এক যোদ্ধা হেরাক্লেস্-এর অনুকরণে সিংহচর্ম পরিধান করত। এখানে পরিহাসটা তাকেই উদ্দেশ করে।

বীরপুরুষটির মতোই অবিকল দেখতে হয়েছে। নাও দাও দিকিনি তোমার বোঝাগুলো। ওগুলো এবার ঘাড়ে করতে হচ্ছে।

[পের্সেফোনে-এর এক পরিচারিকার প্রবেশ]—ক্সান্থস্‌কে উদ্দেশ করে—

এই যে আসুন আসুন, বীর হেরাক্লেস্‌। কতদিন পরে আবার আপনার আগমন হল। আপনি এসেছেন শুনে দেবী স্বহস্তে নানা ব্যঞ্জন এবং পিঠে পায়েস প্রস্তুতে লেগে গিয়েছেন। এ ছাড়া ঘৃত মশলাদি সহযোগে সুপক্ক একটি আস্ত ষাঁড় আপনার জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। অতএব দয়া করে একবার এদিকে পদার্পণ করুন।

ক্সান্থস্‌ (যথাসাধ্য গাম্ভীর্য সহকারে)—অশেষ ধন্যবাদ ; কিন্তু আপাততঃ আমাকে ক্ষমা করতে হবে।

পরিচারিকা—না না, সে কি হয়? আপনাকে এত কাছে পেয়ে কি ছেড়ে দিতে পারি? উপাদেয় মদ্য মাংস মিষ্ট দ্রব্য সমস্তই প্রস্তুত। একবারটি দয়া করে আসুন।

ক্সান্থস্‌ (পূর্ববৎ)—না, এবারের মতো আমাকে ক্ষমা করো।

পরিচারিকা—না না, সে হয় না, কিছুতেই না। তাছাড়া, আপনার চিত্ত-বিনোদনের জন্যে সুন্দরী নর্তকীর দলও উপস্থিত আছে।

ক্সান্থস্‌—এ্যাঁ, কি বললে—নর্তকী?

পরিচারিকা—হ্যাঁ হ্যাঁ—পরমা রূপসী নটীর দল, এমন আপনি কখনো দেখেননি। আর এতক্ষণে আপনার আহারাদির ব্যবস্থাও প্রস্তুত।

ক্সান্থস্‌ (যেন নিতান্তই অনুরোধ রক্ষার খাতিরে)—আচ্ছা তবে যাও, ঐ ওদের গিয়ে বলো—মানে—বুঝলে তো, তোমার ঐ নাচ গানের মেয়েদের বলো প্রস্তুত হতে। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। (ব্যাকাস্‌-এর প্রতি) ওহে চলো, বোঝাগুলো নিয়ে আমার সঙ্গে এসো।

বাক্‌খস্‌—বাঃ বাঃ, কি বুদ্ধি! তুমি দেখছি সামান্য রসিকতাটুকুও বোঝো না। তামাসা করে তোমাকে হেরাক্লেস্‌ সাজিয়েছি বলে তুমি ভেবেছ বুঝি সত্যি সত্যি তাই। (হেরাক্লেস্‌-বেশী ক্সান্থস্‌-এর হাত পা নেড়ে বিক্রম প্রকাশের চেষ্টা) ওকি হচ্ছে, ক্সান্থস্‌? এখন তোমার ভাঁড়ামো রাখো। এই নাও—যা বলছি তাই করো—বোঝাগুলো কাঁধে তুলে নাও।

ক্সান্থস্‌ (মুহূর্তে চুপসে গিয়ে পূর্বের অনুগত ভৃত্যটি)—তাই বলছেন? এইমাত্র

নিজ হাতে দিলেন আর এক্ষুনি সব ফিরিয়ে নেবেন ?

বাক্‌খস্—নেবই তো। তোমাকে সত্যি সত্যি দিয়েছি ভেবেছ? এখন দাও, শিগ্‌গির সিংহচর্মটি খুলে দাও।

ক্সান্থস্ (অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখে বীরের আচ্ছাদনটি খুলতে খুলতে)—বেশ, স্বর্গের দেবতারা সাক্ষী রইলেন, তাঁরাই বিচার করবেন।

বাক্‌খস্—কে, দেবতারা? হুঁ, দেবতাদের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই—তোমার কথা শুনতে আসবেন। বলিহারি তোর বুদ্ধি! আরে বোকা, তুই সামান্য মানুষ, তায় ক্রীতদাস, তুই কি না হেরাক্লেস্ সাজতে গিয়েছিস।

ক্সান্থস্—থাক্ থাক্। এই—এই নিন আপনার জিনিস! ভগবান আছেন তো। দেখা যাবে, বেকায়দায় পড়লে আবার এই অধমেরই শরণ নিতে হবে।

[কোরাস্]

যারা বুদ্ধিমান যারা চৌকস
তারা কখনো বেকায়দায় পড়ে না।
বাতাসের গতি যেদিকেই যাক্
সুদক্ষ নাবিকের তরী সর্বদাই নিরাপদ।
হাওয়ার গতি এবং আবহাওয়ার মতি
দুই-ই তার জানা আছে। প্রতিকূল অবস্থায়
অনুকূল স্থানে তরী ভিড়াতে জানে।
এটি পরীক্ষিত সত্য যে যিনি সুদক্ষ নাবিক
তিনি কখনো পাথরের মূর্তির ন্যায় নির্বিচল থাকেন না;
অবস্থা ভেদে ব্যবস্থা বদলান—
থেরামেনেস্[১] তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১ রাজনৈতিক নেতা—কূটনৈতিক চালে সিদ্ধহস্ত। মুহুর্মুহুঃ মত বদলাতেন, এ দল ছেড়ে ও দলে যেতেন।

বাক্‌থস্

একি অবিশ্বাস্য প্রস্তাব—
আমি কি না আমার নামকাম বেশবাস পদমর্যাদা
বিকিয়ে দিয়ে ক্সান্থস্ অনুচর সাজব!
আমি হলাম গিয়ে দেবতা—আমাকে বলছে মানুষ সাজতে।
বলছে নোকর হয়ে দরজায় পাহারা দিতে।
আর ও কিনা অন্দর মহলে মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করবে;
উঁকিঝুঁকি মেরে একটু দেখতে গেলে খেঁকিয়ে উঠবে,
চাই কি লাথিঝাঁটাও মারতে পারে!

[হাস্যরসিক লেখকরা হেরাক্লেসকে লোভী ভোজনবিলাসী এবং বদমেজাজী বলে বর্ণনা করেছেন। কের্বেরস্-এর প্রতি বল-প্রয়োগের অভিযোগ ইতিপূর্বে করা হয়েছে। এখন তার (হেরাক্লেস্-বেশধারী বাক্‌থস্-এর) বিরুদ্ধে অপরাপর অভিযোগ আনা হচ্ছে।]

[হোটেলওয়ালী দুই রমণীর প্রবেশ]

প্রথমা রমণী—আরে, ও প্লাতোনা, দেখছিস, চিনতে পারছিস লোকটাকে? সেই ডাকুটা, সেই যে দোকানে ঢুকে জবরদস্তি যোলটি পাঁউরুটি মেরে দিলে।

দ্বিতীয়া রমণী—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইতো। ঠিক বলেছিস, সেই মিন্‌সেই তো।

ক্সান্থস্ (বাক্‌থস্ এর উদ্দেশে একটু ঠেস দিয়ে)—গতিক বড় সুবিধে নয় কত্তা।

প্রথমা—তারও পরে আবার দেড় ডজন কাটলেট, এক ঝুড়ি গরম চপ—

ক্সান্থস্ (বাক্‌থস-এর প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে)—বিপদ যেন ঘনিয়ে আসছে মনে হচ্ছে।

প্রথমা—আর পেঁয়াজ রসুন যা ছিল—হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই গিলেছে।

বাক্‌থস্ (হেরাক্লেস্-সদৃশ গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে)—চুপ করো বলছি, পাগলের মতো কি যা তা বকছ—

দ্বিতীয়া—উহুঁ, তুমি ভেবেছ পায়ে ঐ মোটা বুট[১] পরেছ বলে তোমাকে চিনতে পারব না?

প্রথমা—আরে ভুলেই গিয়েছিলাম—আর এই এত এত মাছ, চাটনি-টাটনি

১ উঁচু হিল্‌ওয়ালা বুট বাক্‌থস্-এর পরিচ্ছদের বিশেষ অঙ্গ।

সমেত। আর কী রাক্ষস গো—এই এত্তা বড় চীজ্-এর তালটা গপ্ গপ্ করে গিলে ফেললে। যখন দাম চাইতে গেলুম—ওরে বাপ্‌রে, এই মারে তো সেই মারে—ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে লাগল।

ক্সান্থস্—ঠিক বলেছ, ঐ তার স্বভাব। যেখানে যায় সেখানেই এক কাণ্ড করে বসে।

প্রথমা—শুধু তাই, তলোয়ার বের করে তেড়ে এল, ঠিক যেন এক পাগল।

ক্সান্থস্—আহা তাইতো, তোমাদের দেখছি বড্ড বিপদ গিয়েছে।

প্রথমা—বিপদ বলে বিপদ! আমরা তো ভয়ে পালিয়ে গেলুম ; ছুটে গিয়ে মাচানের ওপর লুকোলুম। হতভাগা ঐ ফাঁকে দুটো কম্বল নিয়ে চম্পট দিলে।

ক্সান্থস্—ঠিক ঠিক—বলেছি তো ওর স্বভাবই ঐ। এক কাজ করো, যাও, ক্লেওনকে[১] গিয়ে খবর দাও। আইন-টাইনের ব্যাপারে উনি আমার পরামর্শদাতা।

দ্বিতীয়া—হ্যাঁ আর হিপেরবোলস্‌কেও।[২] ওঁর দেখা পেলে ওঁকে ও পাঠিয়ে দাও। উনি আমার উকিল কি না। দাঁড়াও বাছাধনকে এবার মজাটি দেখাচ্ছি।

প্রথমা (দুপা এগিয়ে ব্যাকাস্-এর সুমুখে এসে, কোমরে হাত দিয়ে একেবারে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে) —ইচ্ছে করছে এক্ষুনি পাথর দিয়ে ঠুকে ওর দাঁতগুলো সব ভেঙে দি। ব্যাটা রাক্ষুসে পেটুক, খেয়ে আমাকে সর্বস্বান্ত করে দিলে। কেমন তোর নোলা একবার দেখে নেব। দাঁড়া তোকে আজ ছাড়ছিনে।

বাক্‌থস্—দেখো, বেশি বাড়াবাড়ি করেছ তো ঐ চোর বদমাসদের লাস্ যেখানটায় ফেলা হয় সেই গর্তটাতে তোমাকে ছুঁড়ে দেব। এই বলে রাখলুম, সাবধান।

প্রথমা—দাঁড়াও না, যে গলা দিয়ে আমার জিনিস গিলেছ, কাস্তে দিয়ে সেই গলা চিরে দেব। যাক্, আগে তো ক্লেওনকে ডেকে আনি—সে-ই ওকে শায়েস্তা করতে পারবে। দেখো না, আজকেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

[উভয় রমণীর প্রস্থান

১,২ সে যুগের লোকখ্যাপানো বক্তা এবং নেতা ; এই নাটক লেখার অনতিপূর্বে এঁদের মৃত্যু হয়েছে।

বাকৃথস্ (ক্সান্থসকে শুনিয়ে শুনিয়ে স্বগতোক্তি)—আহা, ক্সান্থস্ বেচারী বড় ভালমানুষ। এ জন্যেই ওকে অত ভালবাসি।

ক্সান্থস্—হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব জানি। আপনার মতলবখানা খুব বোঝা গিয়েছে। উঁহুঁ, ওটি আর হচ্ছে না। আমি আর হেরাক্লেস্ সাজতে রাজি নই—

বাকৃথস্—ছিঃ ক্সান্থস্, অমন কথা বোলো না।

ক্সান্থস্—আমার কি হেরাক্লেস্ হওয়া সাজে? আমি হলাম গিয়ে সামান্য মানুষ তায় আবার ক্রীতদাস, আমি কি করে— ?

বাকৃথস্—বুঝেছি বুঝেছি, তুমি রাগ করেছ। তা রাগ তুমি করতে পারো বৈকি। এমন কি রাগের মাথায় দু-এক ঘা যদি আমাকে লাগাও তাতেও আমি কিছু মনে করব না। কিন্তু এই হলফ করে বলছি আবার যদি কখনো তোমাকে কিছু দিয়ে ফের কেড়ে নিই তাহলে স্ত্রীপুত্রকন্যা সমেত আমি যেন জাহান্নমে যাই।

ক্সান্থস্—বেশ, হলফ করে যখন এত কথা বলছেন তখন রাজি আছি।

[ক্সান্থস্ কর্তৃক সিংহচর্ম পরিধান এবং হস্তে দণ্ডধারণ, বাকৃথস্-এর বোঝাপত্র গ্রহণ]

[কোরাস্ (ক্সান্থসকে উদ্দেশ করে)]

আবার যখন সিংহচর্ম এবং দণ্ড ধারণ করেছ
তখন মনে যথোচিত সাহস এবং বল সঞ্চয় করতে হবে।
তেজবীর্যের দ্বারা তোমার বীরবেশের মর্যাদা রক্ষা করবে,
যে দেবতার মূর্তি ধারণ করেছ মুখে চোখে তার মহিমা ফুটে উঠুক,
কিন্তু সাবধান, যদি কোনপ্রকার দুর্বলতা বা ভীরুতা প্রকাশ পায়
তাহলে সেই পুনর্মূষিক অবস্থা হবে, বোঝাটি আবার ঘাড়ে উঠবে।

ক্সান্থস্ (কোরাস্-এর প্রত্যুত্তরে)

আপনাদের সাবধান বাণীর জন্য ধন্যবাদ,
আপনারা ঠিক আমার মনের কথাটি বলেছেন—
আমার কর্তাটিকে আমি খুব ভাল করেই জানি,
যদি দেখেন সব ভালয় ভালয় চলছে কিংবা কোন লাভের প্রত্যাশা আছে
অমনি মুখের কথাটি পালটে ফেলবেন। কিন্তু সেটি আর হতে দিচ্ছিনে
দেখবেন আপনারা, এবার আর কোন দয়ামায়া দেখাচ্ছি না।

এঁ্যা কি ব্যাপার, কিসের যেন সোরগোল শুনছি।
ভালই হল, বীরত্ব দেখাবার এই তো সুযোগ—

[সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত আয়াকস্-এর প্রবেশ]

আয়াকস্—এই যে, পাকড়াও ব্যাটাকে—ব্যাটা চোর, কুকুর নিয়ে পালিয়েছিল। ধরো ধরো, বাঁধো ওকে, জলদি।

বাকৃথস্ (ক্সান্থস্‌কে পরিহাসের সুরে)—দেখা যাক্ এবার মুশকিলটা কার হয়েছে।

ক্সান্থস্ (বীরবিক্রমে)—খবরদার, কাছে এগোসনি, মুশকিল হবে বলছি।

আয়াকস্—ওরে বাবা, এ যে দেখছি তেজ দেখাচ্ছে। হুঁ, এ—পার্দোকাস্[১], স্কেব্রিয়াস্[২] আর ঐ তোরা সব এগিয়ে আয় তো, ধর তো ব্যাটাকে, মজাটা দেখাচ্ছি ওকে।

[ধস্তাধস্তি শুরু হল, ক্সান্থস্ একাই আয়াকস্-এর দলবলকে হটিয়ে দিলে।

বাকৃথস্ (ক্সান্থস্-এর বিক্রম দেখে মর্মাহত)—বাঃ, এ তো দেখছি বিষম জবরদস্তি। কুকুর চুরি করবে, আবার বলতে এলে ফিরে মারধর করবে!

ক্সান্থস্ (মুখ ভেঙচিয়ে)—হুঁ, জবরদস্তি বৈকি!

আয়াকস্ (দমে গিয়ে, কিন্তু মনের ভাব যথাসম্ভব গোপন করে)—জবরদস্তি নয়তো কি?

ক্সান্থস্ (বীরোচিত উদারতার সঙ্গে)—শোনো তাহলে, দেবরাজ যুপিতর-এর নাম করে বলছি, আমি কস্মিনকালে এখানে আসিনি, এই স্থান কোনো কালে চোখে দেখিনি। এখানকার কণাটুকু আমি কখনো চুরি করিনি। তোমাদের কুকুর তো দূরের কথা, কুকুরের লেজটিও আমি স্পর্শ করিনি। তবে মিছিমিছি বিবাদ করে লাভ কি? আমি এক্ষুনি এর একটা ফয়সালা করে দিচ্ছি। শোনো, আমার এই নোকরটিকে তোমরা ধরে নিয়ে যাও—বেশ কিছু উত্তমমধ্যমের ব্যবস্থা করো। একে জেরা করে, প্রহার দিয়ে আমার বিরুদ্ধে কিছু যদি বের করতে পারো তো আমাকে যে দণ্ড ইচ্ছা দিতে পারো, চাই কি মৃত্যুদণ্ড নিতেও প্রস্তুত আছি।

১,২ সেকালে আথেনাই-এর আইনশৃঙ্খলা বিভাগের নিম্নকর্মচারী পদে কাজ করবার জন্ত বিদেশী ক্রীতদাস ক্রয় করা হত। উপরোক্ত নাম থেকেই অনুমান করা যায় যে এরা বর্বরজাতীয় লোক।

আয়াকস্ (ক্সান্থস্-এর প্রস্তাবে গদগদ হয়ে)—তাহলে ওর উত্তমমধ্যমের ব্যবস্থাটা কি ভাবে হবে আপনিই দয়া করে বাৎলে দিন।

ক্সান্থস্ (যথাসম্ভব মোলায়েম স্বরে)—তা তোমাদের যেমন ইচ্ছে—চাবুক মারতে পারো—পায়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতে পারো—কিম্বা বুকে পাথর চাপা—জলে চুবুনি—নাহয় তো আগুনের ছ্যাকাও লাগাতে পারো—তা তোমাদের যেমন দস্তুর (একটু থেমে) তবে দেখো ঠ্যাঙানিটা একেবারে খেলো রকমের যেন না হয়—সরু কঞ্চির দুঘা মেরে ছেড়ে দিয়ো না যেন।

আয়াকস্—ঠিক বলেছেন, ন্যায্য কথা বলেছেন। আমিও বলছি—মারের চোটে হাত পা ভেঙে ওর যদি কোনো রকম অঙ্গহানি ঘটে তাহলে আপনার ভয় নেই, আমরা তার ক্ষতিপূরণ বাবদ যা চান আপনাকে দিয়ে দেব।

ক্সান্থস্—না না, আমাকে কিছু দিতে হবে না, ওসবের কোন প্রয়োজন নেই, ওসব কথা তুলো না। নাও এখন ওকে নিয়ে যাও। ঠ্যাঙানি যা দেবার দাও।

আয়াকস্—সেটা তো এখানে হলেই ভালো, আপনার চোখের সামনেই হোক্ না। (বাক্খস্-এর প্রতি) এসো হে, এসো—বোঝাটোঝাগুলো এখানে রাখো। আর দেখো, খাঁটি কথা বলবে, মিথ্যে কথাটথা চলবে না।

বাক্থস্—খবরদার, আমার গায়ে হাত তুলো না বলছি। শুনে রাখো—আমি হচ্ছি দেবতা। বেয়াদবি করেছ তো তার ফলভোগ করতে হবে।

আয়াকস্—এঁ্যা, কি বললে; কি বললে শুনি?

বাক্থস্—বলছি যে, আমি হচ্ছি বাক্থস স্বয়ং যুপিতর-এর সন্তান; আর (ক্সান্থস্‌কে দেখিয়ে) ঐ লোকটা হচ্ছে আমার নোকর, আমার গোলাম।

আয়াকস্ (ক্সান্থস্‌কে উদ্দেশ করে)—মশায়, শুনলেন ওর কথা?

ক্সান্থস্—শুনেছি বৈকি। ঐ জন্যেই ঠ্যাঙানিটা একটু ভালো করে দেওয়া প্রয়োজন। ও যদি দেবতাই হয় তাহলে ও তো অমর—ঠ্যাঙানিতে ওর ভয় কি?

বাক্থস্—তোমারই বা মার খেতে আপত্তি কি? আমার সঙ্গে তোমাকেও ঠ্যাঙানো হোক্। তুমি তো বলছ তুমিই দেবতা, তাহলে তো তুমিও অমর।

ক্সান্থস্—বেশ তাই হোক্—কিন্তু বলে রাখছি, যে আগে উঃ আঃ বলে

গোঙাতে শুরু করবে বুঝতেই পারবে সে ব্যাটা ভণ্ড, কক্ষনো দেবতা নয়।

আয়াকস্ (এক গাল হেসে—ক্সান্থস্-এর প্রতি)—আহা, আপনি, অতি মহাশয় ব্যক্তি, সে কথা মানতেই হবে। আপনি খাঁটি মানুষ, খাঁটি কথা বলছেন। আসুন তাহলে—দুজনেই আসুন, জামা-কাপড় খুলে তৈরি হোন।

ক্সান্থস্—কিন্তু পরীক্ষাটা কি করে হবে—কারো প্রতি অবিচার যাতে না হয়?

আয়াকস্ (নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে সমস্যাটিকে জলবৎ তরল করে দিয়ে)—সে আর শক্ত কি? খুব সোজা উপায় আছে। একেকজনকে একেকটি করে চাবুকের ঘা মারব—পালা করে, একবার আপনাকে, একবার ওকে।

ক্সান্থস্—বেশ ঠিক আছে। (তৎক্ষণাৎ মারের জন্য প্রস্তুত হয়ে) বেশ ভালো করে লক্ষ্য করবে, মুখে চোখে কোনো রকম কাতর ভাব প্রকাশ পায় কি না।

আয়াকস্—এই নিন্ (চাবুকের আঘাতে, ক্সান্থস নির্বিকার) মেরেছি।

ক্সান্থস্—মেরেছ? কই, না তো।

আয়াকস্—তাই তো, জোরসে মারলুম কিন্তু মনে হচ্ছে মারিনি। যাক্ এবার ও ব্যাটাকে এক ঘা মারি। (বাক্‌খস্‌কে আঘাত)

বাক্‌খস্ (যেন টেরই পায়নি এমনি ভাব করে)—কই, দেরি করছ কেন, মারো না।

[আয়াকস্ একের পর এক দুজনকেই চাবুকের ঘা মেরে যেতে লাগল। দুজনেরই মুখ থেকে উঃ আঃ ইত্যাদি কাতরোক্তি বেরিয়ে পড়ছে কিন্তু পরক্ষণেই আজেবাজে কথা বলে সেটাকে ঢাকবার চেষ্টা করছে। বাক্‌খস্-এর পালা। পিঠে চাবুক পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল—]

ওরে বাবারে? (তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে) আহা, আমার বাল্যবন্ধুর দল।

ক্সান্থস্ (আয়াকস্‌কে)—শুনলে তো, বাছাধন তো চেঁচাচ্ছে।

আয়াকস্—হ্যাঁ, চেঁচাচ্ছিলে কেন?

বাক্‌খস্—না না, আমি তো আর্খিলোখস্-এর কাব্য থেকে আবৃত্তি করছিলাম।

ক্সান্থস্ (ঘা খেয়েই চেঁচিয়ে উঠল) হা ভগবান (পরমুহূর্তেই)—অলিম্পস্ শিখরে যিনি—

[ভাবটা যেন ভগবৎ স্তোত্র পাঠ করছে। আয়াকস্ হয়রান হয়ে চাবুক রেখে দিল]

আয়াকস্—এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ দেখছি। এতে করেও কোন্‌টি আসল আর

কোন্‌টি নকল দেবতা বুঝে উঠতে পারছি না। নাঃ, আমার দ্বারা হবে না। দরকার কি অত হাঙ্গামায়। দুজনকে ধরে নিয়ে প্লুতোন আর পের্সেফোনে-এর দরবারে হাজির করে দিই। ওঁরা নিজেরা দেবতা, ওঁরা ঠিক চিনে নেবেন।

বাক্‌থস—এতক্ষণে বুদ্ধিমানের মতো একটা কথা বলেছ। তা মারধর করবার আগে এই বুদ্ধিটা হলেই তো হত।

[তৎকালীন নাট্যসাহিত্যের অবস্থা পর্যালোচনাই এই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। তথাপি পূর্ববর্তী দৃশ্যে বাক্‌থস্ এবং ক্সান্থস্-এর একাধিকবার একে অন্যের স্থান গ্রহণের সঙ্গে নাট্য-সাহিত্যালোচনার বিশেষ কোন যোগ আছে বলে মনে হয় না। তবে কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে এর পরোক্ষ যোগ আছে। এই নাটকের প্রকাশকালে আথেনাই খুব বড় রকমের এক রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। সেই কথা স্মরণ রেখে পরবর্তী দৃশ্যে শ্রোতাদের উদ্দেশ করে অতিশয় আবেগময়ী ভাষায় কোরাস্ যে আবেদন জানাচ্ছেন সেটি পাঠ করলে স্পষ্টতঃই মনে হবে যে নাটকের কোনো কোনো অংশ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত।

ঐ সময়ে যে প্রশ্নটি আথেনাইবাসীদের বিশেষভাবে আন্দোলিত করছিল সেটি আলকিবিয়াদেস্ সম্পর্কিত ব্যাপার। উদ্ধত এবং উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের দরুণ আলকিবিয়াদেস্ তখন দ্বিতীয়বার আথেনাই থেকে নির্বাসিত। এর পূর্বেও একবার তাঁকে নির্বাসনে যেতে হয়েছিল। আথেনীয়রাই প্রয়োজনের তাগিদে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিল। আলকিবিয়াদেস্-এর দোষ-ত্রুটি যাই থাক্, তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে বেশির ভাগ আথেনীয়ের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। সুতরাং রাষ্ট্রের এই সংকটকালে আলকিবিয়াদেস্‌কে পুনরায় ফিরিয়ে আনা সমীচীন বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে কেউ সাহস করছিল না। বাক্‌থস্ এবং ক্সান্থস্ যে একে অন্যের স্থান গ্রহণ করছিল—এর মধ্যে আথেনীয়দের ঐ দোমনাভাবের প্রতি পরোক্ষ ইঙ্গিত থাকা সম্ভব। পূর্বগামী দৃশ্যে বাক্‌থস্ এবং ক্সান্থস্ যে ক্লেশ বা যন্ত্রণার কোন বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ না করে নির্বিকার মুখে মার খাচ্ছে সেটি একটি রূপকমাত্র। বাক্‌থস্‌কে যদি আথেনাই রাষ্ট্রের এবং ক্সান্থস্‌কে আলকিবিয়াদেস্-এর প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা যায় তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে আলকিবিয়াদেস্-এর নির্বাসনে কে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত—আলকিবিয়াদেস্ নিজে না আথেনাই রাষ্ট্র—ঐ প্রশ্নটি প্রকারান্তরে এখানে উত্থাপন করা হয়েছে। চাবুকের ঘায়ে বাক্‌থস্ এবং ক্সান্থস্-এর মধ্যে কে বেশি কাতর হয়েছে আয়াকস্-এর পক্ষে তা বোঝা কোনোমতেই সম্ভব হয়নি। আথেনীয়রাও যে আয়াকস্ এর ন্যায় বিভ্রান্ত, আরিস্তোফানেস্ বোধকরি ইঙ্গিতে তাই প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন।

অবশ্য আলকিবিয়াদেস্‌কে নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে আনার অর্থ সংকট মুক্তির জন্যে রাষ্ট্র-

পরিচালনার ভার তাঁর হস্তে অর্পণ করা—আবার এরই ফলে আথেনাই-এর গণতন্ত্র বিনষ্ট হবার আশঙ্কা। নাটকের শেষ দিকে আলকিবিয়াদেস্ প্রসঙ্গ সরাসরি উথাপন করা হয়েছে। এস্কিলস্ এবং এউরিপিদেস্ দুজনেই এ বিষয়ে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেছেন। অনুমান করা যেতে পারে যে আরিস্তোফানেস্ স্বয়ং আলকিবিয়াদেস্-এর সমর্থক ছিলেন। রাষ্ট্রের মঙ্গলার্থে প্রয়োজন হলে গণতান্ত্রিক অধিকার অংশত ত্যাগ করাও বাঞ্ছনীয়—আরিস্তোফানেস্ বোধকরি এরূপ মত পোষণ করতেন।

হেরাক্লেস্-এর ছদ্মবেশে ক্সান্থস্ যখন প্লুতোন-এর পুরীতে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত তখন পরিচারিকা এসে নিবেদন করছে যে দেবী পের্সেফোনে তার অভ্যর্থনার জন্য ভোজের আয়োজন করে রেখেছেন। একথা শ্রবণমাত্র বাক্‌খস ক্সান্থস্-এর কাছ থেকে সিংহচর্ম এবং দণ্ড কেড়ে নিয়ে নিজে হেরাক্লেস্-এর বেশ ধারণ করলেন। অর্থাৎ ক্সান্থস্ তার গৌরবের পদ থেকে বিচ্যুত হল। এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে আথেনাই-এর কোনো ভোজসভায় দেবী কেরেস্ এবং পের্সেফোনেকে অবমাননার অভিযোগে আলকিবিয়াদেসকে প্রথম বার নির্বাসিত করা হয়েছিল। অপর পক্ষে ক্সান্থস্‌কে পদচ্যুত করে বাক্‌খস যে কৌতুকোদ্দীপক গানটি জুড়েছেন তার মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে আলকিবিয়াদেস্-এর ক্ষমতার বাড়াবাড়ি এবং উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি আথেনীয়দের ঘৃণা এবং বিদ্বেষ।

এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কারো কারো মতে ক্সান্থস্ কর্তৃক হেরাক্লেস্-এর বেশ ধারণের মধ্যে দাস-সম্প্রদায়ের মুক্তি এবং রাজকার্যে তাদের নিয়োগ ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত আছে।

দেবি, শোনো আমাদের নিবেদন,
দেখো চেয়ে কত সুধীজন সমাগত—
কত বিদ্যা, কত বুদ্ধি, কত রুচি
কত ক্ষোভ, কত রোষ, কত স্বার্থের সমাবেশ।
আছেন থ্রেস অঞ্চলের অধিবাসী স্বয়ং ক্লেওফোন[১]
অদ্ভুত তার ভাষা, ততোধিক তার উচ্চারণ
(অচেনা পাখির মতো কিচিরমিচির)।
কিন্তু আর বেশিদিন নয়, সমাগত বিচারের দিন—
অচিরে বন্ধ হবে আনন্দ সঙ্গীত।

১ লোক-ক্ষেপানো জননেতা। থ্রেস, অঞ্চলের অধিবাসী; বিদেশী বলে কোনো কোনো আথেনীয় মহলে অবজ্ঞাত। উন্মত্ত জনতার হাতে ইনি নিহত হয়েছিলেন।

শোকসঙ্গীত শোনা যাবে পরিবর্তে তার—
কলকণ্ঠ স্তব্ধ হবে বিষাদের সুরে।

মানুষের মনে আছে দ্বিধা ভয়, কত অকারণ সংশয়,
সেই ভয় দূর করা কোরাস্-এর পবিত্র কর্তব্য বলে জানি ;
অতএব সুধীজনে সবিনয়ে করি নিবেদন—ক্ষমার অযোগ্য নহে কেহ ;
পথভ্রান্ত হয়ে যারা করেছে ফ্রিনিথস্[১]-এর অনুসরণ—সুমতি
যদি ফিরে আসে
তাদেরও দিতে হবে স্থান। সর্বাগ্রে মেনে নিতে হবে
আথেনীয় সকলের সমান অধিকার , নাগরিক অধিকারে কেহ যেন
না থাকে বঞ্চিত।
ভিনদেশী হোক, ক্রীতদাস হোক, নৌযুদ্ধে যারা আমাদের সহায়তা
করেছে
তাদেরকে নাগরিক অধিকার দান যেন অন্যায় বলে গণ্য না করি।
আমরা এই নতুন বিধিকে নিন্দনীয় বলে মনে করি না
বরং ন্যায্য এবং সময়োপযোগী বলে মনে করি।
এরা আমাদের আপন জন, আমাদের সুখদুঃখের অংশীদার
বিপদে আপদে এরা এবং এদের পূর্বপুরুষেরা আমদের সহায়তা করেছে,
আমাদের হয়ে অস্ত্রধারণ করেছে—জলে স্থলে যখন যেখানে প্রয়োজন।
অতীতে এরা যদি ভুল ক্রটি করে থাকে—সব ভুলে গিয়ে এদেরকে
মিত্রজ্ঞানে
আপন করে নিতে হবে, তাহলেই আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি প্রমাণিত হবে।
যারা আমাদের আপৎকালের বন্ধু নাগরিক অধিকার তাদের প্রাপ্য ;
মিথ্যা অহমিকার বশবর্তী হয়ে এই সংকটকালে যদি তাদের দূরে রাখি
তবে ভবিষ্যতে অনুতাপ করতে হবে।

১ নাট্যকার। হালকা ছ্যাবলামোর জন্য নিন্দিত। এই নামে একজন বিপ্লবী নেতাও ছিলেন। ইঙ্গিতটা তাঁকে উদ্দেশ্য করেও হতে পারে।

দেবী সরস্বতীর কিছু নাই অজানা
কার ভাগ্যে কি ঘটবে সবই তাঁর নখাগ্রে—
খর্বাকৃতি নীচাশয় ক্লেইগেনেস্[1]-এর পতন আসন্ন।
কোথায় থাকবে তার সোডা ক্ষার সাজিমাটির ব্যবসা!
রাজ্যপাট সব যাবে, যাবে প্রাণ
তবু হুঁশ নেই—নিজেও শান্তিতে থাকবে না,
অপরকেও শান্তিতে থাকতে দেবে না।

মনে হয় ইদানীং বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে;
উচ্চপদে লোক নিয়োগে আমরা যোগ্যাযোগ্যের বিবেচনা হারিয়েছি
যেমন হারিয়েছি প্রচলিত মুদ্রার ব্যবহারে মূল্যের তারতম্য বোধ।
একদা যে আথেনীয় মুদ্রা সারা গ্রীস দেশে এবং বাণিজ্যসূত্রে বহির্বিশ্বে
স্বীকৃতি লাভ করেছিল তাকে ত্যাগ করে আমরা এক নিকৃষ্ট ধাতুর
অপকৃষ্ট মুদ্রা
চালু করেছি; আসলকে ছেড়ে নকলকে ধরেছি।[2]
রাষ্ট্রপরিচালনায় এককালে যাঁরা নিঃসংশয় যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন—
বংশগৌরবে, শৌর্যেবীর্যে, জ্ঞানে গরিমায়, শিল্পকলায়, রুচিতে ব্যবহারে
যাঁরা ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য তাঁদের স্থান গ্রহণ করেছে অজ্ঞাত-পরিচয়,
নীচকুলোদ্ভব হতচ্ছাড়ার দল, কোনো কালে ভুলেও যাদের দেবতার
ভোগে লাগানো হত না[3]।
—যাক্ ঢের বিলম্ব হয়েছে, আর নয়—সকল মূর্খতা পরিহার করে
এবার প্রকৃত গুণের মূল্য, গুণীর মর্যাদা দিতে হবে।

---

১ অজ্ঞাতকুলশীল জননেতা। টীকাকাররা এর সম্পর্কে নীরব। উপরোক্ত লাইন ক'টি সেকালের ট্রাজিক নাট্যে প্রচলিত কোরাস্-এর ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ। কোনো রাজবংশের আসন্ন পতন এইভাবে ঘোষিত হত।

২ খৃষ্টপূর্ব ৪০৬-৫ অব্দে এথেন্সে রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্তে তাম্রমুদ্রার প্রচলন হয়েছিল।

৩ মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কোনো কোনো অপরাধীকে দেবতার নামে উৎসর্গ করা হত। এরূপ বিশ্বাস ছিল যে এদের শাস্তিতে নগরীর পাপ মোচন হবে।

বাঁচি যদি মর্যাদা নিয়ে বাঁচব, মরি যদি সেও সসম্মানে ;
প্রাচীন কালের প্রবাদবাক্য কার না জানা আছে—গলায় দড়ি
যদি দিতেই হয় তো মজবুত গাছ থেকে ঝোলাই ভালো।[১]

ক্সান্থস্ ও আয়াকস্

সম্পূর্ণ অপরিচিত দুই ব্যক্তি যখন আকস্মিক ভাবে এক স্থানে মিলিত হয় এবং অবস্থাগতিকে একে অন্যের সখ্য কামনা করে তখন নানা বিষয়ে নিজেদের মতৈক্য আবিষ্কার করে উভয়েই চমৎকৃত হয়। ক্সান্থস্ এবং আয়াকস্ দুজনেই ক্রীতদাস—অবিলম্বে দুজনের মধ্যে বিষম ভাব হয়ে গেল। সেকালের নাটকে এটি একটি মামুলি দৃশ্য। আরিস্তোফানেস্ তাকেই ব্যঙ্গ করেছেন।

আয়াকস্—যাই বলো ভাই, তোমার মনিবটি কিন্তু খাঁটি ভদ্দরলোক।

ক্সান্থস্—ভদ্দরলোক! হ্যাঁ, তা আর নয়? মদ মাগী ছাড়া কিচ্ছুটি জানে না।

আয়াকস্—একবার ভেবে দেখো, ওঁর নাম ভাঁড়িয়ে তুমিই মনিব হয়ে বসলে, মুখে মুখে তক্ক করলে—তা তোমাকে দু-এক ঘা লাগাতেও তো পারতেন!—

ক্সান্থস্—হুঁ, লাগালে মজাটা টের পেতেন।

আয়াকস্—হেঁ হেঁ, বেড়ে বলেছ ভাই। ঠিক আমার মনের মতো কথাটি বলেছ—এই তো খাঁটি নফর-চাকরের মতো কথা। আমিও ঠিক এইরকম সোজা কথা ভালবাসি।

ক্সান্থস্—তাই নাকি, তাহলে তুমিও সুযোগ পেলেই—

আয়াকস্—হ্যাঁ, তবে কিনা মনিবের সুমুখে কিছু বলি না, আড়ালে বলি।

ক্সান্থস্—মাথায় কুবুদ্ধি-টুবুদ্ধি খেলে?

আয়াকস্—তা আর খেলে না? খুব খেলে।

ক্সান্থস্—মনিবের হাতে মার খেয়ে পালাবার সময় বিড়বিড় করে গালমন্দ দাও তো?

১ এখানে পরোক্ষভাবে আলকিবিয়াদেস্‌কে ফিরিয়ে আনবার ইঙ্গিত রয়েছে। বর্তমান শাসক সম্প্রদায়ের তুলনায় আলকিবিয়াদেস্ শত দোষ সত্ত্বেও বহুগুণে শ্রেয়ঃ।

আয়াকস্—বিলক্ষণ, নইলে পোষাবে কেন ?

ক্সান্থস্—আর আড়ি পেতে তাঁদের গোপন কথা-টথা শোনবার অভ্যাস আছে তো ?

আয়াকস্—খুব আছে, সেই তো আসল মজা।

ক্সান্থস্—তারপরে পাড়ায় পাড়ায় সে সব কেচ্ছা-কাহিনী রটিয়ে বেড়ানো, কি বলো ?

আয়াকস্—আরে, সে আর বলতে। এমন মজা আর আছে ?

ক্সান্থস্—সাবাস সাবাস! দেখি তোমার হাত, হাতে হাত মিলাও। এস চুমু খাই, আলিঙ্গন করি—কিন্তু দোহাই যুপিতর! (মারামারি ঝগড়াঝাঁটি যত কুকীর্তির গোঁসাই তুমি)—ভেতরে কারা যেন চেঁচামেচি করছে, খুব গালিগালাজ শোনা যাচ্ছে, ব্যাপার কি বলো দিকিনি।

আয়াকস্—ও কিছু নয়, এস্কিলস্ আর এউরিপিদেস্-এর ব্যাপার।

ক্সান্থস্—এঁ্যা ?—?—?

আয়াকস্—আর বলো কেন ? যত সব মরা মানুষের কাণ্ড, কী যে হৈ চৈ বাঁধিয়েছে কি বলব।

ক্সান্থস্—ব্যাপারটা কি বলো তো ?

আয়াকস্—শোন বলছি—এখানকার রীতি অনুযায়ী কবি শিল্পী জ্ঞানীগুণীরা যখন এখানে আসেন তখন নিজ-নিজ ক্ষেত্রে যিনি শ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত, প্লুতোন ভোজসভায় তাঁর জন্যে বিশেষ সম্মানের আসন[১] নির্দিষ্ট থাকে।

ক্সান্থস্—হুঁ, এবারে বোঝা গেল।

আয়াকস্—যত দিন যোগ্যতর ব্যক্তি না আসছেন তত দিন সে আসন তাঁর দখলে থাকবে। যোগ্যতর ব্যক্তি এলেই আসন ছাড়তে হবে।

ক্সান্থস্—কিন্তু তাতে এস্কিলস্-এর ভাবনাটা কি ?

আয়াকস্—তা শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি-রচয়িতা হিসাবে তিনিই এতদিন সেই আসন দখল করে ছিলেন।

ক্সান্থস্—এখন আবার কে এলেন, শুনি ?

১ আথেনাই নগরের সম্রান্ত ভোজনাগার (প্রিতানেঅস্)-এ গুণী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ আসন নির্দিষ্ট থাকত।

আ্যায়াকস্—উনি তো বেশ ছিলেন। এখন হয়েছে কি, এউরিপিদেস্ এসে অবধি বিষম এক হল্লা বাঁধিয়েছেন। (দর্শকদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে) যতসব চোর জোচ্চর, ঠক প্রবঞ্চক, গুণ্ডা বদমাসদের জুটিয়ে—এখানে এরাই দলে ভারি কিনা—হাত পা নেড়ে খুব বক্তৃতা করছে, চেঁচাচ্ছে। আর এরাও যেমন—ওর গাল-ভরা কথা শুনে আর কথার মারপ্যাঁচে ভুলে ওকেই কবি-শিরোমণি বলে ঘোষণা করছে। এখন তাঁকে ঠেকায় কে? আশকারা পেয়ে এস্কিলস্-এর আসনটি দাবি করে বসেছেন।

ক্সান্থস্—এ্যাঁ লোকে ওর মাথায় ইটপাটকেল ছোঁড়েনি?

আয়াকস্ (মাতব্বরি চালে)—আরে না, না। (ভাবটা যেন এখানকার হালচাল তো জানো না) সবাই মিলে চেঁচাতে লাগল সবার সামনে দুজনের পরীক্ষা হোক—দেখা যাক কে বড়।

ক্সান্থস্—এ্যাঁ, সবাই মানে ঐ চোর জোচ্চর বদমাসের দল?

আয়াকস্—হ্যাঁ, তারাই তো। যত পাকা বদমাস—আর সংখ্যায় কি একটি দুটি?—অসংখ্য।

ক্সান্থস্—কিন্তু এস্কিলস্-এরও তো গুণগ্রাহী বন্ধুবান্ধব আছে।

আয়াকস্—তা আছে বৈকি, কিন্তু ভালমানুষের সংখ্যা সর্বত্রই কম; অন্যত্র যেমন, এখানেও তেমনি।

ক্সান্থস্—এই ব্যাপারে প্লুতোন নিজে কি সাব্যস্ত করেছেন?

আয়াকস্—তিনিও চান সর্বসমক্ষে এর বিচার হোক, পরীক্ষা হোক্।

ক্সান্থস্—কিন্তু আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। ধরো সোফোক্লেস[১] তো রয়েছেন, তিনি তাঁর দাবি পেশ করছেন না কেন?

আয়াকস্—আরে না, না—তিনি সেরকম মানুষই নন্। শোনো বলছি—সেই প্রথম যখন তিনি এখানে এলেন, আর কোনো কথা নয়, সোজা গিয়ে এস্কিলস্কে অভিবাদন করলেন, বন্ধুর মতো তাঁর হাতে হাত রাখলেন, মুখে চুমু খেলেন। আর এস্কিলস্ একটু সরে বসে নিজ আসনেই এক পাশে তাঁকে বসালেন। এখন শুনছি (অন্ততঃ ক্লেইদেমিদেস্[২] আমাকে তাই বললেন) তিনি দর্শক হিসাবে ওখানটায় উপস্থিত থাকবেন, দেখবেন

১ সোফোক্লেস্ অত্যন্ত মৃদুস্বভাব, শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

২ সোফোক্লেস্-নাট্যের প্রধান অভিনেতা, সোফোক্লেস্-এর প্রিয়পাত্র।

কে জেতে কে হারে। এস্কিলস্ যদি জেতেন, ভাল, তাতে ওঁর কিছু বলবার থাকবে না। কিন্তু তিনি যদি হেরে যান তাহলে এউরিপিদেস্-এর সঙ্গে তিনি একবার যুঝে দেখবেন।

ক্সান্থস্—এ যে দেখছি দিব্যি রগড়ের ব্যাপার, বেশ জমবে মনে হচ্ছে।

আয়াকস্—তা জমবে বৈকি। আর বেশি দেরিও নেই, একটু সবুর করো—এই এখানটাতেই রগড়টা হবে। কোনো কালে কেউ যা ভাবতেও পারেনি শুনছি তাই নাকি হবে—তোমার ঐ কবিত্ব জিনিসটা নাকি দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে দেখা হবে।

ক্সান্থস্—বলো কি হে? এঁরা তাঁদের ট্র্যাজেডিগুলোকে শেষটায় লোহা-লক্কড়ের সামিল করে ফেলছেন!

আয়াকস্—তাই তো দেখছি। রুল কম্পাস নিয়ে মাপ-জোক করতে বসবেন। দড়িদড়া নিয়ে গভীরতা মাপা হবে। এউরিপিদেস্ নাকি বলেছেন—প্রতিটি কথা ওজন করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

ক্সান্থস্—আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা এস্কিলস্-এর পক্ষে বড় পীড়াদায়ক হবে।

আয়াকস্—হ্যাঁ, ওঁকে লক্ষ্য করে দেখছিলাম হেঁট মুখে মাটির দিকে তাকিয়ে চুপটি করে বসে আছেন।

ক্সান্থস্—আচ্ছা, বিচারের ভারটা কার ওপরে শুনি?

আয়াকস্—আরে সেই তো হয়েছে মুশকিল—সত্যিকারের বিচারক হবার মতো জ্ঞানী গুণী সমজদার মানুষের বড় অভাব। এস্কিলস্ তো আথেনীয়দের সম্পর্কে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছেন।

ক্সান্থস্—নিশ্চয় ভেবেছেন এরা বেশির ভাগই চোর জোচ্চোর বদমাস।

আয়াকস্—হ্যাঁ তার ওপরে মূর্খ, মাথায় কিছু নেই—বিশেষ করে নাট্যশাস্ত্র, নাট্যমঞ্চ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শেষ পর্যন্ত শুনেছি তোমার মনিব মশাইটিকেই নাকি এরা বিচারক সাব্যস্ত করেছেন। ওঁর নাকি এসব ব্যাপারে কিঞ্চিৎ জ্ঞানগম্যি আছে। যাক্, চলো দুজনে ভেতরে গিয়েই অপেক্ষা করি। আমাদের মনিবদের হালচাল তো জানাই আছে—মেজাজ বিগড়ালে মাথার ঠিক থাকে না—কিল চড়টা তখন আমাদের ভাগ্যেই পড়ে।

[কোরাস্]

বাগ্দেবীর বরপুত্র, ট্র্যাজিডি-রচনায় যিনি সিদ্ধহস্ত
রণাঙ্গণে যখন খলচরিত্র, হিংস্রদর্শন প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হবেন
তখন দেখা যাবে তাঁর রুদ্রমূর্তি, শোনা যাবে তাঁর বজ্রনির্ঘোষ।
রোষকষায়িত লোচন বিঘূর্ণিত হবে, ঘৃণায় অবজ্ঞায় ক্রোধে
উচ্চকণ্ঠে ধিক্কারবাক্য উচ্চারিত হবে। ক্রোধের ব্যঞ্জনায়
সর্ব দেহ আন্দোলিত হবে, ওষ্ঠাধর ফেনায়িত হবে। সিংহের কেশরের ন্যায়
দেহরোম ফুলে ফুলে উঠবে। চোখের আগুনকে ছাপিয়ে উঠবে
রোষকুঞ্চিত ললাটের ভ্রূকুটি। সুচতুর সাবধানী প্রতিদ্বন্দ্বী
আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত হবেন ; অনলবর্ষী বাক্যস্রোত অবিরাম
বর্ষিত হবে শত্রুর মস্তকে। তারপরে উভয়তঃ শুরু হবে
নানা কৌশলের প্রয়োগ, কবিকর্মের সমালোচনা, বিচারবিশ্লেষণ,
ত্রুটিবিচ্যুতির হিসাবনিকাশ, সমস্বরে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি পেশ।
চেঁচামেচির গলাবাজির একশেষ।

এউরিপিদেস্, বাক্খস্, এস্কিলস্

এউরিপিদেস্—থাক্, কারো উপদেশ আমি শুনতে চাইনে। আমি নিজেকে শ্রেষ্ঠতর কাব্যরচয়িতা বলে মনে করি, সেই কারণেই ঐ আসন আমি দাবি করছি।

বাক্খস্—ও কি এস্কিলস্, আপনি যে চুপ করে আছেন? শুনলেন তো ওঁর কথা।

এউরিপিদেস্—উনি খুব একটি গুরুগম্ভীর ভাব—একটি নির্বাক নিস্পন্দ ভাব—অবলম্বন করে আছেন। এটি ওঁর এক মামুলি ঢং—কোন কোন ট্র্যাজেডির[১] সূচনাতেও এই কায়দাটি তিনি ব্যবহার করেছেন।

১ দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিওবে ও আকিল্লেস্-এর উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাকৃথস্—আহা, আপনি মশায়, একটু রয়ে-সয়ে কথা বলুন। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

এউরিপিদেস্—এঁকে মশায় আমার চিনতে বাকি নেই—কত কাল ধরে দেখলুম। এঁর স্বরূপ আমি অনেক আগেই প্রকাশ করে দিয়েছি। দাম্ভিক স্বভাব, রূঢ়ভাষী মানুষ, জিবে নেই লাগাম, লম্বা চওড়া কথা, বেপরোয়া ব্যবহার।

এস্কিলস্—এঁ্যা, কি বললি?—ছোট মুখে বড় কথা[1]! ব্যাটা বেজম্মা—নেংটিপরা পথের ভিখিরীর মতো কথাবার্তা, রং ঢং—তাই নিয়ে কবিত্বের আস্ফালন করতে এসেছিস। ভণ্ড কোথাকার! দাঁড়া আজ তোকে মজাটা দেখাচ্ছি।

বাকৃথস্ (বেশ একটু ভারিকি চালে)—আহা, এস্কিলস্, আপনি বড্ড রেগে যাচ্ছেন। একটু শান্ত হোন, সংযত হোন।

এস্কিলস্—দাঁড়ান আগে ওকে শায়েস্তা করি। এক্ষুনি ওর সব বিদ্যে ফাঁস করে দিচ্ছি, বাহাদুরি বের করছি।

বাকৃথস্—ওহে কে আছো, শিগ্‌গির এসো। ঝড় উঠেছে, বলির[2] আয়োজন করো, ঝড় শান্ত করতে হবে।

এস্কিলস্—হতভাগা আমাদের সব মাটি করে দিয়েছে। আমাদের এমন সাধের কাব্য—ক্রীট থেকে যত সস্তা মাল আর সস্তা রস আমদানী করে ও তার মর্যাদা নষ্ট করেছে। ট্র্যাজেডিতে অশ্লীল কাহিনী[3] প্রচার করে মানুষকে নীতিভ্রষ্ট করেছে।

বাকৃথস্—আহা শুনুন মশায়—এস্কিলস্, আপনি গুণী ব্যক্তি, দয়া করে একটু ধৈর্য ধরুন। আর দেখুন, এউরিপিদেস্, আপনাকেও বলছি, ভালো চান তো এই মুহূর্তে সরে যান। এঁর কথার যা তোড় দেখছি হঠাৎ বাক্যাঘাতে আপনার মাথার খুলি উড়ে যেতে পারে। তাছাড়া যা কিছু

১ এস্কিলস্ নিজ বংশগরিমা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। অপরপক্ষে এউরিপিদেস্-এর মাতা ছিলেন নিম্নবংশীয়া রমনী।

২ সত্যিকারের বলি নয়; এস্কিলস্-এর ক্রোধকে উদ্দেশ করে তামাসার চেষ্টা।

৩ ফাইড্রা বা কানাকে-এর কাহিনী।

লিখেছেন—ভাব ভাষা বিষয়বস্তু সব তছনছ হয়ে যাবে আচ্ছা, এবার তবে শুনুন এস্কিলস্, আপনি মহানুভব ব্যক্তি, আপনাকে অনুনয় করে বলছি—দয়া করে একটু শান্ত মনে ধীর স্থির হয়ে কথা শুনুন, শুনে জবাব দিন। আপনারা হলেন গিয়ে গণ্যমান্য কবি, আপনাদের কি হাটে বাজারের মেছুনিদের মতো কোঁদল করা সাজে? আপনি তো দপ্ করে জ্বলে উঠছেন, জ্বলন্ত চুল্লীর মতো গর্জাচ্ছেন।

এউরিপিদেস্ (যেন ঝগড়ার জন্যে কোমর বেঁধে প্রস্তুত)—আমি, মশায়, তৈরি আছি। আমি আমার মন ঠিক করে ফেলেছি। এখন আপনারা যা করবার করুন। ইচ্ছে হয়, উনি শুরু করতে পারেন, না হয় তো বলুন, আমিই করি। সব কিছু আলাদা আলাদা তুলনা করে দেখতে হবে—আমার প্লটের সঙ্গে ওঁর প্লট, আমার সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে ওঁর সৃষ্ট চরিত্র। এ ছাড়া ভাষা আছে, ভাব আছে—সব কিছুর আলোচনা হোক। আর কাব্যগুণ, তারও বিচার চাই—আমার মেলেআগের, আইওলস্, তেলেফস্ ইত্যাদির কথা মনে রাখবেন।

বাক্‌খস্—তাহলে, এস্কিলস্, বলুন আপনার কি অভিপ্রায়।

এস্কিলস্ (অত্যন্ত বিরস কণ্ঠে)—বিচার-সভাটা এখানে না বসে অন্যত্র বসলে ভালো হত। এখানে আমাকে একটু বেকায়দায় পড়তে হবে।

বাক্‌খস্—কেন?

এস্কিলস্—আমার কাব্য এখনও মর্তলোকে জীবিত আছে।[১] কিন্তু ওঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ওঁর গ্রন্থাদিরও কৈবল্যপ্রাপ্তি ঘটেছে; কাজেই এরা এখন যমপুরীতেই আছে। প্রয়োজন হলে সাক্ষী হিসাবে হাতের কাছে পাওয়া যাবে—যাক্‌গে, আপনারা যা হয় স্থির করুন, আমি আপনাদের ব্যবস্থা মেনে নেব।

বাক্‌খস্ (ব্যস্ত সমস্ত ভাব দেখিয়ে)—ওহে একটু আগুন আর ধূপধুনো নিয়ে এসো তো। অতিশয় সূক্ষ্ম বিচারে বসতে হবে কিনা—পূজাহ্নিক করে শুদ্ধ

১ ফ্রগ্‌স্ রচনাকালে আথেনাই রঙ্গমঞ্চে মৃত নাট্যকারদের নাটক অভিনয়ের রেওয়াজ ছিল না। একমাত্র এস্কিলস্ রচিত নাটককে বিশেষ আইন বলে ঐ সম্মান দেওয়া হয়েছিল।

শান্ত হয়ে নেওয়া ভালো। (কোরাস্-এর প্রতি)—আর হ্যাঁ, ললিতকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের উদ্দেশে একটু স্তবগান হোক।

[কোরাস্]

নবরসের নবদেবী, তোমাদের কাছে আমাদের এই আবেদন—
মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানচর্চ্চার তোমরাই প্রধান সহায় ;
যদিচ ঊর্ধ্বলোকে তোমাদের অবস্থান, আমাদের বিজ্ঞতা মূঢ়তা
সব তোমাদেরই দান।
(আসন্ন কবির লড়াই তারই কৌতুকাবহ নিদর্শন)
এই বিচারমণ্ডপে তোমাদের আগমন হোক, তোমরা উপস্থিত থেকে
দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে যথাবিধি আদেশ নির্দেশ দ্বারা পরিচালনা করো।
এদের শক্তি দাও, সাহস দাও, দাও ক্ষিপ্রবুদ্ধি এবং তীক্ষ্ণ মেধা—
উত্তর প্রত্যুত্তরে উভয়ের সহায়তা করো। দুই নাট্যকার একে অন্যের
নাটককে মুচড়ে দুমড়ে কেটে ছিঁড়ে ছত্রাকার করে দেবেন।
আসন্ন সংগ্রাম দর্শনের জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে।

বাকথস্—আসুন, বিচার শুরু হবার আগে আপনারাও একবার দেবতার নাম স্মরণ করুন।

এস্কিলস্ (সুগন্ধি ধূপ হস্তে)—দেবী কেরেস্, তুমি আমার প্রেরণাদায়িনী ; আমি তোমার ভক্ত পূজারী, তুমি আমাকে শক্তি দাও[১]।

বাকৃথস্ (এউরিপিদেস্‌কে উদ্দেশ করে)—এই যে আসুন, আপনিও অঞ্জলি প্রদান করুন।

এউরিপিদেস্—বেশ, বেশ ; কিন্তু আমি অন্য দেবতার পূজারী।

বাকৃথস্—এঁ্যা, কোন দেবতা শুনি ? আপনি কোনো নতুন দেবতা আবিষ্কার করেছেন নাকি ?

এউরিপিদেস্—করেছি বৈকি।

বাকৃথস্—বেশ তাই হোক্, নিজের দেবতাকেই স্মরণ করুন।

[এউরিপিদেস্ কর্তৃক অঞ্জলি প্রদান

১। পণ্ডিতদের মতে দেবী কেরেস্-এর পূজানুষ্ঠান থেকেই ট্রাজেডির উৎপত্তি।

এউরিপিদেস্—ধাত্রীরূপিণী আকাশকে প্রণাম করি, তিনিই আমার মনের খাদ্য জুগিয়েছেন। সকল ইন্দ্রিয়কে স্মরণ করি, তারা সজাগ থেকে আমাকে সাহায্য করুক। আমার বাক্য কঠিন হোক, ঘ্রাণেন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হোক্ যেন সামান্যতম দোষ-ত্রুটিও এড়িয়ে না যায়।

[কোরাস্]

আমরা সকলে এখানে একত্রিত হয়েছি ;
দুই মহাজ্ঞানীর তর্কযুদ্ধ, পাণ্ডিত্যের লড়াই
দেখবার এবং শোনবার জন্যে আমরা উদ্গ্রীব।
অবশ্য এই সংঘর্ষের গতি এবং প্রকৃতি
অনুমান করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য নয়।
এঁদের মধ্যে যিনি বয়ঃকনিষ্ঠ, যিনি বিচারপ্রার্থী
তিনিই আক্রমণে অগ্রণী হবেন, প্রতিদ্বন্দ্বীর গুণাবলীকে
তীক্ষ্ণবাণে ছিন্নভিন্ন করবেন, বাক্যাঘাতে ক্রোধের উদ্রেক করবেন।
অবশেষে বয়োজ্যেষ্ঠ আহত সিংহের ন্যায় গর্জে উঠে
কঠিন বাক্যের মুদ্গরাঘাতে সব ধূলিসাৎ করে দেবেন,
ঝড়ের ঝাপটায় তুষের মতো সব উড়ে যাবে।

বাক্‌খস্—আসুন, এবার তর্কযুদ্ধ শুরু হোক, কিন্তু গোড়াতেই একটি কথা বলে রাখছি—দয়া করে দুজনেই সংযত ভাষায় কথা বলবেন। অশোভন ভাষা এবং অনাবশ্যক তর্ক বর্জন করবেন।

এউরিপিদেস্—আমিও বলে নিচ্ছি—আমার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি আমি প্রথমেই করতে চাই না। এঁর দাবি যে অন্যায্য সেটি আগে প্রমাণিত করে তবে নিজের কথা বলব। ফ্রিনিখস্[১]-এর নাটক দেখে অভ্যস্ত আমাদের অজ্ঞ অশিক্ষিত শ্রোতৃবর্গকে ইনি কি ভাবে ভুলিয়েছেন, ঠকিয়েছেন সে কথাই আগে প্রমাণ করতে চাই। আর দেখুন, ইনিই সর্বপ্রথম আমাদের রঙ্গমঞ্চে এক উদ্ভট জিনিসের আমদানি করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আকিল্লেস্ বা নিওবে[২] চরিত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁরা ট্র্যাজিক ভাব

১ আথেনাই-এর প্রাচীনতম ট্র্যাজেডি-রচয়িতাদের মধ্যে এঁরই কিঞ্চিৎ খ্যাতি প্রতিপত্তি হয়েছিল।

২ এস্খিলস্-কৃত 'আকিল্লেস্' এবং 'নিওবে' নাটক দুটি বিলুপ্ত।

প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিজ মুখ আবৃত করে নির্বাক মূর্তিতে রঙ্গমঞ্চে দর্শন দিয়েছেন—মুখে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি।

বাকৃথস্—ঠিক বলেছেন ; এদের মুখে বাক্য ছিল না।

এউরিপিদেস্—এদিকে কোরাস গানের পর গান করে যেতে লাগল কিন্তু এঁরা পূর্ববৎ নীরব।

বাকৃথস্—তা যাই বলুন, আমার কাছে ওদের ঐ নীরব ভঙ্গিটা কিছু খারাপ লাগেনি বরং আজকালকার বাক্যবাগীশ চরিত্রের চাইতে একটু ভালোই লেগেছে।

এউরিপিদেস্—সেটা আপনার বিচারবুদ্ধির অভাববশতঃ।

বাকৃথস্—তা হতেও পারে, কিন্তু ওটা তিনি কি উদ্দেশ্যে করেছিলেন ?

এউরিপিদেস্—উদ্দেশ্য আবার কি ? চাল, বাজে চাল—একটু বাহাদুরি দেখানো। খামোকা লোককে উৎকণ্ঠায় রাখা—নিওবে দয়া করে দুটো কথা বলবে তবে নাটক চলতে শুরু করবে।

বাকৃথস্—এঁ্যা, লোকটা আচ্ছা পাজি তো। আমাকে কি ঠকানোটাই ঠকিয়েছে ! (এস্কিলস্-এর মুখে চোখে ঘোরতর বিরক্তি প্রকাশ—তাঁকে উদ্দেশ করে)—কি মশায়, এত ককানো-কাতরানো কেন ? কি হয়েছে ?

এউরিপিদেস্—আমার খোঁচাগুলো আঁতে লেগেছে কি না—তারপরে দেখুন এইভাবে ঢিমে চালে যখন নাটকের আদ্ধেক তক এসে গিয়েছে তখন দুমদাম কতগুলো খেপাটে কথা—কেশর-ফোলানো, দাঁত-খিঁচানো শব্দ, যার না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু।

এস্কিলস্—হা ভগবান !

বাকৃথস (এস্কিলস্ এর প্রতি)—চুপ করুন, ঢের হয়েছে।

এউরিপিদেস্—সোজা কথা সোজা ভাষায় কস্মিনকালে বলেননি।

বাকৃথস্ (এস্কিলস্-এর প্রতি)—থাক্ থাক্, আর দাঁত কড়মড় করতে হবে না।

এউরিপিদেস্—এমন সব উদ্ভট বাক্য আর দাঁতভাঙা শব্দ—কারো সাধ্যি নেই তার অর্থ বোঝে।

বাকৃথস্—ঠিক বলেছেন। সত্যি বলতে কি, আমার তো ভাবতে ভাবতে রাত কেটে যেত। ঐ ধরুন, 'ঈগল-ঘোটক' বস্তুটা কি, কোন্ দেশী পাখি ভেবে ভেবে কোনো কিনারা করতে পারিনি।

এস্কিলস্—আরে মুখ্যু, জাহাজের মাস্তলে যে মূর্তিটা থাকে সেই মূর্তিটার কথা বলেছি। দেখবার চোখ থাকলে নিশ্চয় দেখেছ।

বাকৃখস্—তাই নাকি? তা আমি তো চেহারা দেখে ওটাকে এরুক্সিস্[১] বলে ঠাহর করেছিলাম।

এউরিপিদেস্—বুঝুন, কোথায় জাহাজের মাথায় মূর্তি, তাই দিয়ে ট্র্যাজেডির ভাষা তৈরি হচ্ছে।

এস্কিলস্—বেশ বেশ, হতভাগা এবার নিজের কথা বলুক, ওর কায়দা-কানুনগুলো কি একবার শোনা যাক্।

এউরিপিদেস্—আর যাই হোক্, 'পক্ষীরাজ হরিণ' আর 'ঈগল-ঘোটকের' গল্প দিয়ে আমি নাটক তৈরি করিনি কিম্বা ইরান দেশের দেয়াল-আবরণী থেকে ভাষা বা বাক্যালংকার আমদানি করিনি। আপনার হাত থেকে বাগ্দেবী যখন আমার হাতে এলেন তখন যা তার ছিরি—গায়ে গতরে ইয়া ধুমসি চেহারা, মুখে লম্বা চওড়া বুলি,—কোঁদলনী আর কাকে বলে! আমার প্রথম কাজ হল ওর চেহারাটা একটু দুরস্ত করা, হাল্কা সহজপাচ্য পথ্য দিয়ে গতরখানা একটু কমানো। সাগু বার্লি, ঝোল চচ্চড়ি খাইয়ে, মুখে ঘরোয়া কথা, সহজ বুলি ফুটিয়ে ওকে আমি ভদ্রসমাজের উপযোগী করে নিয়েছি। আমার পাচক কেফিসোফোন[২] মুখরোচক পথ্য তৈরি করে একাজে আমার সহায়তা করেছে। আমার নাটকের কাহিনীতে আমি কোন ঘোরপ্যাঁচ রাখিনি, বুঝতে কারো অসুবিধে হয়নি। নাটকের যারা প্রধান চরিত্র তারা গৌরচন্দ্রিকাতেই নিজ নিজ ইতিবৃত্তান্ত বলে নিত।

এস্কিলস্—হ্যাঁ, সেই সঙ্গে তোমার নিজের বংশবৃত্তান্তটা যে বলে ফেলোনি সেটা অন্ততঃ বুদ্ধির কাজ করেছ।

এউরিপিদেস্—আমার নাটকে প্রথম দৃশ্য থেকেই প্রত্যেকটি চরিত্র নাট্যাংশে

১ টীকাকারদের মতে অত্যন্ত কুৎসিৎদর্শন ব্যক্তি।

২ কারো কারো মতে ক্রীতদাস কেফিসোফোন তার মনিবকে নাট্যরচনায় অল্পবিস্তর সহায়তা করেছে।

যোগদান করেছে। মনিব কথা বলছে, নোকর জবাব দিচ্ছে—স্ত্রী পুরুষ ছেলে বুড়ো সকলে সমান ভাবে—

এস্কিলস্—থামো থামো, এই যে এক আজগুবি কায়দার আমদানি তুমি করেছ তার উপযুক্ত শাস্তি কি, তুমি জানো?—আমার মতে মৃত্যুদণ্ড।

এউরিপিদেস্—আমি আমার আদর্শের খাতিরেই এটি করেছি। সাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠাই আমার উদ্দেশ্য।

বাকৃথস্—দেখো বাপু, একটু বুঝে শুনে কথা বোলো, বেঁফাস কথা বলে আবার বিপদে না পড়ো।[১]

এউরিপিদেস্—আমি এসব যুবকদের মুখে কথা ফুটিয়েছি।

এস্কিলস্—আমিও সে কথাই বলছি, আর এও বলছি যে ওদের কল্যাণের জন্যেই তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো উচিত ছিল।

এউরিপিদেস্—আমি এদেরকে নতুন রচনারীতি শিখিয়েছি, সরস ভঙ্গিতে কথা বলতে শিখিয়েছি, তর্ক করতে, উত্তর-প্রত্যুত্তর দিতে, ভালো মন্দ, ইতর-বিশেষ বিবেচনা করতে শিখিয়েছি।

এস্কিলস্—করেছ বৈকি, সবই স্বীকার করছি—কিন্তু এগুলোই তোমার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ।

এউরিপিদেস্—আমার নাটকের মাল-মশলা আমি নিয়েছি নিত্যকার ঘরকরনার ব্যাপার থেকে—প্রত্যেকটি দর্শক যাতে বুঝতে পারে, দোষগুণ বিচার করতে পারে। লম্বা বুলি ঝেড়ে কখনো চমক লাগাবার চেষ্টা করিনি, লোকের বিদ্যা-বুদ্ধির উপরেও খুব একটা দাবি করিনি। যতসব লড়নে-ওয়ালা বীরদের কাহিনী নিয়ে গল্প ফাঁদিনি। ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়িয়ে, ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে লোককে হকচকিয়ে দিইনি। এ ছাড়া আমাদের দুজনের যারা শিষ্য বা চেলা তাদের দেখলেই আমাদের দুজনের তফাৎটা খুব সহজে বোঝা যাবে। ওঁর এক চ্যালা হল ফোরমিসিয়স্—অত্যন্ত তিরিক্ষি মেজাজের লোক, আরেকজন মেগানেতেস্—গুরুগম্ভীর হাঁড়িমুখো এক ব্যক্তি। একজন দাঁড়িগোঁফওয়ালা ভীষণাকৃতি, আরেকজন ঠিক

১ এউরিপিদেস্ যে রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিলেন তারা সাধারণতঃ গণতন্ত্রবিরোধী বলে পরিচিত ছিল।

যেন এক রামগরুড়ের ছানা। আমার দুই শিষ্য ক্লেইতোফোন্ আর থেরামেনেস্—দুজনেই মৃদুস্বভাব, শান্তশিষ্ট মানুষ।

বাক্থস্—থেরামেনেস্? তাই বলুন, তুখোড় লোক, মশায়, তুখোড়। কখনো ওকে বেকায়দায় পড়তে দেখিনি। কখনো পড়েছে তো মুহূর্তে ভোল বদলে ফেলতে পারে।

এউরিপিদেস্—এই ভাবেই সহজ সরল ভঙ্গিতে আমি নাট্যরচনার চেষ্টা করেছি। ঘরে বাইরে সকল বিষয়ে কি করে নজর রাখতে হয় লোককে তা শিখিয়েছি। নিত্যকার ঘরকরনার ব্যাপারে কি ভাবে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে হয় তার নির্দেশ দিয়েছি। অভাব অনটন, ক্ষয় ক্ষতি সম্পর্কে সকলকে সজাগ করে দিয়েছি। এটা কি, ওটা কেন, এ জিনিস কোথায় গেল, ওটা নেই কেন—এসব প্রশ্ন করতে শিখিয়েছি। এটাকেই এ যুগের উপযোগী কাব্যরীতি বলে আমি মনে করি।[১]

বাক্থস্—হ্যাঁ ঠিক বলছেন, এখন দেখছি ঘরে ঘরে কত্তারা সব মারমুখো, ঘরে ঢুকেই চেঁচামেচি, চাকরকে হম্বিতম্বি—বের কর সব, কোথায় গেল এত এত পেঁয়াজ রসুন, দুদিনেই সাবাড়? বোতলভর্তি মধু—কে খেলে? এ যে রাক্ষুসে কারবার। ফলের ঝুড়ি, মাছের থলি—তাও খালি? এই সেদিন কেনা হাঁড়িকুঁড়ি—কে ভেঙেছে, বল এক্ষুনি। বুঝুন এই হচ্ছে এ কালের দস্তুর। আর আগে? কত্তারা ঘরে ঝিমোতেন আর ঘুমোতেন দিব্যি আরামে।

[কোরাস্]

"বীরশ্রেষ্ঠ আকিল্লেস্, দেখ চেয়ে কী লজ্জা, কী আস্পর্ধা, কী দুঃসাহস
মহাশত্রু অদূরে সমাগত।"[২]

কবিগুরু বেশ ভেবে চিন্তে তোমার জবাব দিয়ো
দেখো, অতিরিক্ত ক্রোধবশে তোমার রথ যেন বেচাল না হয়।

১ দেশব্যাপী আর্থিক দুর্গতির দরুন সংসারযাত্রায় যে অতিরিক্ত সতর্কতার প্রয়োজন হয়েছিল তাকেই ব্যঙ্গচ্ছলে এউরিপিদেস্-এর নব্যরীতি বলে বর্ণনা করা হচ্ছে।

২ এস্খিলস্-কৃত 'মির্মিদোনস্' নাটক থেকে উদ্ধৃত পংক্তি।

তোমার বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ, অনেক কটূক্তি শুনেছ
তথাপি তোমার শুভবুদ্ধি যেন তোমার ক্রোধকে সংযত করে।
শেষ পর্যন্ত জয়লক্ষ্মী হয়তো তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন হবেন ;
কিন্তু যতক্ষণ না বায়ু অনুকূল হয় ততক্ষণ শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে।
মহান স্রষ্টা, তুমি শিল্পীশ্রেষ্ঠ, ট্র্যাজিক নাট্যের পরম গুরু,
এবার উত্তর প্রত্যুত্তরে বাক্যালংকার ভূষিত তোমার অনবদ্য ভাষার
স্রোতমুখ উন্মুক্ত হউক।

এস্কিলস্—অতি নগণ্য, হীন প্রকৃতির এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে আমাকে বাক্‌যুদ্ধে অগ্রসর হতে হচ্ছে, এই কারণে আমার লজ্জা এবং ক্ষোভের সীমা নেই। কিন্তু এর কথার জবাব আমাকে দিতেই হবে নতুবা এই হতভাগা প্রচার করে বেড়াবে সে আমাকে তর্কে পরাস্ত করেছে। যাক্‌, আগে তুমি আমার একটি প্রশ্নের জবাব দাও—কবির প্রধান প্রধান গুণ কি ? কোন্ গুণে তিনি খ্যাতি এবং সম্মান লাভ করেন ?

এউরিপিদেস্—যিনি যথার্থ কবি তিনি মানুষের মনকে উন্নত করেন, নীতিবোধকে জাগ্রত করেন। তাঁর কল্পনাশক্তি এবং রচনা-কৌশলের দ্বারা শ্রোতাদের মনকে তিনি জ্ঞান এবং ধর্মের পথে পরিচালিত করেন।

এস্কিলস্—বেশ, এখন জিগ্‌গেস করছি, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক এর উল্টোটি যদি তুমি করে থাকো—সৎপ্রকৃতির মানুষকে যদি অসৎপথে নিয়ে থাকো, যদি হীনতার পথ চিনিয়ে থাকো, তাহলে তুমিই বলো কি শাস্তি তোমার প্রাপ্য।

বাক্‌থস্—কি আবার ?—মৃত্যু। আমার কথা শুনে রাখো, মৃত্যুই এর একমাত্র শাস্তি।

এস্কিলস্—তাহলে ভেবে দেখো, আমাদের দেশবাসীদের যখন আমার হাত থেকে তোমার হাতে অর্পণ করা হল তখন তারা কি আজকের এই সব ফুর্তিবাজ, হল্লাবাজ, ফাঁকিবাজদের মতো ছিল ? স্বদেশের কাজে কখনো তারা ফাঁকি দিয়েছে, দেশের ডাকে কখনো পিছিয়ে থেকেছে ? দুঃসাহসী যুবকের দল নিঃশঙ্কচিত্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিপদের মাঝে—যেমন তাদের শারীরিক শক্তি তেমনি তাদের মনোবল। সমগ্র জাতি যুদ্ধসাজে সজ্জিত—গায়ে বর্ম, মস্তকে উষ্ণীষ, হাতে ঢাল তলোয়ার।

চিন্তায় বাক্যে কর্মে প্রত্যেকটি মানুষ বীর যোদ্ধা—এদের নিশ্বাসে বর্শার ধার, তীরের ফলা।

বাক্‌থস্—এই রে, এই শুরু হল, ওঁর ঠক্‌ঠকি আর ঝন্‌ঝনানি—জ্বালিয়ে মারবে দেখছি।

এউরিপিদেস্—দেশের প্রতিটি মানুষ হঠাৎ এক একটি বীরপুঙ্গব হয়ে উঠল কি করে বলুন দেখিনি। কি এমন কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন, শুনি?

বাক্‌থস্—হ্যাঁ বলুন, এস্কিলস্ বলুন। অমন রেগেমেগে মুখ গোমড়া করে বসে থাকবেন না, একটু শান্ত হোন।

এস্কিলস্—বীরত্বব্যঞ্জক একটি নাটকেই কাজ হয়েছে।

এউরিপিদেস্—কোন নাটকটি শুনি?

এস্কিলস্—'থীবস্-বিরোধী সামন্তবৃন্দ'—এ নাটক যে দেখেছে সে ই শরীরের শিরায় শিরায় যুদ্ধের উন্মাদনা বোধ করেছে, সাহস এবং বীর্যের প্রেরণা লাভ করেছে।

বাক্‌থস—কিন্তু এর দ্বারা আপনি থীবস্‌বাসীদেরও প্রেরণা জুগিয়েছেন যার ফলে তারা এক পরাক্রান্ত জাতিতে পরিণত হয়েছে। আপনি প্রকারান্তরে আমাদের অনিষ্টই করেছেন। এইজন্যে আপনারও সমুচিত শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।

এস্কিলস্—সে দোষ তোমাদের নিজেদের। শৌর্যবীর্যের কাহিনী আমি তোমাদের উদ্দেশ করেই রচনা করেছিলাম; তোমরা যদি তাতে কর্ণপাত না করো তো আমি কি করব? এর পরেও পারশ্য যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বন করে স্বদেশপ্রেমের মহৎ আদর্শ আবার তোমাদের চোখের সমুখে তুলে ধরেছি, আথেনীয়কে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছি। ঐ নাটকের দ্বারা রঙ্গ-মঞ্চের গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে, এ কথা জোর করে বলতে পারি।

বাক্‌থস্—বলতে বাধা নেই, নাটকটি দেখে খুব ভাল লেগেছিল—বিশেষ করে যেখানে পরলোকগত সম্রাট দারিয়স্‌কে সর্বনাশের বৃত্তান্ত শোনানো হচ্ছে। কোরাস্ কাতর কণ্ঠে কান্না জুড়েছে, হা হতোস্মি রব উঠেছে।[১]

১ এই নাটকে পারস্যের রাজপরিষদ্‌বর্গ দারিয়স্-এর প্রেতাত্মাকে আবাহন করে—তাঁর পুত্র গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে কি সর্বনাশ ঘটিয়েছে—কাতরকণ্ঠে তাই নিবেদন করছে।

এস্কিলস্—এই তো কবির যথার্থ কর্তব্য, এই পবিত্র দায়িত্ব তাঁর উপরে ন্যস্ত। ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করো, দেখো প্রাচীনতম কাল থেকে আবহমান কাল কবিরা মানবসমাজকে কি মহামূল্য রত্নাদি উপহার দিয়ে আসছেন। অর্ফিয়ুস্ দিয়েছেন ধর্মশিক্ষা; রক্তপাত এবং বর্বরতা থেকে মানুষকে মুক্ত করেছেন। মুসায়স্ দিয়েছেন চিকিৎসা বিজ্ঞান; এ ছাড়া অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বহু সাবধানবাণী তিনি উচ্চারণ করে গিয়েছেন। পরবর্তী কবি হেসিওদ্ দিয়েছেন কৃষিবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান; হাতে ধরে শিখিয়েছেন সরল গ্রাম্য জীবনের রীতিনীতি, অনাড়ম্বর গৃহস্থালী। সর্বোপরি হোমার—সর্বজনপূজ্য হোমার। এত নাম, এত খ্যাতি তাঁর কিসের জন্য? তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন সেই শিক্ষার মূল্যেই তো তাঁর মূল্য। আমাদের নিয়ম শৃঙ্খলা শিখিয়েছেন তিনি, রণে দীক্ষা দিয়েছেন তিনি, শৌর্যবীর্যের প্রেরণাও যুগিয়েছেন তিনি।

বাক্‌খস্—কিন্তু পান্তাক্লেস্‌কে[১] কি কিছু শেখাতে পেরেছিলেন? সব ব্যাপারে অপটু। শোভাযাত্রার পুরোভাগে থেকে নেতৃত্ব করবার কথা, তাঁর উষ্ণীষের পালক গেল খুলে; দুহাতে সেটি সামলাতেই ব্যস্ত।

এস্কিলস্—কিন্তু বহু বীর যোদ্ধা এবং সেনানায়ক হোমারের কাছেই শৌর্যবীর্যের শিক্ষালাভ করেছেন। বীর লামাখস্[২] তার অন্যতম দৃষ্টান্ত—আরো অনেকের নাম করা যেতে পারে। আমি নিজে তাঁর কাব্য থেকেই উপাদান সংগ্রহ করে সামান্য উপচার রচনা করেছি, ভাষার পারিপাট্যও তাঁর কাছেই পেয়েছি। তেউকের, পাত্রক্লস্-প্রভৃতি যোদ্ধাদের কাহিনী অবলম্বন করে আথেমাই-এর প্রাচীন গরিমাকে পুনরুজ্জীবিত করেছি। যুদ্ধের ভেরী যখনই বেজেছে আথেনীয় এদের দৃষ্টান্ত স্মরণ করে নির্ভয়ে বিপদের মুখে অগ্রসর হয়েছে। তোমাদের মতো স্থেনোবায়াস্ বা ফায়দ্রাস্ ন্যায় দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের কাহিনী নিয়ে আমি নাটক রচনা করিনি। এমন কি আমার কোনো নাটকে প্রেম-ঘটিত ব্যাপারের কোনো দৃশ্য আছে বলে আমার মনে পড়ছে না।

১ কমেডি-রচয়িতারা এঁর অপটু স্বভাব নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন।

২ সিরাকুস্ অভিযানের অন্যতম সেনানয়ক। ইনি ঐ যুদ্ধে নিহত হন।

এউরিপিদেস্—তা অবশ্যই নেই। আপনি যা কাঠখোট্টা মানুষ, প্রেমের কথা বলা আপনার পক্ষে সম্ভবই নয়। প্রেমের মর্যাদা বোঝবার মতো রসবোধ আপনার থাকলে তো?

এস্কিলস্—নেই বাঁচা গিয়েছে। প্রেমের দেবতা আমাকে রেহাই দিয়েছেন, আমি শান্তিতে আছি। তোমার পিছু নিয়েছেন, তুমি তার ঠেলা বোঝো। শুনেছি তো সেই আঘাতেই তোমার জীবনান্ত ঘটেছে।[১]

বাক্থস্—এটি ঠিক বলেছেন। যেমন কর্ম তেমনি ফল। নিজের বন্ধুই শেষ পর্যন্ত ওকে ডুবিয়েছে।

এউরিপিদেস্—কিন্তু এর মধ্যে আপনারা দোষের কি দেখলেন? আমার স্থেনোবায়াস্ চরিত্র কার কি ক্ষতিটা করেছে, শুনি?

এস্কিলস্—কু-দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে যা হয় তাই হয়েছে। কুলনারীদের মতিভ্রম হয়েছে। কত কত সম্ভ্রান্ত ঘরের রমণী নিজ নিজ বেল্লেরোফোন্-এর প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে।[২]

এউরিপিদেস্—কিন্তু এ কথা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে এ আমার বানানো গল্প নয়। ফাইদ্রা[৩] কাহিনী তো সত্য ঘটনা।

এস্কিলস্—হলই বা সত্য। বিদঘুটে সত্য চাপা দেওয়াই সঙ্গত। ঢাক পিটিয়ে বলবার দরকার কি? এসব ব্যাপার রঙ্গমঞ্চে দেখাবার বস্তু নয়, ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কাব্য করবার সামগ্রীও নয়। ছেলেপিলেদের জন্য শিক্ষক আছেন, তিনি তাদের শেখাবেন; কিন্তু বয়স্কদের শেখাবেন কে? কবিরাই তাদের শিক্ষক। তাঁরাই তাদের ধর্মশিক্ষা দেবেন, সৎপথে চলার নির্দেশ দেবেন। এই তো কবির একমাত্র কর্তব্য।

এউরিপিদেস্—কিন্তু ধর্ম কি কেবল মুখের কথা—বাগাড়ম্বর? লম্বা চওড়া কথা আর গালভরা বুলি দিয়ে কি ধর্মশিক্ষা দেওয়া যায়?

এস্কিলস্—আরে মূর্খ, তোকে কি করে বোঝাব যে উচ্চ চিন্তা, উচ্চ ভাব

১ লোকে বলে এউরিপিদেস্-পত্নী অসচ্চরিত্রা রমণী ছিলেন; সেই মর্মবেদনা এউরিপিদেস্-এর মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

২ এউরিপিদেস্-রচিত এক নাটকে প্রটিয়ুস্-পত্নী স্থেনোবায়াস্ বেল্লেরোফোনের প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বিষপান করেছিলেন। নাটকটি বহুযুগ পূর্বে বিলুপ্ত হয়েছে।

৩ থেসেউস্ পত্নী নিজ কৃতকর্মের অনুশোচনায় আত্মহত্যা করেছিলেন।

প্রকাশ করতে হলে তার উপযোগী ভাষা ব্যবহার করতে হয়। দেবতারা কিম্বা তেমন তেমন মহামান্য ব্যক্তিরা যখন কথা বলেন তখন তাঁদের ভাষাও হবে তেমনি উঁচুদরের। সেকি রামাশ্যামার ভাষা হলে চলে? তাঁরা যখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন তখন তাঁদের জমকালো পোশাক এবং সাজসজ্জার চাকচিক্য যেমন সাধারণ মানুষের আটপৌরে পোশাককে নিষ্প্রভ করে দেয়, তাঁদের ভাষাও তেমনি। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি তাও দিয়েছ পালটিয়ে।

এউরিপিদেস্—কি রকম?

এস্কিলস্—তুমি তোমার রাজারাজড়াদেরও ছেঁড়াখোঁড়া, তালি দেওয়া জামা-কাপড় পরিয়ে হাজির করেছ—বোধকরি তাদের প্রতি করুণা সঞ্চারের জন্য।

এউরিপিদেস্—সেটা বুঝি খুব একটা অপরাধ হল।

এস্কিলস্—হল বৈকি। এর মধ্যে একটা হীন মিথ্যার প্রশ্রয় আছে। যারা ধনী, যাদের অর্থসামর্থ্য আছে তারা কোথায় তাদের অর্থ দিয়ে আমাদের নৌবহরকে জোরদার করবে, না ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে দারিদ্র্যের ভড়ং করে লোকের করুণা ভিক্ষা করছে।

বাকৃথস্--ঠিক বলেছেন, খুব খাঁটি কথা। ব্যাটারা পুরানো ছেঁড়া জামা ওপরে চাপিয়ে তলায় পরে চকচকে আনকোরা নতুন জামা। ভিখিরি সেজে মানুষকে ফাঁকি দিচ্ছে আর ওদিকে গিয়ে দেখুন মাছের হাটে চড়া দামে বাজারের সেরা মাছ কিনে খাচ্ছে।

এস্কিলস্—তবেই দেখুন, মিথ্যাকে সত্যের ভড়ং দিতে ওই তো শিখিয়েছে। দেশশুদ্ধ মানুষের চিন্তাকে, রুচিকে ও বিগড়ে দিয়েছে। যুবকদের দেহ শীর্ণ, মন জীর্ণ। শরীর-চর্চার যেসব স্থান ছিল, গিয়ে দেখুন সব শূন্য, কেউ তার ধারে কাছে যায় না। এ দুরবস্থা আমাদের নৌবহর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলার বালাই নেই, কেউ কারো কথা শোনে না। সবাই বক্তা, সবাই কাপ্তেন। এসব হল তোমার কীর্তি। আর আমার সময়ে? ঠিক এর উল্টো। মুখে কথাটি ছিল না। সামান্য আহারে তুষ্ট। দাঁড় টানছে আর গান করছে—হেঁই মারো, মারো টান, হেঁইয়ো।

বাক্‌থস্—হ্যাঁ হ্যাঁ ; যা বলেছেন। কাজ করত আর চুপিসাড়ে অন্য দাঁড়ি মাঝিদের সঙ্গে এক-আধটু রসিকতা করত। সুযোগমতো ডাঙায় গিয়ে লুঠতরাজ করত। কিন্তু এখন তো ওরা দাঁড় টানতেই ভুলে গিয়েছে। কথা বলবে না দাঁড় টানবে? একবার এদিক যাচ্ছে তো আবার ওদিক। দাঁড় টানে আকাশের দিকে তাকিয়ে—কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে সে খেয়াল নেই।

এস্কিলস্—হতভাগা নচ্ছার—ওর নাটকে হেন কুকর্ম নেই যা না ঘটিয়েছে। সমাজের যত অনাচারকে প্রশ্রয় দিয়েছে—ভ্রাতা ভগিনীর অবৈধ প্রেম, বিমাতা সপত্নীপুত্রের অবৈধ সংসর্গ, দেবতার মন্দিরে জারজ সন্তানের জন্ম। যেসব রমণী নারীত্বের মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে জীবনের স্বাদ-গন্ধ হারিয়েছে তাদের নিয়ে ওর কারবার। যত সব প্রবঞ্চক, দুশ্চরিত্র, দুশ্চরিত্রার মেলা। আর দেখুন, এর দেখাদেখি দেশ-শুদ্ধ সবাই লেখক হয়ে বসেছেন, যা খুশি তাই লিখছেন। ওদিকে খেলাধুলো, দৌড়ঝাপ, কুস্তিলড়াই—এককালে যেসব বল-বিক্রমের ব্যাপার নিয়ে লোকে গর্ব করত এখন তাতে আর কারো মন নেই। এখন আমাদের উৎসবে পরবে মশাল-দৌড়ে যোগ দেবার লোক আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাক্‌থস্—আর বলেন কেন। ঐ তো গত বছরের উৎসবে একটা লোক দৌড়োচ্ছিল তাকে দেখে আমি হেসে বাঁচিনে। ইয়া মোটা ধুমসো চেহারা—দৌড়োবে কি ও—হাঁপাচ্ছে, হোঁচট্ খাচ্ছে, হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। মাঝ পথে গেটের কাছে লোক ছিল দাঁড়িয়ে। ওকে উৎসাহ দেবার জন্যে তারা চেঁচাচ্ছে, হাত তালি দিচ্ছে, ঘাড়ে পিঠে মাজায় পাছায় চাপড় মারছে। লোকটা আরোই ঘাবড়ে গিয়ে এমন জোরে হাঁপাতে লাগল যে তার মশাল নিবে যাবার উপক্রম।

[কোরাস্]

বিচার সভা শেষ হবার আগে কত কি ঘটবে ;
সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি
একজনের সিংহবিক্রম আরেকজনের ওস্তাদি প্যাঁচ
কেউ দমবার পাত্র নন।

তর্ক হবে, ঝগড়া হবে, গালিগালাজ চলবে,
আঁচড়ে কামড়ে একে অন্যকে নাস্তানাবুদ করবে।
এ লড়াইতে হার জিতের বিচার বড় সহজ নয়—
তবে ভরসার কথা, দর্শকরা এখন আর আগের মতো অজ্ঞ নয়।[১]
এখন তাদের বিদ্যার দৌড়, বুদ্ধির ধার দুটোই বেড়েছে,
প্রত্যেকের হাতে পুঁথি, মুখে বুলি, বিদ্যাচর্চায় রসচর্চায় প্রচুর উৎসাহ ;
বিদ্বান বুদ্ধিমান, রসগ্রাহী শ্রোতারা যখন উপস্থিত
তখন তর্কযুদ্ধটা এবার জমবে ভালো।

[এবারে ভাষাগত ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে উভয়ের মধ্যে তর্কবিতর্ক শুরু হল। এস্কিলস্-এর বিরুদ্ধে এউরিপিদেস্-এর অভিযোগ এই যে স্থানে স্থানে শব্দ প্রয়োগে তাঁর শৈথিল্য প্রকাশ পেয়েছে। এউরিপিদেস্-এর মতে এস্কিলস্ নাটকের প্রস্তাবনাটি অতিশয় যত্নপূর্বক রচনা করেন কিন্তু সেখানেও তাঁর ভুল ভ্রান্তি ঘটেছে। এই সূত্রে তিনি এস্কিলস্ রচিত 'ওরেস্তেস্' নাটকের প্রথম লাইন ক'টি এস্কিলস্ আবৃত্তি করতে বলেন। এই নাটকের সূচনায় দেখা যায় ওরেস্তেস্ গোপনে তাঁর স্বদেশ আরগস্-এ ফিরে এসেছেন। পিতার সমাধিপাশে দাঁড়িয়ে তিনি পরলোক এবং পরলোকগতদের তত্ত্বাবধায়ক দেবতা যুপিতার-পুত্র হের্মেস্ উদ্দেশ করে বলছেন—

হে সর্বদর্শী দেব হের্মেস্, তুমি পিতৃরাজ্য পরিদর্শন এবং তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত;
বহুকাল পরে আমি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছি, তুমি আমার সহায় হও।

এউরিপিদেস্-এর মতে তার কোনো কোনো কথা দ্ব্যর্থবোধক। সাধারণ অর্থে সকল দেবতাকেই সর্বদর্শী বলা যেতে পারে, কিন্তু এমনও হতে পারে এখানে আগামেম্নোন্ হত্যা-কাণ্ডের অদৃশ্য দর্শক হিসাবে হের্মেস্কে ওরেস্তেস্ সর্বদর্শী সম্বোধন করেছেন। এছাড়া পিতৃরাজ্য বলতে কার পিতার কথা হচ্ছে—হের্মেস্-এর, না ওরেস্তেস্-এর ? এউরিপিদেস্-এর মতে 'প্রত্যাবর্তন' শব্দটিও আপত্তিকর কারণ নির্বাসিত ব্যক্তির প্রত্যাবর্তনের অধিকার নেই। তিনি যে গোপনে অনধিকার প্রবেশ করেছেন সে কথা স্পষ্ট হয়নি।]

এউরিপিদেস্—এই উক্তি যথাযথ নয় কারণ তিনি বিনা অনুমতিতে গোপনে স্বদেশে প্রবেশ করেছেন।

১ আরিস্তোফানেস্ এখানে শ্রোতাদের একটু তোয়াজ করবার চেষ্টা করছেন। অবশ্য কোনো কোনো টীকাকারের মতে এখানেও ব্যঙ্গের আভাস আছে। পুঁথি-পড়া নব্যশিক্ষিতদের উপরে আরিস্তোফানেস্-এর তেমন আস্থা ছিল না।

বাক্‌খস—ঠিক ঠিক, ন্যায্য কথা বটে।

এউরিপিদেস্—(এস্কিলস্-এর প্রতি পরিহাসের সুরে) বেশ বলে যান, আরেকটু শুনি।

বাক্‌খস্—(মাতব্বরি চালে) হ্যাঁ হ্যাঁ, এস্কিলস্ বলুন, আপনাকে বলতেই হবে। (এউরিপিদেস্-এর প্রতি) আর হ্যাঁ, আপনি বেশ মন দিয়ে শুনুন, কোথায় কি ভুলচুক আছে লক্ষ্য করুন।

এস্কিলস্—"পিতার সমাধি পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাঁকে আহ্বান করছি—পিতঃ শ্রবণ করুন, আমার কথায় কর্ণপাত করুন"—

এউরিপিদেস্—ঐ দেখুন, একই কথার পুনরাবৃত্তি—শ্রবণ করুন, কর্ণপাত করুন।

বাক্‌খস্—আরে মূর্খ, দেখতে পাচ্ছ না যে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। মৃত ব্যক্তিদের তিনবার[১] ডাকবার রীতি আছে, তাতেও তারা শুনতে পায় না।

এস্কিলস্—বেশ, এবার তোমারটা শুনি। তোমার নাটকের সূচনা তুমি কিভাবে করেছ একবার দেখা যাক্।

এউরিপিদেস্—দেখবেন বৈকি। আর এও বলছি—কোথাও যদি কোনো কথার পুনরুক্তি করে থাকি কিম্বা যদি একটি কথাও অনাবশ্যক প্রয়োগ করে থাকি তো আপনি আমার গায়ে থুতু দিতে পারেন।

বাক্‌খস্ (একটু যেন নিরুপায় ভাব দেখিয়ে)—কি আর করা যায়, শুনতেই হবে। নিন্, বলুন দেখি, আপনার কোনো নাটকের সূচনা থেকে বাছা বাছা দু একটা অংশ আবৃত্তি করুন শুনি।

এউরিপিদেস্—শুনুন তবে—"ওইদিপুস্ প্রথমে ছিলেন পরম সুখে।"

এস্কিলস্—অসম্ভব, অসম্ভব! ও যে জন্মদুঃখী। জন্মের পূর্বেই দৈববাণী হল—ও হবে পিতৃহন্তা! এমন মানুষ কোনো কালে সুখের মুখ দেখতে পারে?

এউরিপিদেস্—"কিন্তু পরে সেই মানুষের জীবন হল পরম দুঃখের।"

এস্কিলস্—বাজে বাজে, হতেই পারে না। ও চিরকালের দুঃখী—জন্ম মুহূর্তে পরিত্যক্ত, শীতের রাত্রে মাটির ভাঁড়ে করে রেখে এল খোলা যায়গায়। কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। বড় হল, বিয়ে

১ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে মৃতব্যক্তিকে তিনবার নাম ধরে ডাকবার রীতি ছিল।

করল—অল্পবয়সের ছোকরার বিয়ে হল এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সঙ্গে। পরে দেখা গেল, সেই স্ত্রীলোক তার আপন মা—জানতে পেরে নিজের চোখ নিজেই উপড়ে ফেললে।

বাক্‌খস্—এরাসিনিদেস্[১]-এর সঙ্গে নৌযুদ্ধে যোগদান করলে আর কথা ছিল না, সুখের ষোল আনা পূর্ণ হত।

[এউরিপিদেস্ পব পর কয়েকটি নাটকের প্রথম লাইন আবৃত্তি করে গেলেন। এস্কিলস্ তাঁর ছন্দের ত্রুটি এবং একঘেয়েমি সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। এউরিপিদেস্ তার সন্তোষজনক উত্তর দিতে সক্ষম হননি।

বাক্‌খস্—থাক্ থাক্, ঢের হয়েছে। এবার কাব্যগুণ বা পদলালিত্য সম্বন্ধে কিছু বলবার থাকে তো বলুন।

এউরিপিদেস্—বলব বৈকি। সুরে ছন্দে কবিত্বে উনি কত সাধারণ আমি এক্ষুনি তা প্রমাণ করে দিচ্ছি। লেখায় কোনো প্রকার বৈচিত্র্য নেই, সবই এক ধাঁচের জিনিস।

[কোরাস্]

কি যে হবে, এঁরা কি যে করবেন ভেবে পাচ্ছি না—
আমাদের যিনি কবিশ্রেষ্ঠ, যাঁর কাব্যসুধা পান করে
এতকাল আমরা আনন্দ পেয়েছি, যাঁর কবি-প্রতিভায় আমরা মুগ্ধ,
আজ এঁর মুখে তাঁর নিন্দা শুনতে হবে ?
ভেবে অবাক লাগছে, ভয়ও হচ্ছে।

এউরিপিদেস্—আহা, বলিহারি কাব্যসুধা! একটু নমুনা দেখাচ্ছি। প্রতিটি লাইন এক ছাঁদে লেখা, এতটুকু বৈচিত্র্য নেই।

[উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী একে অন্যের রচনা থেকে অংশ উদ্ধার করে সুর এবং ছন্দ সম্বন্ধে একে অন্যকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে লাগলেন। এই বাদ প্রতিবাদ সেকালের শ্রোতাদের কাছে যত শ্রুতিরোচক হোক, একালের পাঠকদের পক্ষে এর রস-গ্রহণ করা মোটেই সহজ নয়। বিক্ষিপ্ত লাইনগুলি প্রায় সবই বিভিন্ন নাটকের কোরাস্ অংশ থেকে নেওয়া। কোরাস্

১ আর্গিনুসাই নৌযুদ্ধে জয়ী হবার অব্যবহিত পরেই এরাসিনিদেস্ তাঁর পাঁচজন সহকারী সমেত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

অংশগুলি সেকালে যে সুরে গেয়ে শোনানো হত বহুকাল পূর্বেই সেই সংগীতরীতি লুপ্ত হয়েছে। আজকের পাঠকের পক্ষে সেই সুর বা তার বিদ্রূপাত্মক অনুকরণের রসোদ্ধার কোনোমতেই সম্ভব নয়।]

বাক্‌খস্—হ্যাঁ বলে যান, আমি এই নুড়িগুলো নিচ্ছি; তাই দিয়ে তাল মাত্রার হিসেব রাখতে হবে।

এউরিপিদেস্—"মহামতি আকিল্লেস্, ছুটে আসুন, রক্ষা করুন—বিষম বিপদ, ক্ষণমাত্র বিলম্ব নয়। শত্রুর আক্রমণে আমাদের সৈন্যদল পরাস্ত, বিধ্বস্ত, ছত্রভঙ্গ। ঐ শুনুন শত্রুর জয়ধ্বনি—উঃ কি বিপদ!"

বাক্‌খস্—বিপদ বৈকি। থাক্ ঢের হয়েছে, এবার আমি যাই, গরম জলে চানটান করে নিজেকে তো বিপদ থেকে রক্ষা করি।

এউরিপিদেস্—আহা, আরেকটু অপেক্ষা করুন, আরেকটা নমুনা শুনুন। দেখুন, উনি বীণাযন্ত্রের সুর কিভাবে রঙ্গমঞ্চে এনে হাজির করেছেন।[১]

বাক্‌খস্—বেশ বলুন, কিন্তু দেখবেন, আবার যেন বিপদ আপদের ধুয়া তুলবেন না।

এউরিপিদেস্—জগৎপতি, প্রবল প্রতাপ গ্রীসদেশের অতুল মহিমা—

তেড়ে কেটে তেড়ে কেটে ধিন্

বুভুক্ষু ফিংক্স আর তার রক্তপিপাসু পিশাচের দল—

তেড়ে কেটে তেড়ে কেটে ধিন্

প্যারিস্-এর দুর্মতি—প্রতিশোধ চরিতার্থে বিপুল সৈন্যসমাবেশ—

তেড়ে কেটে তেড়ে কেটে ধিন্

বাক্‌খস্—ঐ তেড়ে কেটে বস্তুটা কি? মনে হচ্ছে ম্যারাথনের প্রান্তর থেকে এই অপূর্ব বস্তুটি সংগ্রহ করা হয়েছে। সত্যি, এমন চমৎকার সুরটি কোথায় শিখলেন মশায়—কুয়ো থেকে দল বেঁধে যারা জল তোলে নিশ্চয় তাদের কাছ থেকে।[২]

এস্কিলস্—হ্যাঁ, ঐ সব সুরকেই পরিমার্জিত করে আমি সুশ্রাব্য সুষ্ঠু রূপ

১ বোধকরি বলার উদ্দেশ্য যে এস্কিলস্ তার যন্ত্রের সুর অন্যবিধ যন্ত্রে প্রকাশের চেষ্টা করেছেন, ফলে তাঁর সুর যোজনা স্থানে স্থানে বেখাপ্পা হয়েছে।

২ যে কোনো সুর অতিমাত্রায় জনপ্রিয় হয়ে উঠলে তার বিকৃতি দেখা দেওয়া স্বাভাবিক—বোধকরি একথা বলাই উদ্দেশ্য।

দিয়েছি। ফ্রিনিখস্-এর কাছে শেখা; কিন্তু তাঁর নিছক অনুকরণ নয়। কাব্য-সরস্বতীর অঙ্গনে যখন যে সুন্দর ফুলটি পেয়েছি তাই সংগ্রহ করে এনেছি। আর উনি? রাস্তায় ঘাটে ভবঘুরের' দল যে সব গান গেয়ে বেড়ায়, পাড়াগেঁয়ে বুড়িরা, দাইরা, পেশাদার রমণীরা যে সব অশ্রাব্য গান করে তাই থেকে তিনি তাঁর সুর তাল সংগ্রহ করেছেন। একটা নমুনা শোনাচ্ছি—দেখি, কে আছো, একটা বীণাযন্ত্র থাকলে দাও দিকিনি। থাক বীণাটিনা দিয়ে কি হবে? একটা মন্দিরা-জাতীয় জিনিস হলেই চলবে। এউরিপিদেস্-এর সঙ্গীতের সঙ্গে সরস্বতীর বীণা মানায় না। যে কোনো নাচওয়ালীর ঠুনঠুন্ পেয়ালা হলেই চলবে।

বাক্খস্—এ বুঝি একেবারে লেস্বিয়ার মেয়েদের গান?[১]

এস্কিলস্—ঢেউএর মাথায় মাথায় পাখা ছুঁইয়ে···

খেলার ছলে উড়ে বেড়ায় সাগর পাখির ঝাঁক।
ঘরের ছাদ ঘেঁসে কড়িবরগার গায়ে গায়ে
অবিরাম জাল বুনে যায় মাকড়সার দল।
বরুণদেবের সহচরী মৎস্যকন্যারা গভীর সমুদ্রে
যেমন অনুসরণ করে সমুদ্রগামী পোতের
নাবিকেরা যাদের গতিবিধি দেখে
সূচনা অনুমান করে মঙ্গল অমঙ্গলের—

কেমন, দেখলেন তো সুর তাল পদের বাহার?

বাক্খস্—হ্যাঁ, দেখলাম বৈকি।

এস্কিলস্ (এউরিপিদেস্-এর প্রতি)—এই তো তোমার কবিত্বের নমুনা। এবার তোমার রচিত একটি একক সংগীতের নমুনা দিচ্ছি[২]—

হে ভয়ঙ্করী রজনী
কত ভীষণ-দর্শন মূর্তি
আমার চোখের সুমুখে উপস্থিত;

১ লেস্বিয়ার স্ত্রীলোকেরা দুর্নীতির জন্য কুখ্যাত ছিল।

২ এউরিপিদেস্-এর রচনাভঙ্গির বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ। গুরুগম্ভীর (সাব্লাইম্) রস গুরুচণ্ডালী দোষদুষ্ট হলে যা হয়।

অন্ধকারে চোখ জ্বল্ জ্বল্ করছে
প্রচণ্ড থাবা, রক্তাক্ত নখর উদ্যত,
ভয়ে আমি দিশাহারা।

সুন্দরীগণ, অদূরে ঐ ঝর্ণা থেকে
ঘট ভরে নিয়ে এসো শীতল জল
ঐ নির্মল জলে স্নান করে আমি আমার
স্বপ্নের বিভীষিকা দূর করি।

কিন্তু একি, আমার দুঃস্বপ্ন যে সত্যে পরিণত হল!
কে কোথায় আছো এসো, দেখো এসে আমার এতকালের
পরশী গ্লাইক কিনা আমার মোরগটা চুরি করে পালিয়েছে।[১]
সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে আমি চরকায় সুতো কাটতে
বসেছি
এর মধ্যে এমন সর্বনাশ ঘটবে কে ভেবেছিল!
কোথায় হাটে গিয়ে সুতো বিক্রি করব
না এখানে হা হুতাশ করে মরছি—
আমার এমন সাধের মোরগটি কোথায় উড়ে গেল?
ওগো স্বর্গের দেবদেবীরা, কোথায় আছো, এসো
তোমাদের তীর ধনুক মশাল নিয়ে, চারদিক খুঁজে দেখো।
দেবী আর্তেমিস্, তোমার আকাশ মৃগয়া ত্যাগ করে একবার ধরাধামে
অবতীর্ণ হও,
আর হেকাতে তার জ্বলন্ত মশাল নিয়ে আতিপাতি করে খুঁজে দেখুক
কোথায় চোর, কোথায় মোরগ, কোথায় কি—ইতি বৃত্তান্ত।

বাক্‌থস্—নিন থামুন, আর কাব্যগাথা শুনতে হবে না।

এস্কিলস্—হ্যাঁ, আমার ধৈর্য নেই, ঢের হয়েছে। কিন্তু এবারে আমাদের

১ কারো কারো মতে এউরিপিদেস্ অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ঘটনা দিয়ে ট্র্যাজেডির রস ফোটাবার চেষ্টা করতেন, তারই বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টান্ত।

দুজনের রচনায় কাব্যগুণ কার কতটুকু সেটা আমি একটু ওজন করে দেখাতে চাই।

বাক্‌খস্—বেশ তাই হোক্। কিন্তু তাহলে দেখছি আমাকে এখন মুদি-দোকানদারের মতো দাঁড়িপাল্লা নিয়ে কাব্যরস ওজন করতে বসতে হবে।

[রঙ্গমঞ্চের একধারে বিরাট আকারের একটি দাঁড়িপাল্লা দেখা যাচ্ছে

[কোরাস্]

রসিকজনরা সকলে এসে দেখুন এই অত্যাশ্চার্য কবির লড়াই,
এমন কাণ্ড কেউ কখনো দেখেনি, কেউ কখনো শোনেনি।
মানুষ যে এমন পাগলামি, এমন উদ্ভট কাজ করতে পারে
স্বচক্ষে না দেখলে, লোকমুখে শুনে এ আমি কখনো বিশ্বাস করতাম না।

বাক্‌খস্—আসুন, এগিয়ে আসুন, দুজনেই পাল্লার কাছে এসে দাঁড়ান।

এউরিপিদেস্—এই যে দাঁড়াচ্ছি—

বাক্‌খস্—এবার দুজনে দুই পাল্লা ধরে নিজ নিজ কবিতার পংক্তি আবৃত্তি করতে থাকুন। দেখবেন, আমি না বলতে কেউ ছাড়বেন না যেন।

এউরিপিদেস্—বেশ, আমরা প্রস্তুত।

বাক্‌খস্—তাহলে এবার দুজনেই নিজ নিজ কাব্য থেকে দু-এক ছত্র বলুন।

এউরিপিদেস্—"আহা আর্গো যদি পাল তুলে ডানা মেলে—"[১]

এস্কিলস্—"অহো, নির্মলসলিলা স্পেরখিওস্ আর তার তীরবর্তী গোচারণভূমি।"[২]

বাক্‌খস্—ব্যস ছেড়ে দিন। দেখুন এবার—এই পাল্লাটা ওটার চাইতে ওজনে ঢের বেশি ভারি হয়ে গেল।

এউরিপিদেস্—কি করে হল?

বাক্‌খস্—হবে না? উনি একটা আস্ত নদী এনে হাজির করলেন। পশমের ব্যবসায়ীরা যেমন জলে ভিজিয়ে পশমের ওজন বাড়িয়ে নেয়, উনি তেমনি জলের ছোঁয়া লাগিয়ে কাব্যের ওজন খানিকটা বাড়িয়েছেন।—আপনার পংক্তিটি তো নেহাৎ হালকা—ডানা মেলে দিয়ে উড়ে যাবার উপক্রম।

১ 'মিডিয়া' নাটকের প্রথম লাইন।
২ লুপ্ত নাটক 'ফিলোকতেতেস্' থেকে উদ্ধৃত।

এউরিপিদেস্—বেশ তাহলে আবার ধরতে বলুন, আরেকবার পরীক্ষা হোক।

বাক্‌থস্—আচ্ছা তাহলে আবার পাল্লা ধরে দাঁড়ান।

এউরিপিদেস্—আমরা প্রস্তুত।

বাক্‌থস্—তাহলে, এবার বলুন।

এউরিপিদেস্—"বাগ্দেবীর মন্দিরে পুজো দিলে তবে মানুষের মন গলানো যায়।"[১]

এস্কিলস্—"মৃত্যুর দেবতা কোনো প্রকার বলির প্রত্যাশা রাখেন না।"[২]

বাক্‌থস্—নিন, ছেড়ে দিন। ঐ দেখুন আবার—ঐ পাল্লাটা কেমন নেমে গেল। তা যাবেই তো, একেবারে মৃত্যুকে পাল্লায় চাপিয়ে দিলেন। মৃত্যুই চরম বিপত্তি, এর চাইতে গুরুভার বস্তু আর কি কিছু আছে?

এউরিপিদেস্—কিন্তু আমি বলেছি মনোহরণের কথা এবং যদ্দূর সম্ভব মনোরম ভাষায় তা প্রকাশ করেছি।

বাক্‌থস্—করেছেন বৈকি; কিন্তু মনোহারী বাক্য শুনতে বড় মৃদু, ওজনে হাল্কা—অর্থহীন, শূন্যগর্ভ। আসুন তো, এবার একটা প্রচণ্ড, বিরাট কিছু বলে ওঁকে তলিয়ে দিন তো।

এউরিপিদেস্—আচ্ছা দেখি ভেবে—শক্ত পোক্ত ওজনে ভারি কোথায় কি লিখেছি।

বাক্‌থস্—কেন, ঐ যে—"আকিল্লেস্ দু-দুবার চাল চেলেছেন—দুবারই দুরি আর কচ্।"[৩] যাক্‌গে আরেকবার পরীক্ষা হোক, এবারেই শেষ।

এউরিপিদেস্—"তিনি তাঁর ভীমাকৃতি গদা হাতে তুলে নিলেন।"[৪]

এস্কিলস্—"রথের পর রথ আর স্তূপীকৃত শব ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত।"[৫]

---

১ 'আন্তিগোনে' থেকে।

২ 'নিয়োবে' নামক লুপ্ত নাটক থেকে।

৩ এউরিপিদেস্-কৃত 'তেলেফস্' নাটকে গ্রীক বীরদের পাশা খেলার একটি দৃশ্য ছিল। ঐ দৃশ্যটি নিয়ে এউরিপিদেস্‌কে বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা সইতে হয়েছিল, পরে ঐ দৃশ্য নাটক থেকে বাদ দেওয়া হয়। বাক্‌থস্ এই সুযোগে এউরিপিদেস্‌কে একটু একটু খোঁচা দিয়ে নিলেন। আরো লক্ষ্য করবার বিষয় আকিল্লেস্ দু দুবার চাল দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন, এউরিপিদেস্‌ও বর্তমান পরীক্ষায় দুবার উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে পরাজিত হয়েছেন।

৪ 'মেলেআগের' নামক লুপ্ত নাটক থেকে।

৫ লুপ্ত নাটক 'গ্লাউকস্ পোন্তিয়েন্‌সিস্' থেকে

বাকৃথস্—ইস্, এবারও উনিই মেরে দিলেন—

এউরিপিদেস্—কেন, কি করে শুনি ?

বাকৃথস্—দেখছেন না, গাড়িঘোড়া রথ আর শবদেহ মিলিয়ে উনি এক বিরাট স্তূপের সৃষ্টি করেছেন। এক কুড়ি মিশরীয় মুটে ডাকলেও তা নড়ানো যাবে না [১]

এস্কিলস্—দেখুন মশায়, একটি একটি পংক্তি ধরে ওজন করে কি হবে। তার চাইতে উনি ওঁর যথাসর্বস্ব নিয়ে আসুন—নিজে আসুন, স্ত্রীপুত্র কন্যাকে আসুন; বন্ধু কেফিসোফোন[২], মায় তাঁর যাবতীয় গ্রন্থরাজি[৩]—সব নিয়ে আসতে বলুন। সব মিলিয়ে আমার দুটি পংক্তির সমান ওজন হবে না।

বাকৃথস্—মুশকিলেই পড়া গিয়েছে। এঁরা দুজনেই আমার বন্ধু—এঁদের মামলায় রায় দিতে গিয়ে শেষটায় দুপক্ষেরই বিরাগভাজন হতে হবে। একজনের লিপিচাতুর্য সন্দেহের অতীত, অপরজনের কাব্যগুণ অধিকতর হৃদয়গ্রাহী।

প্লুতোন—তাহলে আপনি কোনো মতামত দিতে চান না ?

বাকৃথস্—ধরুন যদি দিই তাহলে ?

প্লুতোন—তাহলে আপনি যে এত কষ্ট স্বীকার করে আমাদের এই রাজ্যে এসেছেন তার পুরস্কার পাবেন—এঁদের মধ্যে যাঁকে আপনার পছন্দ তাঁকে সঙ্গে করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

বাকথস্—আঃ ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। একটু ভেবে দেখি তাহলে। আচ্ছা, আপনিই একটা পরামর্শ দিন না। আপনাকে খুলেই বলছি—দেখুন, আমি এসেছি একজন কবির সন্ধানে—

প্লুতোন—কি উদ্দেশ্যে ?

বাকৃথস্—উদ্দেশ্যটা হচ্ছে—আমাদের রাজ্যে আবার লক্ষ্মীশ্রী এবং শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। আমাদের নাট্যশিল্পকে বিশেষ করে ট্র্যাজেডিকে

১ পারসিক আক্রমণের ফলে বহু মিশরীয় গ্রীস্ দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। আরিস্তোফানেস্-এর 'বার্ড্স' নাটকে দেখা যায় এরা গৃহনির্মাণ ইত্যাদি ব্যাপারে শ্রমিকের কাজ করত।

২ এউরিপিদেস্-এর বন্ধু অভিনেতা। কারো কারো মতে নাট্যরচনায় এউরিপিদেস্-এর সহকারী।

৩ গ্রন্থ-সংগ্রাহক হিসাবে এউরিপিদেস্-এর খ্যাতি ছিল।

পূর্বগরিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।—আসল কথা, এমন একজনকে আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই যিনি রাজ্যের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে আমাদের উপদেশ-নির্দেশ দিতে পারবেন—ধরুন ঐ আলকিবিয়দেস্-এর প্রশ্ন। বুঝতেই তো পারছেন, এখন ঐ ব্যাপার নিয়েই আমাদের রাজ্য তোলপাড়।

এউরিপিদেস্—ওর সম্বন্ধে লোকের ভাবখানা কি, শুনি ?

বাক্‌খস্—ঐ তো মুশকিল। ওকে ভালোও বাসে, ঘৃণাও করে—ফেলতেও পারে না, রাখতেও—আচ্ছা, আপনারা দুজনেই বলুন না আপনাদের কি মত।

[এউরিপিদেস্ এবং এস্কিলস্ নিজ নিজ নাটকীয় ভঙ্গিতে জবাব দিচ্ছেন]

এউরিপিদেস্—যে ব্যক্তি দেশের সেবায় পরাঙ্মুখ, দেশের অনিষ্ট চিন্তায় উদ্যত এমন মানুষকে আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। আপন স্বার্থসিদ্ধি ব্যতীত অন্য কোনো কর্ম এর দ্বারা সম্ভব নয়।

বাক্‌খস্—সাধু, সাধু, অতি সুন্দর কথা। আচ্ছা, এবার আপনি—আপনার মতটি দিন।

এস্কিলস্—মানুষের আবাসভূমিতে সিংহশাবককে লালন করা সুবুদ্ধির কাজ নয়; কিন্তু স্বহস্তলালিত শাবক যখন তালেবর হয়ে ওঠে তখন তার মন জুগিয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বাক্‌খস্—ওরে বাবা, এ যে এক নতুন ধাঁধায় পড়া গেল। একজন জবাব দিয়েছেন সোজাসুজি অতিশয় স্পষ্ট ভাষায়, অপরজন যা বলেছেন তাও নিঃসন্দেহে যুক্তিসম্মত। আচ্ছা, আপনাদের দুজনকেই আরেকটা কথা জিগ্‌গেস করছি—এখন আমাদের রাষ্ট্রকে রক্ষা করা যায় কি উপায়ে সে কথা বলুন।

এউরিপিদেস্—এক কাজ করুন, কিনেসিয়াস্‌কে[১] পাখার মতো করে ক্লেওক্রিতস্[২]-এর ঘাড়ে জুড়ে দিন। তারপরে একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে ছেড়ে দিলে ওরা একেবারে সাগর অতিক্রম করে চলে যেতে পারবে।

১ কবি; অতিশয় শীর্ণকায় ব্যক্তি ছিলেন। এঁকে নিয়ে আরিস্তোফানেস্ একাধিক নাটকে হাস্য পরিহাস করেছেন।

২ যোদ্ধা; 'বার্‌ড্‌স্' নাটকেও এঁকে নিয়ে পরিহাস করা হয়েছে।

বাক্‌থস্—মনে হচ্ছে আপনি রগড় করছেন; কিন্তু নিশ্চয় একটা নিগূঢ় অর্থ আছে।

এউরিপিদেস্—...দুজনের হাতে যদি দুটি ভিনিগারের বোতল দিয়ে দিতে পারেন তো কোথাও নৌযুদ্ধ বাঁধলে এরা শত্রুর চোখে ভিনিগার ছিটিয়ে দিতে পারবে।—যাক্, আসল কথা বলছি, শুনুন।

বাক্‌থস্—হ্যাঁ বলুন, একটু বুঝিয়ে বলুন।

এউরিপিদেস্—সকলে যা বিশ্বাস করে তাকে যদি অবিশ্বাসের চোখে দেখি আর এতকাল লোকে যা অবিশ্বাস করে এসেছে তা যদি এখন বিশ্বাস করি[১]—

বাক্‌থস্—এঁ্যা, কি বল্লেন? আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে।—আরেকবার বলুন দেখি। কিন্তু অত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কায়দা করে নয়, একটু সহজ সাদামাঠা কথায় বলুন।

এউরিপিদেস্—বর্তমান নেতাদের ছেড়ে এত কাল যাদের আমরা অবিশ্বাসের চোখে দেখে এসেছি এখন তাদেরকেই যদি নেতা বলে গ্রহণ করা যায় তাহলে উপস্থিত বিপদ থেকে উদ্ধারের আশা আছে বলে আমি মনে করি। যাদের পরামর্শ শুনে বর্তমান বিপত্তি ঘটেছে তাদের বিরুদ্ধপক্ষীয়দের পরামর্শ গ্রহণ করলে সুফলের আশা অবশ্যই করা যেতে পারে।

বাক্‌থস্—সাবাস্ সাবাস্, বেড়ে বলেছেন। একেই বলে রাজনীতিজ্ঞ, একেবারে পালামিদেস্[২]-এর সমতুল্য। আচ্ছা, এসব আপনার নিজস্ব উক্তি, নিজ মস্তিষ্ক-প্রসূত?

এউরিপিদেস্—হ্যাঁ, আমার বৈকি, তবে ঐ ভিনিগারের বোতলটুকু ছাড়া, ওটি কেফিসোফোন্-এর আবিষ্কার।

বাক্‌থস্ (এস্কিলস্-এর প্রতি)—আচ্ছা, এবার আপনি বলুন।

এস্কিলস্—আগে আথেনাই-এর খবরাখবর একটু জেনে নিই। যাঁদের হাতে সে রাষ্ট্রপরিচালনার ভার অর্পণ করেছে তাঁরা সব কি দরের লোক? যোগ্যতমকে বেছে নেবার ক্ষমতা কি তার আছে?

১ এউরিপিদেস্ যেখানে জ্ঞানগর্ভ কথা বলবার চেষ্টা করেছেন সেখানে তাঁর ভাষা কিভাবে জট পাকিয়ে যায় আরিস্তোফানেস্ এখানে তাকেই ব্যঙ্গ করছেন।

২ জ্ঞানবান এবং চরিত্রবান রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে খ্যাত। এঁর মৃত্যু কাহিনী অবলম্বন করে এউরিপিদেস্ একটি ট্র্যাজেডি রচনা করেছিলেন।

বাক্‌থস্‌—উঁহু, সেটি আছে বলে আমি মনে করি না। যোগ্যদের সে সইতেই পারে না।

এস্কিলস্‌—ও, তাহলে চোর জোচ্চরদেরকেই তার পছন্দ।

বাক্‌থস্‌—ঠিক পছন্দ করছে বলব না। তবে হ্যাঁ, বাধ্য হয়ে এদেরকে কোনো কোনো কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এস্কিলস্‌—এমন হতভাগা রাজ্যকে বাঁচাবে কে—মিহি কিংবা মোটা কোনো রকমের পোশাকই যার গায়ে খাপ খায় না ?

বাক্‌থস্‌—তবু একটু ভেবে দেখুন কোনো রকমে দেশটাকে বাঁচানো যায় কিনা।

এস্কিলস্‌—এখানে কিছু বলব না ; ওখানে গিয়ে তবে বলব।

বাক্‌থস্‌—না না, দয়া করে আগে থেকেই কিছু উপদেশ-নির্দেশ পাঠিয়ে দিন।

এস্কিলস্‌—যখন নিজ রাজ্যকে শত্রু-অধিকৃত এবং শত্রুর অধিকারকে নিজ অধিকার বলে জ্ঞান করতে শিখবে, নিজেদের নৌবহর এবং নৌসেনাকে নিরাপত্তার প্রধান অবলম্বন বলে ভাবতে শিখবে, দুঃখ দৈন্য কষ্ট-স্বীকারের শক্তিকেই প্রধান সহায় বলে জানবে—

বাক্‌থস্‌—অতি উত্তম কথা—কিন্তু ওদিকে জুরির দল খেয়ে দেয়ে সব সাবাড় করে দিচ্ছে। জলদি করুন, নইলে শেষটায় গিয়ে খানাপিনার ভাগ পাওয়া যাবে না।[১]

প্লুতোন—তাহলে যা সিদ্ধান্ত করবার করে ফেলুন।

বাক্‌থস্‌—আপনারা আপনাদের ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত করুন ; আমি আমার পছন্দমতো করব।

এউরিপিদেস্‌—দেখবেন, সত্যভঙ্গ করবেন না। দেবতার নামে শপথ করে আমাকে কথা দিয়েছিলেন।

বাক্‌থস্‌—"সে তো শপথ নয়, মুখের কথা মাত্র।"[২] আমি এস্কিলস্‌কেই বেছে নিচ্ছি।

১ জুরীর পারিশ্রমিক যোগাতে রাজস্বের বেশ একটি মোটা অংশ ব্যয় হত। প্রতিদিনকার নাট্যোৎসবের শেষে কবি নাট্যকার অভিনেতা এবং জুরীসদস্যরা কে কার আগে ভোজসভায় গিয়ে বসবেন তাই নিয়ে হুড়োহুড়ি লেগে যেত। এই উভয় রীতির প্রতি ব্যঙ্গোক্তি।

২ 'হিপ্পোলুতস্‌' নামক নাটক থেকে উদ্ধৃতি। বাক্‌থস্‌ এউরিপিদেস্‌-এর উক্তি দিয়েই এউরিপিদেস্‌কে জব্দ করছেন।

এউরিপিদেস্—ওরে হতভাগা, এই তোর মনে ছিল ?

বাক্‌খস্—আমাকে বলছ ? কেন, আমি কি করেছি ? এস্কিলস্‌কে বেছে নিয়েছি, বেশ করেছি। কেন করব না ?

এউরিপিদেস্—এত বড় অন্যায়ের পরেও তুমি আমাকে মুখ দেখাতে পারছ, লজ্জা করছে না তোমার ?

বাক্‌খস্—কেন লজ্জার কি হল ? তা ছাড়া লজ্জা বলে সত্যিকারের কোনো বস্তু নেই। যাকে আমরা লজ্জা বলি সেটা লোকমত সম্পর্কে আমাদের মনগড়া ধারণা।[১]

এউরিপিদেস্—উঃ তোমার কি একটুও দয়ামায়া নেই ? আমাকে এই যমপুরীতে যমের হাতে ফেলে রেখে যাবে ?

বাক্‌খস্—আরে, জীবন আর মৃত্যুর কি বা পার্থক্য ? ইন্দ্রিয়তৃপ্তি আর পানাহারের সুখ মায়ামাত্র। মৃত্যু চিরনিদ্রা বৈ আর কি ? আবার আহার নিদ্রা দুই এর মিলন, তারই নাম জীবন !

প্লুতোন—আচ্ছা, এবার আসুন বাক্‌খস্, একটু ভেতরে চলুন !

বাক্‌খস্ (চমকে উঠে, ভীতকণ্ঠে)—কেন বলুন তো ?

প্লুতোন—একটু আদর-আপ্যায়নের বাক্‌খস্ করা গিয়েছে ; যাবার আগে একটু খানাপিনা করে যাবেন না ?

বাক্‌খস্—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। উত্তম প্রস্তাব, এতে আর আপত্তি কি ? আমি খুব রাজি।

[কোরাস্]

সেই মানুষই ধন্য যিনি সূক্ষ্ম বিচারশক্তি
এবং সুস্থ সংযত রুচির অধিকারী,
আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত এই দৃশ্যই তার স্পষ্ট প্রমাণ।
মহাজ্ঞানী মহাকবি লাভ করেছেন তাঁর যোগ্য পুরস্কার ;
অনুমতি পেয়েছেন স্বদেশে স্বজাতির কাছে ফিরে যাবার।

[১] এটিও এউরিপিদেস্-এর অনুরূপ কোন উক্তির প্রতি বক্র ইঙ্গিত।

একথা সুনিশ্চিত যে সোক্রাতেস্-এর সঙ্গে বসে বসে
নিরর্থক পণ্ডিতি আলোচনা, চুলচেরা তর্ক, কথার মারপ্যাঁচ,
ন্যায়ের কচকচি বৃথা কালক্ষেপণ মাত্র।
রসচর্চা শিল্পচর্চা ছেড়ে তত্ত্ব নিয়ে মেতে থাকা
কবিশিল্পীর পক্ষে মূঢ়তা আর বাতুলতা।[১]

প্লুতোন

কবি, আপনাকে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করি,
আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।
আপনার স্বদেশ এবং স্বজনের কাছে আপনি ফিরে যান ;
একদা আথেনীয় মহাকবি এস্কিলস্-এর কাছে যে প্রেরণা লাভ করেছিল
আজ আবার তাঁর কাছে সেই প্রেরণা লাভ করুক।
পথভ্রান্তকে পথের নির্দেশ দিন, আপনার কাছ থেকে
নতুন করে তারা কাব্যের পাঠ গ্রহণ করুক,
কারণ আজ অধিকাংশ আথেনীয় ও-রসে বঞ্চিত।
মূর্খের সংখ্যা বাড়ছে দিনে দিনে, মূর্খতা উঠেছে চরমে—
—ভালো কথা, দয়া করে ক্লেওফোন[২]কে এটি দেবেন,
বলবেন, আমার এই সমনকে যেন অগ্রাহ্য না করে,
লক্ষ্মী ছেলের মতো গুটি গুটি যেন চলে আসে।
আরো ক'জনার নামেও সমন পাঠাচ্ছি—নিকোমাখস[৩]
আর তার সাঙ্গোপাঙ্গেরা—যারা জবরদস্তি ট্যাক্স আদায় করে বেড়ায়,
প্রজা শোষণে যারা ওস্তাদ, বলে দেবেন যেন সোজা চলে আসে
কবরখানায়।

১ মনে হয় এউরিপিদেস্-এর বিরুদ্ধে আরিস্তোফানেস্-এর অন্যতম অভিযোগ—নাট্যকার কাব্যরসের চাইতে দার্শনিক তত্ত্বকে অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছেন। সোক্রাতেস্-এর উপর আক্রমণ অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক।

২, ৩ মূল গ্রন্থে আরো কিছু নামের উল্লেখ আছে। ভুয়ো নেতা এবং অসাধু কর্মচারী হিসাবে এদের দুর্নাম ছিল।

পালিয়ে পার পাবে না, সমন যদি অমান্য করে তো
পলাতক ক্রীতদাসদের মতো ধরে বেঁধে, টেনে হিঁচড়ে আনব,
গায়ে ছ্যাঁকা লাগিয়ে এই অন্ধকার পুরীতে আটক করে রাখব।

এস্কিলস্—আপনার আজ্ঞা অবশ্যই পালন করব; আমারও একটি অনুরোধ, —এতকাল যে আসনটি আমি অধিকার করেছিলাম, আমার অবর্তমানে সোফোক্লেসকে বসাবেন সেই আসনে। বিদ্যায় বুদ্ধিতে, নাট্যপ্রতিভায় আমার পরেই তাঁর স্থান, তিনি আমার সুযোগ্য শিষ্য। দেখবেন, ঐ হতভাগা যেন সে আসনের কাছে না ঘেঁসতে পারে, ছলে বলে কৌশলে ক্ষণকালের জন্য বসেও আমার আসনকে যেন কলঙ্কিত না করে।

প্লুতোন—এসো এসো, সকলে মশাল হাতে জয়ধ্বনি করে কবিকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন কর, কোরাস্-এর কণ্ঠে কবির প্রিয় সুরে ছন্দে রচিত বিদায় সংগীত ধ্বনিত হোক্।

[কোরাস্]

মহাকবি দ্বিজত্ব লাভ করে মর্ত্যভূমিতে ফিরে যাচ্ছেন;
যাত্রা তাঁর শুভ হোক্, হোক্ বিঘ্নহীন।
দীর্ঘদিনের যুদ্ধ এবং অন্তর্বিপ্লবে ক্লান্ত নগরী
অবশেষে জ্ঞানীজনের নেতৃত্বে শান্তি এবং স্থিতি লাভ করুক।
আর ক্লেওফোন-সদৃশ ব্যক্তি—যুদ্ধ বিগ্রহ অশান্তিতেই যার আনন্দ
সে অবিলম্বে এই নগর ত্যাগ করে চলে যাক
চলে যাক্ তার স্বদেশ থ্রেস্‌এ, সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করুক প্রেমসে[১]।

১ কোরাস্ সংগীতটি এস্কিলস্-এর অনুকরণে যথাসম্ভব গুরুগম্ভীর ভাষায় রচিত। লক্ষ্য করবার বিষয় যে নাটকের মূল সুরের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইচ্ছে করেই শেষ ছত্রটিতে অপেক্ষাকৃত হালকা সুরের অবতারণা করা হয়েছে। এটি নাট্যকারের সূক্ষ্ম শিল্পরসের পরিচায়ক।